যোগবল

উপন্যাস

শ্রীযদুনাথ দত্ত

বার আনা

নিবেদন।

এতদিনে আমার চির-আকাঙ্ক্ষিত "যোগবল" জন-সমাজে প্রচারিত হইল। পাঠক পাঠিকা ইহাকে কিরূপ চক্ষে দেখিবেন তাহা কেবল অন্তর্য্যামী ভগবান্ ভিন্ন আর কেহই বলিতে সক্ষম নহে। যাহা হউক যদি একটী পাঠকও ইহা পাঠ করিয়া কথঞ্চিৎ সন্তোষ লাভ করেন তবে আমার সমুদয় শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

অতঃপর আমি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধার সহিত জানাইতেছি যে বঙ্গ সাহিত্যে লব্ধ-প্রতিষ্ঠ, ন্যাশ্‌নাল কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাস গুপ্ত এম্, এ, মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক এই উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি খানি পাঠ করিয়া ইহার মুদ্রাঙ্কণে আমাকে উৎসাহ প্রদান করায় তাঁহার নিকট আমি চির-কৃতজ্ঞ ও চির-বাধিত রহিলাম। ইতি—

শ্রীযদুনাথ দত্ত

ঘিওর, ঢাকা,
১৩২০ সাল ১০ই মাঘ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

নানা কারণে প্রুফ-সংশোধন কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন না হওয়ায় মুদ্রাঙ্কণে কতিপয় ভ্রম-প্রমাদ রহিয়াছে। পাঠক-পাঠিকা তজ্জন্য ক্ষমা করিবেন।

গ্রন্থকার।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ মজুমদার

(পীড়িতাবস্থায়)

উৎসর্গ।

স্নেহের সুরেন,

এ জগতে প্রেম, ভালবাসা, স্নেহ ও ভক্তি বিধি-প্রদত্ত শ্রেষ্ঠ রত্ন। সেই পবিত্র স্নেহের নিদর্শন-স্বরূপ আমার মানস-কাননের প্রীতি-কুসুম "যোগবল" তোমার হস্তে অর্পণ করিলাম। যত্নে রাখিও ভাই। ইতি—

তোমার—যদুদাদা।

যোগবল

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
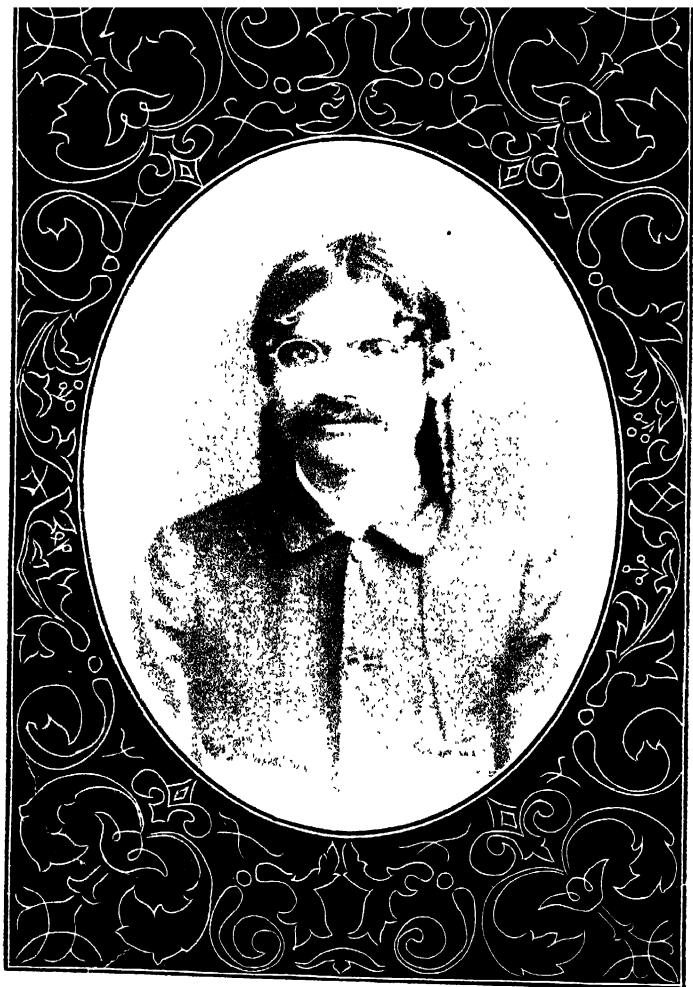
যোগবল।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

"সুখের প্রভাত।"

অরুণ অনেক ভাবিল—কিন্তু ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিল না। সে ভাবিল—তাহার অদৃষ্ট লিপি, সে ভাবিল তাহার বর্ত্তমান অবস্থা, সে ভাবিল তাহার সুদূর ভবিষ্যৎ। এইরূপে একে একে সে তাহার জীবনের কত কথাই ভাবিল, কিন্তু তাহার চিন্তাস্রোত কোন মীমাংসাতেই উপনীত হইতে পারিল না। অবশেষে দারুণ দুশ্চিন্তায় আকুল হইয়া সে আর শয্যায় শয়ান থাকিতে পারিল না—উঠিয়া বসিল।

তখন রজনী সার্দ্ধ দ্বিপ্রহরা। স্নিগ্ধ আলোকমালায় সমুদায় গৃহখানি আলোকিত। অরুণ দেখিল সেই আলোকমালা বিভূষিত সুসজ্জিত গৃহে দুগ্ধ ফেননিভ শয্যায় কুসুম তাহার স্বর্গীয় সুষমা ছড়াইয়া

নিদ্রিতা রহিয়াছে। সেরূপ দেখিয়া অরুণ বিভোর হইল, সে রূপের জ্যোতিতে তাহার প্রাণে সহস্র শতদল ফুটিয়া উঠিল। সে ভাবিল, এ প্রতিমা বুঝি এ পৃথিবীর নয়—নিশ্চয়ই স্বর্গভ্রষ্টা। নতুবা এতরূপ, এত সৌন্দর্য্য, এত কমণীয়তা কি পার্থিব প্রাণীতে দৃষ্ট হয়? অরুণ তাহার কল্পনারাজ্যে আত্মহারা হইয়া কিছুতেই ভাবিতে পারিল না যে, এ বালিকা পৃথিবীর সৌন্দর্য্য লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে—স্বর্গভ্রষ্টা দেববালা নয়। অনিমেষ নয়নে, অরুণ অনেকক্ষণ সেই অচঞ্চল নিদ্রা নিমীলিত শতদল-নিভ নয়ন যুগল প্রাণ ভরিয়া দর্শন করিল; অনেক-ক্ষণ সে সেই সুষমা মণ্ডিত সুন্দর মুখচ্ছবি, তন্ময় চিত্তে দেখিল। দেখিয়া দেখিয়া যেন তাহার তৃপ্তি হইল না। যদি তাহার সমুদয় ইন্দ্রিয়গ্রাম সে সময়ে এক চক্ষুরিন্দ্রিয়ে পরিণত হইত, তাহা হইলেও বুঝি তাহার সে দর্শনের পিপাসা মিটিত না। যাহা হউক অনেকক্ষণ পরে একটী গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক অরুণ একটু অন্য মনস্ক ভাবে শয্যা পরিত্যাগ করিল এবং ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া একটী রুদ্ধ গবাক্ষ উন্মোচন করিল। সম্মুখের মনোহর উপবন অমনি তাহার নয়নপথে পতিত হইল। অরুণ দেখিল তখন পূর্ণিমার চাঁদ আকাশে হাসিতেছে। সে হাসিতে পৃথিবী হাস্যময়ী, তাঁহার সম্মুখস্থ উদ্যান হাস্যময়, চতুর্দ্দিকের সৌধরাজি হাস্যময়। উদ্যানে বেল, কামিনী, চাঁপা প্রস্ফুটিত ও তাহাদের মনোহর সুগন্ধে, চতুর্দ্দিক আমোদিত। সে সুগন্ধরাশি উন্মুক্ত জানালা পথে গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সে গৃহখানি সৌরভে পুরিয়া ফেলিল। অরুণ তখন কল্পনাময়ী স্বপ্ন রাজ্যে সেই সুবর্ণ প্রতিমার মুখচ্ছবি বিভোরচিত্তে ভাবিতে লাগিল আর তন্ময়ভাবে কল্পনাররাজ্যকেই বাস্তব-জগৎ মনে করিয়া মিলনের সুখস্পর্শে মনে মনে অনির্ব্বচনীয় সুখ অনুভব করিতে লাগিল। এমন

সময়ে কাহার একখানি কোমল হস্ত ধীরে ধীরে তাহার পৃষ্ঠ-দেশ স্পর্শ করিল। অরুণ চমকিত হইয়া ফিরিয়া চাহিল। চাহিয়া দেখিল স্পর্শকারিণী আর কেহ নহে, তাহারই কল্পনারাজ্যের সেই "সুবর্ণ-কুসুম।" অরুণ চাহিবা মাত্র, বালিকা বীনা-নিন্দিত কণ্ঠে ডাকিল "অরুণ।" অরুণও বিহ্বলপ্রাণে ডাকিল "কুসুম।"

কুসুম। তুমি এত রাত্রিও ঘুমোও নি? একা জেগে আছ? আমায় ডাকনি কেন?

অরুণ। আমি বেশীক্ষণ জাগি নাই। জেগে দেখি তোমরা সবাই ঘুমাচ্ছ ঃ—মা ঘুমুচ্ছেন, তুমি ঘুমাচ্ছ, খোঁকা, খুঁকীরা সবাই ঘুমাচ্ছে। এত রাত্রিতে ঘুম ভাঙ্গিয়ে জাগান ভাল বোধ করি নাই, তাই তোমায় ডাকি নাই, কুসুম!

কুসুম। আমি হ'লে কিন্তু তোমায় ডাকতেম। আমি এত রাত্রিতে একা জেগে থাকতে পারি না। আমি জাগ্‌লে, তোমায় জাগাতেম, মাকে জাগাতেম, খোঁকা খুঁকীদের ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিতেম।

অরুণ। তুমি একা জাগবে ব'লে সকলকার ঘুমই ভেঙ্গে দিতে?

কুসুম। হাঁ, তা' দিতুম বই কি!

অরুণ। তুমি তো ভারি দুষ্টু!

কুসুম। তা' হলুমই বা। তা' ব'লে তো আর—তোমার মত বোকা নই, যে এই রাত্রিকালে একলাটী জেগে ম'রব!

অরুণ চুপ করিল। সে মনে মনে বড় সুখী হইল। কেন না কুসুমের নিকট হইতে এরূপ তিরস্কার লাভ—তাহার পক্ষে নন্দনের পারিজাত-পুষ্প-হার সদৃশ!

কুসুম। সে যা'ক—এখন বল দেখি, এত নিবিষ্টচিত্তে—তন্ময় হ'য়ে—তুমি কি ভাবছিলে?

অরুণ। কই? কখন? কি ভা'বছিলেম কুসুম!

কুসুম। তা' আমি কি ক'রে ব'লব—তুমি কি—ভাবছিলে? তবে ভাবছিলে—এই মাত্র ব'লতে পারি। কেননা, আমি যখন জেগে সাড়া দিলুম, তুমি—তখন কিছু জানতেই পাল্লে না। তার পর বিছানা থেকে উঠে তোমায় যখন ধ'রলেম, তখন তুমি চ'মকে উঠলে। বল দেখি, তখন তুমি কি ভাবছিলে?

অরুণ। না—তা'—এমন বেশী কিছু নয়।

কুসুম। বটে, আমার সঙ্গে প্রতারণা! তুমি সত্যি কথা কইছ না।

অরুণ। কি ভাববো, কুসুম!

কুসুম। তুমি ব'লতে পার্চ্ছনা কি ভাবছিলে? আমি কিন্তু ব'লতে পারি তুমি কাকে ভাবছিলে।

অরুণ। কা'কে ভা'ববো কুসুম!

কুসুম। ব'লবো কাকে ভাবছিলে?—এই তুমি—তন্ময় হ'য়ে আমায় ভাবছিলে!

অরুণ। (সহাস্যে) মিথ্যা কথা।

কুসুম। ফের আমার সঙ্গে দুষ্টামি! মিথ্যা কথা আমার না তোমার? তুমি সত্যি ক'রে বল দেখি, আমায় ভাবছিলে কি না?

অরুণ। ধীরে কুসুম! মা জেগে সব শুনবেন।

কুসুম। তা' শুনলেনই বা। আমি কি মিথ্যা কথা কইছি? আমি এ সব কথা মাকে শুনিয়েই ব'লতে পারি।

কুসুম বড় প্রগল্‌ভা!

তখন অরুণ চুপ করিয়া স্থির নেত্রে কুসুমের মুখ পানে চাহিয়া রহিল।

কিয়ৎক্ষণ এই ভাবেই কাটিয়া গেল। অতঃপর কুসুম পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল "অমন ক'রে কি দে'খছ?"

অরুণ এবার সত্য কথা বলিল। সে বলিল "তোমায় দেখছি।"

কুসুম। আমায় তো রোজই দেখ, সর্ব্বদাই দেখ। তবে আর নূতন ক'রে কি দেখছ?

অরুণ। সত্যি কুসুম, তোমায় রোজই দেখি, সর্ব্বদাই দেখি; কিন্তু বিধাতা সাক্ষী, তোমায় দেখে আমার আশা মেটে না, তৃপ্তি হয় না। যখনই দেখি, যতই দেখি, ততই মনে হয়—এই তোমায় বুঝি সবে নূতন দেখছি—বুঝি জন্ম জন্মান্তর দেখলেও, দেখবার সে আশা, সে সাধ আমার আর মেটে না। কিন্তু দেখবার সঙ্গে সঙ্গে আরও মনে হয়—

কুসুম। বল, বল অরুণ—চুপ ক'রে রইলে যে? বল—আরও—কি মনে হয়?

কুসুম অত্যন্ত ব্যগ্রতার সহিত এই কয়েকটী কথা বলিয়া অরুণের মুখ পানে চাহিয়া রহিল।

অরুণ। তবে শোন কুসুম—যখন বিধাতা আজ দয়া ক'রে বলবার অবকাশ দিয়েছেন, তখন সে কথা তোমায় বলি। যখনই আমি তোমার ঐ প্রাণ বিমোহিনী ছবি দর্শন করি, তখনই মনে হয় এ রত্ন হার আমার ন্যায় দরিদ্রের ললাটে কিরূপে শোভা পাবে? এ নন্দন পারিজাত রাজ উদ্যানেরই উপযুক্ত, দরিদ্রের পর্ণ কুটীরে নয়। তাই নিরাশায় আমার প্রাণ ফেটে যায়।

তখন অতি ধীরে, অতি অচঞ্চল ভাবে, কুসুমের মুখ হইতে নির্গত হইল "অরুণ তুমি ভেবোনা—আমি তোমারই।"

সে কথা শুনিয়া অরুণ স্তম্ভিত। বুঝি তাহার সম্মুখে তখন

এককালে সহস্র বজ্রাঘাত হইলেও সে তদপেক্ষা অধিক চমকিত হইত না।

এই সময়ে কুসুমের মাতা বিনিদ্র হইয়া উপাধান হইতে শিরোত্তলন পূর্ব্বক বলিলেন "কি অরুণ, তোমরা জেগে র'য়েছ, এখনও ঘুমোও নি?"

অরুণ। না, মা, আমরা অনেকক্ষণ জেগেছি, আর ঘুমাই নি।

কুসুমের মাতাকে অরুণ "মা" বলিয়া ডাকিত।

তখন প্রভাত সমীরণ পুষ্প রাজির সুগন্ধ বহন করিয়া দিকে দিকে ছুটিতেছিল। বৃক্ষে বৃক্ষে বিহঙ্গমগণ মধুর রবে উষাদেবীর উদ্বোধন সঙ্গীত গান করিতেছিল; লতাবিতানে শিশির-সিক্ত পত্রিকা-মণ্ডলী নবস্নাত বধুর ন্যায় বিন্দু বিন্দু শিশির দাম পরিহরণপূর্ব্বক বিভূ উদ্দেশ্যে প্রেমাশ্রুপাত করিতেছিল।

রাত্রি প্রভাত হইয়াছে দেখিয়া, অরুণ ধীরে ধীরে সে গৃহ হইতে নিস্ক্রান্ত হইয়া বহির্ব্বাটী অভিমুখে অগ্রসর হইল।

অরুণের আজ কি সুখের প্রভাত!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

"অন্তঃপুরে।"

মালতী নগর হুগলি জেলার এক খানি বৃহৎ সমৃদ্ধিশালী পল্লীগ্রাম। সে গ্রামে বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ভদ্র পরিবারের বাস। পূতঃ সলিলা জাহ্নবী, গ্রামখানির দক্ষিণ প্রান্ত বিধৌত করিয়া তর্ তর্ বেগে সাগরাভিমুখে ছুটিয়া চলিয়াছে। মনোহর হর্ম্মাবলী, সুরম্য উদ্যানরাজী ও সুদৃশ্য বিটপী শ্রেণী গ্রামের সর্ব্বত্র বিরাজিত থাকিয়া গ্রামখানির অপূর্ব্ব শোভা বিধান করিতেছে। এই গ্রামের পুরোভাগে, জাহ্নবী তীরে, সৌধ মালা পরিবৃত ও চতুর্দ্দিকে উদ্যান বেষ্টিত একখানি বৃহৎ, মনোহর বাটী। বাটীখানির বহিস্থঃ সোপানাবলী গঙ্গা গর্ভ হইতে স্তরে স্তরে উত্থিত হইয়া তীর ভূমীর কিয়দংশ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে। সোপানাবলী অতিক্রম করিয়া একটী প্রশস্ত চত্বর এবং চত্বরের শেষে এক খানি মনোরম বিশ্রাম মন্দির। বিশ্রাম মন্দির অতিক্রম করিয়া

বহির্ব্বাটীর প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণ। সে প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিক দ্বিতল সৌধমালা দ্বারা আবৃত। বহির্ব্বাটী অতিক্রম করিয়া ঠাকুর বাটী। ঠাকুর বাটীর পশ্চাতে অন্দর বাটী। এই অন্দর বাটীর চকটী সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং তাহার চারিদিক মনোহর ত্রিতল ·গৃহাবলী দ্বারা সমাচ্ছন্ন। অন্দর বাটীর পশ্চাতে একটী প্রকাণ্ড উদ্যান। এই উদ্যান সাধারণতঃ অন্তঃপুর-উদ্যান বলিয়া কথিত হয়।

মালতী-নগরের জমীদার রণেন্দ্রনাথ দত্ত এই বাটীর গৃহস্বামী। রণেন্দ্রনাথ খুব ধনী। তাঁহার জমীদারীতে বাৎসরিক তিন লক্ষ টাকা আয়। তদ্ব্যতীত ব্যবসা বাণিজ্য প্রভৃতিতেও প্রভূত অর্থ প্রতিবৎসর তাঁহার কোষাগার পূর্ণ-করে। রণেন্দ্র স্বয়ং শিক্ষিত, সচ্চরিত্র ও উদার। তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গুণ, তাঁহার অকপট দানশীলতা। এই দানশীলতার জন্য দেশের লোক তাঁহাকে সতত, সহস্র ধন্যবাদ প্রদান করে। এবং সরকার বাহাদুর যদিও তাঁহাকে কোনরূপ উপাধি ভূষণে ভূষিত করেন নাই, তথাপি দেশের লোক তাঁহাকে রাজা বলিয়াই অভিহিত করে এবং তাঁহার বাটী সাধারণতঃ রাজবাটী বলিয়া কথিত হয়। সুতরাং আমরাও সময়ে সময়ে রণেন্দ্রকে "রাজা" ও তাঁহার বাটীকে রাজবাটী বলিয়া অভিহিত করিব।

বেলা স্বার্দ্ধ দ্বিপ্রহর। রণেন্দ্র নাথ তাঁহার অন্তঃপুরস্থ শয়নকক্ষে পালঙ্ক শয্যায় অর্দ্ধ শায়িত হইয়া বিশ্রাম সুখ উপভোগ করিতেছেন। সম্মুখে ভার্য্যা জ্যোতির্ম্ময়ী উপবিষ্টা। রণেন্দ্রনাথ কিয়ৎকাল নিমীলিত নেত্রে কি চিন্তা করিয়া পরে জ্যোতির্ম্ময়ীর প্রতি দৃষ্টিপাত-পূর্ব্বক বলিলেন "জ্যোতি, তুমি কুসুমের বিয়ের কথা কি বলছিলে ?"

জ্যোতির্ম্ময়ী। ব'লছিলুম মেয়ে বড় হ'য়ে উঠলো ; এখন একটী বরের চেষ্টা দেখ্‌তে হয়।

রণেন্দ্র। তা' হবে বৈ কি! কিন্তু এত ব্যস্ত হবার প্রয়োজন কি? আমাদের তো ঐ একটী মেয়ে বই আর কেউ নেই। যা'ক না আরও কিছু দিন, তা'র পর দেখা যাবে। কুসুমের বিয়ের সম্বন্ধ তো কতই আসছে, কেবল আমারই ইচ্ছা নয় যে এখন বিয়ে দিই। কি বল, তোমার কি মত?

জ্যোতির্ম্ময়ী। তোমার যা' মত আমারও তাই। তবে একটা কথা তোমায় ব'লে রাখি—কুসুমকে কিন্তু আমি পরের ঘরে পাঠাতে পা'রব না। আমার সাত নেই, পাঁচ নেই, একই কুসুম, তাকে আমি চক্ষের অন্তরাল ক'র্ত্তে পারবো না। তাকে ছেড়ে কিছুতেই ঘরে থাকৃতে পারবো না।

রণেন্দ্র সহাস্যে বলিলেন "তবে আর মেয়ের বিয়ে দিয়ে প্রয়োজন কি? চিরকালই আই বুড়ো ক'রে রাখ।"

জ্যোতির্ম্ময়ী। তা' কেন, দেখে শুনে একটা ভাল ছেলে ঘর জামাই রাখ না?

রণেন্দ্র। যে সব বড় বড় ঘর থেকে কুসুমের সম্বন্ধ আসৃছে—তা' সে সব ঘরের ছেলে ঘরজামাই থাকবে কেন?

জ্যোতির্ম্ময়ী। তা' নাই বা রইলো। আমার তো আর বড় ঘরের ছেলে আনবার কোন প্রয়োজন নাই। বিধাতা আমাদের যা' ঐশ্বর্য্য দিয়েছেন তাই ভোগ করবারই লোক নেই। ভগবানের অনুগ্রহে কুসুমই যেন এ ঐশ্বর্য্য ভোগ করে।

জ্যোতির্ম্ময়ীর বাক্য শ্রবণ করিয়া রণেন্দ্রনাথ কিয়ৎকাল কি চিন্তা করিয়া পরে বলিলেন "তা' দেখা যাবে। আপাততঃ তো কুসুমের বিয়ের বিশেষ কিছু তাড়াতাড়ি দেখছি না। পরে বিবেচনা ক'রে যা' ভাল হয়, করা যাবে। ভাল—কুসুম এখন পড়াশুনা করছে তো?"

জ্যোতির্ম্ময়ী। হাঁ, অরুণের কাছে প'ড়ছে। অরুণ তাকে বেশ শিখিয়েছে। সে এখন ছোট ছোট কবিতা বেশ সুন্দর লিখতে পারে। তবে আপাততঃ অরুণের সময় খুব কম। কেন না তার পরীক্ষা প্রায় নিকট হ'য়ে এলো। হ্যাঁ, দেখ, এণ্ট্রান্স পাশ দিলে অরুণকে কোথায় রাখবে ?

রণেন্দ্র। কেন ক'লকাতায় পড়'বে। দিব্বি ছেলেটী। যেমন মেধাবী, তেমনি সচ্চরিত্র ও বিনয়ী। আমার মনে হয়, অরুণ যেন জন্মান্তরে আমার কেউ ছিল। নইলে তা'কে দেখে অবধি তার প্রতি আমার এত মায়া হয় কেন ?

জ্যোতির্ম্ময়ী। ঠিক ব'লেছ। পরের ছেলে যে এমন আপনার হয় তা' আর কখন দেখিনি। এই দেখলুম। এই ছয় বৎসর অরুণ আমার কাছে আছে, তা' এক দিন ও আমার মনে হয় নি যে, সে ভিন্ন পেটের,—আমার পেটের ছেলে নয়। যে দিন তুমি অরুণকে আমার হাতে এনে দিলে, তখন অরুণ তো সবে বালক—মাত্র বার বৎসর বয়স,—তখন আমার কুসুম ছয় বৎসরের, সেই দিন থেকে সে যে আমায় "মা" বলে ডেকেছে—সে ডাক কত মধুর। দেখ, আমারও মনে হয় ও বুঝি জন্মান্তরে সত্যিই আমার পেটের ছেলে ছিল।

রণেন্দ্র। তোমার ভাইটী কিন্তু অরুণকে বড় হিংসার চক্ষে দেখেন। আমরা যে অরুণকে এতটা স্নেহ করি, নিজ সন্তানের ন্যায় লালন পালন করি, এটী তিনি সহ্য ক'র্ত্তে পারেন না। তাঁর অভিপ্রায় অরুণ যেমন গরীবের ছেলে, তেমনি গরীবেরই মতন থাকবে। তার পক্ষে এমন রাজ ভোগ, রাজ সম্মান, এত স্নেহ মমতা লাভ, যেন বড়ই অন্যায়। দেখ মানুষের কি আশ্চর্য্য স্বভাব! যে নিজে পরের অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী, সে আর একজন অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষীর হিংসা করে কেন ?

জ্যোতির্ম্ময়ী। সত্যি, দাদা অরুণকে বড় ভাল চক্ষে দেখেন না। যে রাত্রিতে তুমি অন্দরে না থাক, সে রাত্রিতে দাদার ছোট ছেলে, মেয়ে, কুসুম ও অরুণকে নিয়ে আমি এক গৃহে, এক শয্যায়, শয়ন করি। এটী দাদা বড় ভাল মনে করেন না। অরুণ কুসুম যে এতটা মেশামিশি হ'য়ে থাকে, সেটা তিনি বড়ই অন্যায় মনে করেন। তিনি বলেন "এখন তো ওরা ছোট নয়। এখন আর এত মেশামিশি ভাল দেখায় না।" দাদা বুঝতে পারেন না যে অরুণের প্রকৃতি কত মহৎ। আহা, ছেলেটী দেখতেও যেমন অতি সুন্দর, স্বভাবটীও তেমনি দেবতারই মত।

রণেন্দ্র। বাস্তবিকই ছেলেটা অতি নিরীহ ভাল মানুষ। সে আমায় কখনও কিছু বলে নাই, কিন্তু আমি শুন্‌তে পাই, রমেন বাবু নাকি সময়ে সময়ে তাকে অত্যন্ত রূঢ় কথা ব'লে থাকেন। তার অপরাধ সে স্কুলের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছাত্র। আর রমেন বাবুর গুণধর বড় পুত্রটী লেখা পড়ায় একেবারে দিগ্‌গজ। অথচ উহারা উভয়েই, সমবয়সী। অরুণ এবার এণ্ট্রান্স পাস দেবে, সম্ভবতঃ জল পানি ও পেতে পারে, আর তোমার ভ্রাতষ্পুত্রটী এখনও ষষ্ঠ শ্রেণীই অতিক্রম ক'র্ত্তে পার্ল্লে না। তারপর আরও শুনতে পাই, সেটী নাকি লুকিয়ে লুকিয়ে একটু একটু নেশা ক'র্ত্তেও শিখেছে। তোমার ভাইয়ের বিশ্বাস অরুণ এ বাড়ীতে না থাকলে, তাঁর হরেণ নিশ্চয়ই ভাল লেখা পড়া শিখতো। অরুণ গরীবের ছেলে হ'য়ে উচ্চ শ্রেণীতে পড়ে, তাই হরেণ লজ্জায় স্কুলে যেতে পারে না! সুতরাং অরুণের এত বড় অপরাধ ও কি কখনও মার্জ্জনীয়? তাই রমেন বাবু তার এ অপরাধ কিছুতেই ক্ষমা কর্ত্তে পারেন না! কি বল?

জ্যোতির্ম্ময়ী। তা' আমি আর কি ব'লব? তুমি যা' ভাল বোঝ

তাই কর। এ সম্বন্ধে দাদাকে ডেকে কিছু বল, তিনি সাবধান হবেন।

রণেন্দ্র। (সহাস্যে) থা'ক, ডেকে বলবার আর প্রয়োজন নাই। আমি কা'কেও কিছু ব'লতে চাই না, বা কারও মনে কোনরূপ কষ্ট দিতে ইচ্ছুক নই। তবে সঙ্গে সঙ্গে এতটুকুও জান্‌তে চাই যে কেউ যেন কারও উপর অযথা কোন অত্যাচার না করে। রমেনবাবুকে এ সম্বন্ধে তুমিই একটু সাবধান ক'রে দিও। আর জ্যোতি, তুমি যে ভাইয়ের পক্ষ অবলম্বন না ক'রে, ন্যায়ের পক্ষ অবলম্বন ক'রেছ এটা বড়ই সুখের বিষয়।

জ্যোতির্ম্ময়ী। এ শিক্ষা তো' তোমারই। আমি যখন দশ বৎসরের বালিকা, তখন হ'তে আজ পর্য্যন্ত, এ শিক্ষা তো তুমিই আমায় দিয়ে আ'সছ।

রণেন্দ্র। হাঁ, তা' দিচ্ছি বটে। কিন্তু জ্যোতি, সংসারে শিক্ষা দিবার লোক অনেকই আছে, কিন্তু সে শিক্ষা গ্রহণ করবার লোক খুবই কম। তা' আমার প্রদত্ত শিক্ষা যে তোমার প্রতি ফলবতী হ'য়েছে, এইটীই আমার অতি আনন্দের বিষয়।

তখন জ্যোতির্ম্ময়ী সহাস্যে বলিলেন "দেবতার দান কি কখনও ব্যর্থ হয়। তা' এসব কথা এখন থা'ক্। দেখ—আমি একটা কথা ব'লতে চাই—তুমি একটু ভেবে দেখ দেখি কথাটা কেমন হয়।

রণেন্দ্র। কি, বল?

জ্যোতির্ম্ময়ী। কুসুমের বিয়ে অরুণের সঙ্গে দাও না কেন?

রণেন্দ্র। কেন, একটা গরীবের ছেলের হাতে মেয়েটাকে ধ'রে দেবার এত সাধ কেন?

জ্যোতির্ম্ময়ী। গরীব হ'লেও সে দেবতা। ধনী-পশু অপেক্ষা নির্ধনী-দেবতা সহস্রাংশে শ্রেয়স্কর।

রণেন্দ্র। দেখ—কথাটা যে আমিও একটু না ভেবেছি তা' নয় আর সেই জন্যই কুসুমের বিয়ে আপাততঃ স্থগিত রেখেছি। আমার উদ্দেশ্য, অরুণ এলেটা পাস দিলে, তবে বিয়ে দেব। কেননা তা'র আগে বি'য়ে হ'লে, ঐশ্বর্য্যের মোহে, অরুণ যদি লেখা পড়া ছেড়ে দেয়, তবে বড়ই আক্ষেপের বিষয় হবে। কারণ আমার একান্ত অভিপ্রায় যা'র সঙ্গে কুসুমের বে' দেব, সে ছেলেটী শিক্ষিত ও সচ্চরিত্র হবে। যা হোক ভবিষ্যতে যা'হয় হবে, কিন্তু এক্ষণে এ বিয়ের কথা আর কা'রও নিকট প্রকাশ ক'র না। কেননা ভবিষ্যতের গর্ভে কি লুক্কায়িত আছে, তা' কে ব'লতে পারে? অরুণ, কুসুম যদি এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে কিছু জানতে পারে, তবে খুব সম্ভব, তা'রা উভয়ে উভয়ের প্রতি মনে মনে আকৃষ্ট হ'তে পারে। কিন্তু, ভগবান না করুন, যদি অকস্মাৎ কোন দুর্ঘটনা হয় এবং এ বিয়ে না হয়, তবে ওদের মনোকষ্টের সীমা থাকবে না। অনেক সময়েই দেখা যায় সংসারে এরূপ ঘটনা বড় বিরল নয়।

জ্যোতির্ম্ময়ী। (সহাস্যে) দেখ, মানুষ যতই সাবধান হ'ক না কেন, ঘটনা চক্র কিন্তু মানুষের সকল সাবধানতা অতিক্রম ক'রে, ঠিক যেমনটী হবার তাই হয়। তুমি কঠোর কর্ম্ম জীবন নিয়ে বাহিরের কার্য্যেই ব্যস্ত থাক, সুতরাং অন্তঃপুরের সংবাদ সব সময়ে রাখ্‌তে পার না। আমি কিন্তু বেশ বুঝেছি অরুণ ও কুসুম পরস্পর পরস্পরকে অত্যন্ত ভাল বাসে, এবং সেই জন্যই আমি এ বিয়ের প্রস্তাব কর্চ্ছি।

জ্যোতির্ম্ময়ীর বাক্য শ্রবণান্তে রণেন্দ্র নাথ গম্ভীর হইয়া কিয়ৎকাল কি চিন্তা করিলেন। অতঃপর কি বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল বহির্ব্বাটীতে একটী ভদ্রলোক তাঁহার সাক্ষাৎ প্রয়াসী; কি বিশেষ প্রয়োজন আছে। রণেন্দ্র ভৃত্যের কথা শুনিয়া

অমনি গাত্রোত্থান করিলেন। যাহা বলিতে যাইতেছিলেন তাহা আর বলা হইল না।

এই সময়ে পার্শ্বের গৃহ হইতে কুসুম বাহির হইয়া তাহার পাঠ গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

"রমেন্দ্র-নাথ।"

জ্যোতির্ম্ময়ীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রমেন্দ্রনাথ অত্যন্ত কুটীল ও কোপন স্বভাবের লোক। বহু দিন হইল ভগ্নী-পতির সংসারে আশ্রয় লইয়াছেন এবং উপযুক্ত বেতনে রণেন্দ্রনাথের জমীদারীর কার্য্য করিতেছেন। জমীদারী সংক্রান্ত কার্য্যাদিতে তাঁহার বেশ অভিজ্ঞতাও আছে। কিন্তু অত্যন্ত প্রজা-পীড়ক বলিয়া রণেন্দ্র তাঁহার হস্তে কার্য্যভার অতি অল্প পরিমাণেই ন্যস্ত রাখিয়াছেন। উচ্চ প্রকৃতির হইলে রমেন্দ্রই যে রণেন্দ্রর সংসারে সর্ব্বেসর্ব্বা হইতে পারিতেন তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার কুটীলও পর-পীড়ক প্রকৃতির জন্য তাঁহার উন্নতির পথ বহুল পরিমাণে অবরুদ্ধ রহিয়াছে।

রমেন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র হরেন্দ্র নাথ পিতার অসদগুণ গুলি সকলই পূর্ণ মাত্রায় লাভ করিয়াছে। অধিকন্তু এই অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালেই সিদ্ধি ও সুরা সেবন আরম্ভ করিয়াছে। এ সংবাদ রমেন্দ্রর কর্ণে যে

প্রবেশ না করিয়াছে তাহা নহে। কিন্তু তিনি এ কথা বিশ্বাস করেন নাই। তাঁহার ধারণা হরেন্দ্র লেখা পড়ায় তেমন ভাল না হইলেও স্বভাব চরিত্রে সে দেবতা। তবুও যে সকলে কেন অরুণকেই শ্রেষ্ঠ বলে তাহা তিনি বুঝিয়াই উঠিতে পারেন না। অরুণ একটী পিতৃহীন দরিদ্র বালক, কেবল শিক্ষার জন্য সে রাজসংসারে তাহাকে আশ্রয় দেওয়া হইয়াছে, নতুবা সে সংসারের সহিত তাহার অন্য কোনরূপ সংশ্রব নাই, অথচ রণেন্দ্রর গৃহে তাহারই প্রাধান্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক; সকলে তাহাকেই স্নেহ, আদর, যত্ন ও সম্মান করে। আর হরেন্দ্র— রাজার পরম আত্মীয় শ্যালক পুত্র, তাহাকে কেহই গ্রাহ্য করে না, সম্মান করেনা, স্নেহ করেনা, বরং ঘৃণা করে, অবহেলা করে, হতাদর করে। রমেন্দ্র এজন্য সর্ব্বদাই দুঃখিত এবং অরুণের প্রতি একান্ত বিরক্ত। বিশেষতঃ অরুণ যে কেন উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিল সে জন্য তিনি তাহার প্রতি সর্ব্বদাই হিংসান্বিত ও ক্রুদ্ধ।

একদিন কুসুমের পাঠ গৃহে অরুণ ও কুসুম উভয়ে উপবিষ্ট। গৃহ খানি অন্তঃপুরের দ্বিতলে অবস্থিত; সাদা সিধে রকমে সজ্জিত, এবং বেশ পরিস্কৃত ও পরিছন্ন। কয়েকখানি ছবি দেওয়ালে বিলম্বিত আছে, সে গুলি সকলই সুরুচির পরিচায়ক। গৃহের মধ্যস্থলে এক খানি মেহগণি কাষ্ঠের টেবিল ও তাহার দুই পার্শ্বে দুই খানি চেয়ার। অরুণ ও কুসুম উভয়ে তাহাদের এক একখানিতে উপবিষ্ট। তাঁহাদের উভয়ের হস্তে এক এক খানি উন্মুক্ত পুস্তক; কিন্তু কেহই তাহা পাঠ করিতেছেন না। উভয়েই অন্যমনস্কভাবে কি চিন্তা করিতেছেন। এইরূপে অনেকক্ষণ অতীত হইলে, কুসুম সে গৃহের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া অরুণকে সম্বোধন পূর্ব্বক ধীরে ধীরে বলিল "অরুণ, তোমার পরীক্ষা তো অতি নিকট। এণ্ট্রান্স পাস দিলেই তুমি কল'কাতায়

চ'লে যাবে। তখন এ গৃহের কথা—আমাদের কথা—তোমার মনে থাকবে তো ?" এ প্রশ্নের উত্তরে অরুণ কোন কথা কহিলেন না। কেবল তৃষিত চাতকের ন্যায় কুসুমের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। সে চাহনির মর্ম্ম কি ? সে চাহনি যেন কুসুমের প্রাণ স্পর্শ করিয়া, জীবন্ত মনুষ্য বাক্যবৎ বলিয়া দিল "কুমারি! এ তোমার কিরূপ রহস্য! আমি দরিদ্র—ভিখারী, আর তুমি রাজকন্যা, বিশেষতঃ এ জগতে তুমিই একমাত্র আমার আরাধ্যা! সুতরাং আমি কেমন ক'রে তোমায় ভুলে যাব! আমার হৃদয়াধিষ্ঠাত্রী দেবি! আমার দেহ, অস্থি, পঞ্জর,—মন, প্রাণ, সকলই যে তোমাময়। তবে আমি তোমায় কি ক'রে ভুলবো ? বরং নিরন্তর আমার ভয় হয়, পাছে—তুমি আমায় বিস্মৃতা হও। তা' হ'লে যে এ জীবনে জীবন্তেই আমার সমাধি হবে।" অরুণ এইরূপে নির্ব্বাক হইয়া ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহাকে তথাবিধ নির্ব্বাক দেখিয়া কুসুম মৃদু মৃদু হাসিল। তখন অরুণ জিজ্ঞাসা করিলেন "কুসুম! হা'সছ যে ?"

কুসুম। তোমার রকম দেখে। তুমি কথা ক'চ্ছ না যে ? কি ভাবছ ?

অরুণ। ভাবছিলেম—

কুসুম। হাঁ—ভাবছিলে যে, তা' জানি। কিন্তু কি ভাবছিলে তা' তো ব'লতে পার্চ্ছ না। যা' হ'ক আমি বলি তুমি কি ভাবছিলে ? তুমি ভাবছিলে—"আমি রাজকন্যা—আর তুমি ভিখারী ; তাই পাছে আমি তোমায় ভুলে যাই। কেমন এই ভাবছিলে না ?"

অরুণ। হাঁ কুসুম তাই ভাবছিলেম। কিন্তু তুমি কেমন করে আমার মনের সমস্ত কথা জানতে পার ?

কুসুম হাসিয়া, তাহার কুন্দ গ্রীবা সঞ্চালন করিয়া বলিল "বুঝ্‌লে,

আমি গণৎকার কিনা, তাই, গুণে তোমার মনের সকল কথা বলে দি।”

অরুণ। না কুসুম, ঠাট্টা নয়। তুমি বল, কি ক’রে তুমি আমার মনের সকল কথা জানতে পার?

কুসুম। কি ক’রে জানতে পারি তাই জিজ্ঞাসা কর্চ্ছ? তোমরা পুরুষ মানুষ কি না, তাই বুঝতে পার না রমণী কেমন ক’রে পুরুষের মনের ভাব সমস্ত জানতে পারে! যদি রমণী হ’তে তবে বুঝতে পার্ত্তে। দেখ—তোমরা মনে কর তোমাদের পুরুষের প্রেম একেবারে অতলস্পর্শী। কিন্তু তা’ নয় অরুণ, সেটী তোমাদের মহাভ্রম। প্রকৃত পক্ষে রমণীর প্রেমই অতলস্পর্শী। সে অনন্ত-গভীরতা পুরুষের প্রেম কখনই স্পর্শ ক’র্ত্তে পারে না। তোমরা বাহ্য জগৎ নিয়ে ব্যস্ত; রমণী হৃদয় জগৎ নিয়ে উন্মত্ত, সে তা’ই নিয়েই বিভোর,—তা’ই নিয়েই তন্ময়, তা’ই নিয়েই আত্মহারা। অরুণ এই নিমিত্তই আমি তোমার হৃদয়ের সকল কথা একটী একটী ক’রে দর্পণ-ফলিত আলেখ্য সদৃশ পাঠ ক’রে বলে দিতে পারি।

কুসুম এইরূপ বলিতেছিল,—অরুণ তন্ময় হইয়া তাহার সেই অমৃতময় বাক্য শ্রবণ করিতেছিলেন। এমন সময়ে তাঁহাদের সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিয়া হরেন্দ্রনাথ সে গৃহে প্রবেশ করিল। এবং প্রবেশ করিয়া অতি উচ্চ বিদ্রূপ কণ্ঠে বলিল—“বাঃ! বাঃ! বাহবা! দিব্বি লেকচার হ’চ্ছে তো? কি হে অরুণ! এখন পড়াশুনা ছেড়ে, দু’জনে যে চমৎকার প্রেমের গান ধরেছ? বলি—আমরাই না হয় মূর্খ, সুর্খ, অপদার্থ; কিন্তু তোমায় তো সবাই ভাল বলে। তবে এই পরীক্ষার সময় পড়াশুনা ছেড়ে একেবারে প্রেমের অভিনয় আরম্ভ ক’রেছ কেন? দেখতে পাচ্ছি, রস কিঞ্চিৎ ঢুকেছে। বলি ব্যাপারখানা কি হে?

অরুণ ক্রোধে আরক্ত হইয়া কি বলিতে যাইতেছিলেন। কিন্তু তিনি কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই কুসুম তাহার বিম্বোষ্ঠ কম্পিত করিয়া আরক্ত নয়নে, উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল "দেখ হরেন দাদা, তোমার নিজের বিষয় তুমি ভাবগে। নিজে মূর্খ আছ তাই চিন্তা কর গে। অপরের কথায় থাকবার তোমার কোন প্রয়োজন নাই। আর তুমি দাদা হ'য়ে আমার সঙ্গে পরিহাস কর্চ্ছ? সাবধান, ফের যদি অমন অভদ্রোচিত কথা ব'লবে, তবে মনে রেখো, তার উপযুক্ত প্রতিফল তোমায় পেতে হবে। এবার তোমায় ক্ষমা কল্লে'ম। কিন্তু ঠিক জে'ন, পুনরায় যদি এমন হীন রহস্য পূর্ণ কথা তোমার মুখ দিয়ে কখনও বের হয়, তবে আমি বাবাকে ব'লে দিয়ে নিশ্চয়ই তোমার এরূপ নীচ কার্য্যের প্রতিশোধ নেব। আমার পাঠ গৃহে প্রবেশ করবার তোমার কোন প্রয়োজন নাই। আমি বলছি—তুমি এখনই এ গৃহ পরিত্যাগ করে অন্যত্র প্রস্থান কর।"

কুসুমের বাক্য শ্রবণে হরেন্দ্র ঘাড় নাড়িয়া বলিল "বটে,—আচ্ছা। তা' আমি যাচ্ছি। কিন্তু যাবার পূর্ব্বে অরুণকে যে কথাটী ব'লতে এসেছি তা' বলে যাই।" এই বলিয়া অরুণকে সম্বোধন করিয়া সে বলিল "হ্যাঁ, হে, অরুণ! তুমি নাকি সকলকার কাছে ব'লে বেড়াও আমি মদ খাই। আমি মদ খাই এ কথা তোমায় কে বলেছে? তুমি কি কখনও আমায় মদ খেতে দেখেছ? আর যদি না দেখে থাক, তবে কোন সাহসে আমার নামে এমন মিথ্যা কথা বলেছ তার জবাব দাও।"

অরুণ এবার উত্তেজিত হইয়া বলিলেন "কি ব'ল্লে,—জবাব। যদি মানুষের কথা হ'তো, তবে জবাব দিতুম। কিন্তু একটা পশুর কথায় কি আর জবাব দেব? তবে সত্যের অনুরোধে এই বলছি যে,

তোমায় মদ খেতে আমি কখনও দেখিনি; বা এ সব কুৎসিৎ বিষয়ের আলোচনাও কখনও, কারও সঙ্গে করিনি। তবে মাষ্টার ম'শায়দের মুখে শুনেছি যে তুমি মদ খাও এবং তার প্রমাণ তাঁ'রা যথেষ্ট পেয়েছেন।

হরেন্দ্র। কি, আমি পশু,—আর তুমি দেবতা? তারপর তুমি মাষ্টার মশায়দের মুখে শুনেছ যে আমি মদ খাই এবং তার প্রমাণও তাঁরা যথেষ্ট পেয়েছেন! বটে,—তোমার এত বড় স্পর্দ্ধা! আমার প্রতি মিথ্যা দোষারোপ! আমায় এমন অপমান! আচ্ছা, দেখা যাবে। আমি সব বুঝেছি। মাষ্টার ম'শায়দের তুমিই ব'লেছ যে আমি মদ খাই। আর তুমিই তাঁদের প্রমাণ। আচ্ছা, দাঁড়াও! তোমার এ পেজোমির প্রতিফল আমি এখনই দিচ্ছি।

"চুপ কর হরেন দা'।" কুসুম ক্রোধে কম্পিত হইয়া বলিয়া উঠিল "চুপ কর হরেন দা'।" মুখে যা' আসছে তা'ই ব'লে আর মূর্খতার পরিচয় দিও না। তোমার যদি কিছু করবার ক্ষমতা থাকে তবে তাই করগে। তা' না ক'রে, কেবল মিছামিছি উন্মাদের মত কতকগুলি যা' তা' ব'কে নিজের পশু চরিত্রের পরিচয় আর অধিক ক'রে প্রকাশ ক'র না। আর তোমায় আমি ফের বারণ কচ্ছি, তুমি আমার ঘর থেকে বেরিয়ে যাও।"

কুসুমের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া, হরেন্দ্র ক্রোধে অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

কুসুমও ক্ষণকাল পরে বলিল "অরুণ! একটু অপেক্ষা কর; আমি আসছি।" এই বলিয়া সে গৃহ হইতে বহির্গত হইল।

কুসুম বহির্গত হইবার কিঞ্চিৎ পরেই রমেন্দ্র সে গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া কর্কশ ও বিদ্রূপের স্বরে বলিলেন "কি, হে, অরুণ! তুমি নাকি

আজ কাল ভারি মুরুব্বি হ'য়ে দাঁড়িয়েছ? রাজ ভোগ খেয়ে খেয়ে মানুষকে আর মানুষ বলেই গ্রাহ্য কর না। যেখানে সেখানে যার তার নিন্দা ক'রে বেড়াও। বলি এত মুরুব্বি হ'লে কবে থেকে হে?

রমেন্দ্রর মুখে এইরূপ শ্লেষপূর্ণ তীব্র ভৎ সনা শ্রবণ করিয়া অরুণ অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলেন। ক্রোধে, ঘৃণায়, তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। তিনি প্রথমতঃ কোনই প্রত্যুত্তর করিতে পারিলেন না। অবশেষে বহু কষ্টে আত্ম সংবরণ করিয়া ধীর প্রশান্ত ভাবে বলিলেন "কই, আমি তো কোথায়ও কারও নিন্দা করি নাই। তবে আপনি মিছামিছি আমায় ভৎ সনা কর্চ্ছেন কেন?"

রমেন্দ্র। কি নিন্দা কর নাই? তবে মাষ্টারদের কাছে হরেনের নামে মিথ্যা ক'রে মদ খাওয়ার কথা লাগিয়েছে কে? ভিখারীরছেলে রাজ ভোগ খাচ্ছ, কু'ড়ে ঘর ছেড়ে এসে অমন সুন্দর ত্রিতল গৃহে বাস কচ্ছ, সুতরাং ভেবেছ আর তোমায় পায় কে? ধরাকে একেবারে সরাটী দেখছ? কিন্তু জান এই মুহূর্ত্তেই তোমার কি দুর্গতি ক'র্ত্তে পারি? আমি ইচ্ছা কর্লে এখনই তোমায় এ বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিতে পারি!

"এ সংসারে কে কা'কে তাড়ায়, কে কা'কে আশ্রয় দেয় রমেন বাবু!" এই কথা বলিতে বলিতে পশ্চাৎ হইতে রণেন্দ্রনাথ গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার সঙ্গে কুসুম। রণেন্দ্র বলিতে লাগিলেন—"রমেন বাবু! যিনি সকল আশ্রয়ের আশ্রয়, সকল নিরাশ্রয়েব একমাত্র সম্বল, তিনি যখন যাকে যে ভাবে আশ্রয় দেন সে সেই ভাবেই আশ্রয় পায়। নইলে মানুষের কি সাধ্য যে, সে তার অতি দুর্ব্বল ক্ষমতা নিয়ে কা'কেও আশ্রয় দেয় বা বিতাড়িত করে। অরুণকে আপনি তাড়াচ্ছেন, অরুণ পরাশ্রিত হ'য়েছে তাই ব'লছেন,

কিন্তু একবার স্থির চিত্তে নিজের অবস্থাটা ভাবুন দেখি,—যদি ভগবান আপনার পরাশ্রয় না জোটাতেন তবে সপরিবারে আপনার দশাটা কি হতো ? রমেন বাবু! মনে রাখবেন অদৃষ্ট চক্র নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল। আজ যে রাজা, কাল সে পথের ভিখারী ; আবার কা'লকার পথের ভিখারী আজ রাজ পদ লাভ ক'র্ত্তে পারে। সুতরাং কেবল অনর্থক কটু বাক্য প্রয়োগ ক'রে কা'রও মনে কষ্ট দেবেন না। অরুণের অপরাধ কি রমেন বাবু! যে তা'কে এখনি তাড়াচ্ছিলেন ?

রমেন্দ্র। অরুণ মিথ্যা ক'রে মাষ্টারদের ব'লেছে যে হরেন মদ খায়। দেখুন দেখি এমন মিথ্যা কথা ব'লতে শুনলে কার না রাগ হয় ?

রণেন্দ্র। তা' তো হবারই কথা। এমন গুণধর চরিত্রবান ছেলে, তার নামে এমন মিথ্যা কথা! এতেও যদি রাগ না হয় তবে আর হবে কিসে ? কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আপনি কি নিজে অরুণকে ব'ল্‌তে শুনেছেন ?

রমেন্দ্র। না ; হরেন ব'লছিল সে নিজে শুনেছে।

রণেন্দ্র। কোথায় হরেন্দ্র, ডাকুন তাকে।

হরেন্দ্র ইতঃপূর্ব্বেই বেগতিক দেখিয়া নিঃশব্দে প্রস্থান করিয়াছে।

রমেন্দ্র। হরেন তো এখানেই ছিল। বোধ হয় কোন কাজে বাহিরে গিয়েছে।

রণেন্দ্র। দেখুন রমেন বাবু! আপনার গুণধরপুত্রটী যে মদ্যপায়ী তা' আমি বেশ জান্‌তে পেরেছি। এবং তা' জান্তে পেরে সে কথা আমিই মাষ্টারদের ব'লেছি। অরুণ কিছু বলে নি। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই—আপনি পুত্রের এমন দুশ্চরিত্রের কথা শুনে কোথায় তাকে শাসন ক'রবেন—না, তা,' না করে, তা'র পক্ষ হ'য়ে আর একটী

নিরপরাধী বালককে শাসন ক'র্ত্তে এসেছেন। ধন্য আপনি পিতা! আর ধন্য আপনার পুত্র! তা', যা' হ'ক, আপনি আপনার পুত্রকে শাসন করুন,—তা'র চরিত্র সংশোধন ক'র্ত্তে চেষ্টা করুন। নতুবা, স্থির জানবেন, এ গৃহে মদ্যপায়ীর স্থান অসম্ভব।"

রমেন্দ্র আর কোন কথা কহিলেন না। আস্তে আস্তে সে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। যাইবার সময় মনে মনে অরুণের মুণ্ডু পাত করিতে করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন "আচ্ছা দেখে নেব, এ অপমানের প্রতিশোধ নিতে পারি কি না? এ সংসার থেকে যদি ও ছোঁড়ার অন্ন তুলতে না পারি তবে আমার নামই বৃথা।"

হায় মূর্খতা! এ সংসারে কে কার অন্ন সংগ্রহ করে; আর কে কার অন্ন নষ্ট করে! যা'র যা' অদৃষ্ট ফল সে তাই ভোগ করে। মানুষ কেবল উপলক্ষ মাত্র।

রমেন্দ্র চলিয়া গেলে রণেন্দ্র অরুণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "বাবা—অরুণ! পড়া শুনা ভাল হ'চ্ছে তো? পরীক্ষা অতি নিকট, বেশ মনোযোগ দিয়ে পড়াশুনা ক'র।

অরুণ। আজ্ঞা হাঁ, পড়া শুনা ভালই হচ্ছে।

কুসুম। বাবা, অরুণ পাশ দিয়ে যখন ক'লকাতায় প'ড়তে যাবে আমরাও তখন ক'লকাতায় যাব।

রণেন্দ্র। (হাস্য করিয়া) আচ্ছা তা' যেও মা। এখন বেলা হ'য়েছে, তোমরা আহারাদি করগে। আমি আসি।

এই বলিয়া রণেন্দ্র বহির্ব্বাটী অভিমুখে রওনা হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে অরুণ ও কুসুম গৃহ হইতে বহির্গত হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

"প্রাসাদে—নির্জ্জনে—দুজনে।"

সেই দিন রাত্রি প্রহরেক সময়ে রাজবাটীর গঙ্গা-পার্শ্ববর্ত্তী উচ্চ প্রাসাদের ছাদে অরুণ ও কুসুম উভয়ে পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া দণ্ডায়মান। তখন আকাশ বেশ নির্ম্মল। তারকার হার তাহার ব'ক্ষে ঝিকি মিকি দুলিতেছে। সপ্তমীর চাঁদ সমস্ত পৃথিবীতে, রাজ-বাটীর সৌধ শিরে, অরুণ ও কুসুমের দেহে এবং গঙ্গা সলিলে আপনার সুধা বিনিন্দিত কিরণরাশি ঢালিয়া দিয়া আহ্লাদে গগণতলে খল খল হাসিতেছে। জাহ্নবী ব'ক্ষে ক্ষুদ্র, বৃহৎ তরণী গুলি আলোক দামে সজ্জিত হইয়া ইতস্ততঃ গমন করিতেছে। দূরে এক খানি বাষ্পীয় পোত নীল, লোহিত, শ্বেত ও সবুজ বর্ণের দীপমালায় ভূষিত হইয়া নক্ষত্র বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে।

অরুণ ও কুসুম উভয়ে অনেকক্ষণ গঙ্গার সেই মনোহর শোভা

দর্শন করিতে লাগিলেন। অতঃপর কুসুম বলিল "গঙ্গার কি চমৎকার দৃশ্য! দেখলেই যেন প্রাণে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দ হয়।

অরুণ। হাঁ, তা' হয় বটে। কিন্তু সেটী সম্পূর্ণ দর্শকের মানসিক অবস্থা সাপেক্ষ। যার প্রাণে আনন্দ আছে, তার আপনা হ'তেই আনন্দ জেগে ওঠে। নতুবা নিরানন্দের, আর আনন্দ কোথায়?

অরুণের এই কথা কয়টী শ্রবণ করিয়া কুসুম হৃদয়ে বড় ব্যথা পাইল। সে তখন অতি যত্নে, অতি সোহাগে নিজ হস্ত দ্বারা অরুণের দক্ষিণ হস্তখানি ধারণ করিয়া করুণ কোমল কণ্ঠে বলিল—"অরুণ! আজ মামার ব্যবহারে তুমি ব্যথিত হ'য়েছ। তোমার মুখখানা মলিন। মনটী যেন বিষাদে মাখা। বল অরুণ আমার মামার ব্যবহার তোমার এ বিষাদের কারণ কি না?

অরুণ। তুমি তো আমার মনের কথা সকলই জান কুসুম। তুমি যা' ব'লছ তা' সত্য।

কুসুম। কিন্তু তোমার সে জন্য বিষণ্ণ হওয়া তো উচিত নয়। আমাদের সংসারে তোমার স্থান মামা অপেক্ষা অনেক উচ্চে।

অরুণ। তাও কি হয় কুসুম! হাজার হ'লেও তিনি তোমাদের আত্মীয়—আর—আমি কে কুসুম! কেবল তোমরা দয়া ক'রে স্নেহের চ'ক্ষে দেখ বই তো নয়? নইলে আমি কেউ নই।

কুসুম নিরুত্তর। কিয়ৎকাল উভয়েই নীরব। পরে কুসুম অরুণের মুখ পানে চাহিয়া বলিল "অরুণ! আমরা কি কখনও তোমায় অযত্ন করি? বাবা, মা কি কখনও তোমায় পর ব'লে ভাবেন?

অরুণ। না তা' ভাবেন না। তোমরাও কখনও আমায় অযত্ন কর না। কিন্তু তাই করনা ব'লেই তো আমার কষ্ট এত বেশী। যদি তা' ক'র্ত্তে, তবে বুঝতেম আমি আমার উপযুক্ত ব্যবহারই পাচ্ছি।

কুসুম! মাতুলের ব্যবহার তো কেবল উপলক্ষ মাত্র। আমার প্রকৃত কষ্ট তো ঐ স্থানে।

কুসুম। বুঝেছি অরুণ, তুমি দরিদ্র ব'লে তোমার অভিমান হ'য়েছে। নিজের—প্রতি ধিক্কার জন্মেছে। কিন্তু দেখ—তোমার মনে কি এমন দুর্ব্বল চিন্তার স্থান দেওয়া কর্ত্তব্য? তুমি বুদ্ধিমান; তোমার চরিত্র বল আছে, তুমি শিক্ষা লাভ কর্চ্ছ; পৃথিবীতে পুরুষ হ'য়ে জন্ম গ্রহণ ক'রেছ। প্রশস্ত কর্ম্মক্ষেত্র তোমার সন্মুখে বিস্তৃত। তোমার কি কর্ত্তব্য, এমন রমণী সুলভ দুর্ব্বলতাকে হৃদয়ে স্থান দিয়ে বৃথা বিষণ্ণ হওয়া? দেখ "অদৃষ্ট চক্র নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল" এই কথা সতত মনে রেখে কঠোর সাধনা নিয়ে সংসার সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও, দেখবে সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী; ভাগ্য লক্ষ্মী বিজয় মাল্য হস্তে নিয়ে আদরে তোমায় বরণ ক'রবেন। তারপর, যদি ভবিষ্যতে আমার পিতৃ-প্রদত্ত অর্থে তোমার মানসিক শান্তি না হয়, তবে নিজেই স্ব-চেষ্টায় নিজ অদৃষ্ট গতি পরিবর্ত্তন ক'রে নিতে পারবে।

অরুণ। কুসুম তুমি যা' ব'লছ তা' সকলই সত্য; কিন্তু এখন তো আমি তোমাদের সকলের চক্ষেই হেয়।

কুসুম। ছিঃ অরুণ, অমন কথা ব'ল না। তুমি জগতের নিকট হেয় হ'লেও আমার কাছে দেবতা! দেবতা কি কখনও সেবাভিলাষিনী বালিকার চ'ক্ষে হেয় হ'তে পারে? দেখ,—আমি পূর্ব্বে এক রজনীতে আমাদের শয়ন কক্ষে—তোমায় ব'লেছিলাম যে "আমি তোমারই।" আজ আবার ভগবান সাক্ষী ক'রে প্রতিজ্ঞা কর্চ্ছি "এ জীবনে আমাদের দেহের সম্বন্ধ হ'ক বা না হ'ক, কিন্তু আমি তোমারই!" অরুণ! তুমি হয় তো মনে ক'র্ত্তে পার তুমি দরিদ্র বলে আমি তোমায় অবজ্ঞা করি। কিন্তু সে ধারণা তোমার সম্পূর্ণ ভুল। দেখ সংসার ক্ষেত্রে

দারিদ্র্যই ভাবী উন্নতির মূল ; দুঃখই সুখের সোপান। আমি শুনেছি আমার পিতামহ অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন, কিন্তু তাঁর নিজের অসাধারণ চেষ্টা ও প্রতিভা বলে—তিনিই আমাদের বর্ত্তমান সৌভাগ্য অর্জ্জন ক'রে গিয়েছেন ! অতএব তুমিও ভগবানে মতি রেখে—কর্ম্ম-জগতে অগ্রসর হও—তোমার জয়লাভ সুনিশ্চিত। আর বৃথা দুর্ব্বলতাকে হৃদয়ে স্থান দিয়ে বিষণ্ণ হ'য়ো না।

অরুণ। না—কুসুম, আর না। আর আমি বিষণ্ণ হব না। এখন আমার সমস্ত বিষাদ দূর্ হ'য়েছে। তুমি যখন আমায় ঘৃণা করনা, তখন সমস্ত জগৎ আমায় হীন চ'ক্ষে দেখলেও, আমার আর কোন ক্ষোভ নাই। কুসুম! আমার হৃদয়াধিষ্ঠাত্রী দেবি ! এই আমি তোমার নিকট প্রতিজ্ঞা কর্চ্ছি, আজ হ'তে তোমার উপদিষ্ট পথে চ'লে যেমন ক'রে পারি আমার অদৃষ্ট চক্রের গতি নিশ্চয়ই পরিবর্ত্তন ক'রবই ক'রব।

কুসুম। তোমার প্রতিজ্ঞা শুনে সুখী হ'লেম অরুণ ! ভগবান তোমার সহায় হউন। রাত্রি অনেক হ'য়েছে, এখন চল,—আমরা নীচে যাই।

এই বলিয়া অগ্রে কুসুম অগ্রসর হইল। অরুণ তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।
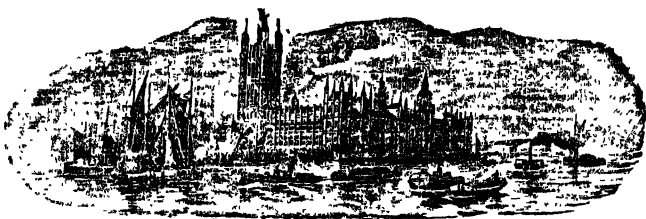
পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

"মৃত্যু-শয্যায়।"

ইহার পর সংসারের বক্ষে কত দাগ রাখিয়া দুটী বৎসর অতীত হইয়াছে কে তাহার সংখ্যা নির্ণয় করে। তবে আমাদের বর্ত্তমান আখ্যায়িকায় বিশেষ উল্লেখ যোগ্য কোন ঘটনা সংঘটিত হয় নাই, সুতরাং এ দুই বৎসরের কথা পাঠক, পাঠিকা বিস্মৃত হউন।

অরুণ এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া ২০৲ টাকা জলপানি পাইয়াছিলেন। এবার এফ, এ, পাশ করিয়া পুনরায় ২০৲ টাকা জলপানি পাইয়াছেন। এক্ষণে কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে বি, এ, পড়িতেছেন। অরুণ হ্যারিসন রোডের উপর একটী দ্বিতল ছাত্রাবাসে অবস্থান করেন। একদিন অপরাহ্ণে কলেজ হইতে বাসায় আসিয়া স্বীয় কক্ষে বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময়ে টেলিগ্রাম পিওন তথায় উপস্থিত হইয়া বলিল "অরুণচন্দ্র মজুমদার কে? তাঁর নামে একটা টেলিগ্রাম আছে।" অরুণ সসব্যস্তে পিওনের হস্ত হইতে টেলিগ্রামটী লইয়া

ব্যগ্রভাবে তাহা পাঠ করিলেন। টেলিগ্রামে লেখা আছে রণেন্দ্রনাথ অত্যন্ত অসুস্থ। চিকিৎসার্থ কলিকাতায় যাইবেন। তাই অরুণকে একটী বাটী ভাড়া করিয়া শীঘ্র তাড়িৎ যোগে সংবাদ দিতে আদেশ করিয়াছেন। অরুণ তৎক্ষণাৎ বাটীর অনুসন্ধানে বাহির হইলেন এবং অনেক অনুসন্ধানের পর, তৎপরদিবস, পটলডাঙ্গায় একটী বৃহৎ ও সুপরিচ্ছন্ন বাটী স্থির করিয়া মালতী নগরে তাড়িৎ-বার্ত্তা প্রেরণ করিলেন। রণেন্দ্রনাথ ইহার পর দিন, স্ত্রী, কন্যা ও অন্যান্য লোকজন সমভিব্যাহারে কলিকাতায় আসিয়া উপনীত হইলেন।

ক্রমে কলিকাতার যত শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক একে একে তাঁহারা সকলেই রণেন্দ্রনাথকে দেখিলেন। তাঁহাদের সমবেত গবেষণায় রোগ নির্ণীত হইল। তাঁহারা বলিলেন রণেন্দ্রর যকৃতে স্ফোটক হইয়া তাহা পাকিয়াছে। তাঁহারা আরও বলিলেন রোগের বর্ত্তমান অবস্থা যেরূপ ভয়ানক, তাহাতে চিকিৎসা একরূপ দুঃসাধ্য। যাহা হউক মঙ্গলময় পরমেশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া ডাক্তারীমতে চিকিৎসা চলিতে লাগিল এবং ডাক্তারেরাও প্রাণ পণ যত্নে চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। এইরূপে ডাক্তারী চিকিৎসাধীনে কিছুদিন অতিবাহিত হইল; কিন্তু রোগের কোনই উপশম হইল না। বরং রোগ শনৈঃ শনৈঃ প্রবল হইতে প্রবলতর হইতে লাগিল এবং রোগী দিন দিনই অধিকতর যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহার জীবনের আশা একরূপ শেষ হইল। মৃত্যুর মলিন ছায়া ক্রমে ক্রমে তাঁহার সুন্দর মুখ খানি যেন একখানি গাঢ় কৃষ্ণাস্তরণে ঢাকিয়া ফেলিল। রণেন্দ্র জীবনে হতাশ হইলেন। তাঁহায় অন্তরাত্মা যেন অলক্ষে তাঁহার কর্ণকুহরে বলিয়া দিল "রণেন্দ্র! ভব-রঙ্গ-মঞ্চে তোমার জীবন-যবনিকা পতনের আর অধিক বিলম্ব নাই।"

অরুণ, কুসুম ও জ্যোতির্ম্ময়ী দিবারাত্রি রণেন্দ্রনাথের সন্নিধানে থাকিয়া তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের আহার নাই, নিদ্রা নাই, বিশ্রাম নাই এবং তৎ সঙ্গে সঙ্গে নিদারুণ দুর্ভাবনারও অন্ত নাই। তাঁহারা নিরন্তর প্রাণের সকল আকাঙ্ক্ষা ঢালিয়া দিয়া মঙ্গলময় বিধাতৃচরণে রণেন্দ্রনাথের আরোগ্য কামনা করিতে লাগিলেন; আর অদূর অন্ধকারাবৃত ভবিষ্যৎ ভাবিয়া সতত নয়ন জলে অভিষিক্ত হইতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহাদের এই অজস্র নয়নজল, শত চেষ্টা, সহস্র যত্ন, এ সব কিছুতেই বিধিলিপি খণ্ডন করিতে পারিল না। রণেন্দ্রনাথ দিন দিনই মৃত্যুর গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন গুহাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

একদিন অপরাহ্নে রণেন্দ্রনাথের শয্যাপার্শ্বে কেবল জ্যোতির্ম্ময়ী উপবিষ্ট; গৃহে আর কেহ নাই। রণেন্দ্র একটী সকরুণ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া নিজ হস্ত খানি ভার্য্যার হস্তে স্থাপন করিয়া বলিলেন "জ্যোতি! মৃত্যুর পূর্ব্বে জীবনে বড় দুটী ভুল ক'রে চ'ল্লেম।"

জ্যোতির্ম্ময়ী। ছিঃ, তুমি অমন কথা ব'ল না। নিরাশ হ'ও না। ডাক্তারেরা ব'লছেন তুমি ভাল হবে। তুমি ভেবনা আমি তোমায় নিশ্চয়ই সারিয়ে তু'লব।

রণেন্দ্র। ভাল, যদি আরাম ক'র্ত্তে পার—এ সমুদ্র হ'তে রক্ষা কর্ত্তে পার, উত্তম। কিন্তু জ্যোতি, আমি বেশ বুঝতে পার্চ্ছি আমার দিন ফুরিয়েছে, পরপার হ'তে ডাক পড়েছে। গত রজনীতে স্বপ্নে দেখলেম স্বর্গ হ'তে এক জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি আমার সম্মুখে উপস্থিত হ'লেন। সে মূর্ত্তি চিনলেম। সে মূর্ত্তি আর কা'রও নয়, আমার পরলোকগতা মাতৃদেবীর। মা হস্ত ইঙ্গিতে আমায় ডাকলেন। আমি তাঁর খুব নিকটে গেলাম। মা তখন ব'ল্‌লেন, "বৎস, সংসারে

থেকে আর কেন বৃথা কষ্ট পাচ্ছ। আমার সঙ্গে এস। আমি যে স্থানে আছি, তা' সুখের রাজ্য। সেখানে শোক নাই, তাপ নাই, ব্যাধি নাই, জরা মৃত্যু কিছুই নাই ; আছে কেবল অবিনশ্বর, অনন্ত সুখ, অমর জীবন, চির-শান্তি। তুমি ও দুঃখময় পৃথিবী পরিত্যাগ ক'রে আমার সঙ্গে সেই অমর ধামে চল—সুখে থাক্‌বে।" এই ব'লে মাতা অন্তর্হিত হ'লেন। আর দেখ্‌তে পেলেম না। তাঁকে আর একবার দেখবার জন্য কত ডাকলেম, কিন্তু আর তিনি দেখা দিলেন না। জ্যোতি! মা যখন আমায় নিতে এসেছেন, তখন কি আমি আর থাকতে পারি? তাই আমি চল্লেম।"

জ্যোতির্ম্ময়ী সজলনেত্রে বলিলেন, "স্বপ্ন অলীক কল্পনা মাত্র। স্বপ্নে কত কি দেখা যায়, সবই কি ঠিক হয়? তুমি ব্যস্ত হ'ও না। তুমি যদি অমন হতাশ হও, তবে আমরা কোথায় যাব।" জ্যোতির্ম্ময়ী চক্ষু মুছিলেন।

রণেন্দ্র। ছিঃ, জ্যোতি! তুমি কাঁদছ? কেঁদ না, এ সংসার হ'তে তো এক দিন সকলকেই যেতে হবে। আজ আমার সময় হয়েছে, আমি চল্লেম। আবার দু'দিন পরে, তোমার সময় হ'লে তুমিও যাবে। তখন দু'জনে আবার এক সঙ্গে মিশবো।

জ্যোতির্ম্ময়ী রণেন্দ্রের বাক্য শ্রবণে ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

রণেন্দ্র। ছিঃ, জ্যোতি! তুমি কেঁদে আমায় আরও ব্যস্ত কর্চ্ছ। এই তো আমি তোমার সম্মুখেই আছি। তবে তুমি কাঁদছ কেন? আমি যে কথা ব'লতে যাচ্ছিলাম, তাই বল্‌ছি, এখন একটু স্থির হ'য়ে শোন।"

এই বলিয়া রণেন্দ্রনাথ শোক-সন্তপ্ত চিত্তে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, "দেখ, যাবার সময় জীবনে মস্ত দুটী ভুল ক'রে চল্লেম।

প্রথম ভুল নীতিশাস্ত্রে আছে, "শুভস্য শীঘ্রং।" শুভকার্য্য যত শীঘ্র পার করবে। বুদ্ধি দোষে এ নীতি বাক্য আমি বিস্মৃত হ'য়েছিলাম। তুমি যে দিন অরুণের সঙ্গে কুসুমের বিয়ের প্রস্তাব ক'রেছিলে, যদি সেই সময়েই বিয়েটী সমাধা ক'র্ত্তেম, তবে এখন সুখে ম'র্ত্তে পারতেম। তা' হ'লে এখন আর একটা প্রবল বাসনা মনে রেখে ম'র্ত্তে হ'ত না। দ্বিতীয় ভুল, যে উইল করেছি, তা'তে কুসুমকে সমস্ত সম্পত্তি লিখে দিয়েছি। আমার মৃত্যুর পর কুসুমই সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিণী হবে। তোমার ভরণপোষণ জন্য মাসিক ২০০০৲ টাকা মাসহারা লিখেছি। আমার মৃত্যুর পর যদি কুসুমের বিয়ে হয়, তবে অবিবাহিতা অবস্থায় সে যতদিন থাকবে, ততদিন রমেন্দ্র বাবু ও তোমাকে কুসুমের উছি নিযুক্ত করেছি। এইটীই আমার ভুল হ'য়েছে। রমেন বাবুকে এক্সিকিউটার নিযুক্ত করা কিছুতেই সঙ্গত হয় নাই। আমি স্বপ্নেও মনে ক'র্ত্তেম না যে, কুসুমের বিয়ে না দিয়ে ম'র্ব। কিন্তু মানুষের ইচ্ছা, আর বিধি-লিপি এ উভয় সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এখন বিধাতার ইচ্ছাই পূর্ণ হ'তে চল্ল। সংসারের ধূলাখেলা আমার সব ফুরিয়ে গেল। কুসুমের বিয়ে প'ড়ে রইল। কে জানে ভবিষ্যতে আরও কি আছে, কি হবে। রমেন বাবু অরুণকে বিষ-নয়নে দেখেন। বিশেষতঃ অর্থলোভে যদি কোন ধনী ঘরে কুসুমের বিবাহ স্থির করেন! সম্পত্তির লোভে যে এ বিবাহের জন্য বঙ্গের বহু ধনী গৃহ হ'তে বিশেষ ভাবে চেষ্টা হবে তা'তে কোন সন্দেহ নাই। তখন রমেন বাবু রাশিকৃত অর্থ উৎকোচ গ্রহণ ক'র্ত্তে পারবেন। হা ভগবান! যদি তাই হয়! তবে আমার কন্যার সর্ব্বনাশ হবে। তা'কে আমি বেশ জানি; সে অরুণকে ভাল বাসে, সুতরাং অন্য পাত্রে বিয়ে হ'লে সে নিশ্চয়ই বিষ পান ক'রবে। তা' হ'লে তোমার সর্ব্বনাশ হবে,

কমল। ছিঃ দাদা, এমন কথা ব'লো না। তুমি জগতের নিকট হেয় হ'লেও আমার কাছে দেবতা। দেবতা কি কখনও সেবা ভলাবিণী

অরুণের সর্ব্বনাশ হবে, আমার আত্মা পরলোকেও মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ ক'র্‌বে! ওঃ, আমি বালকের ন্যায় ক্রীড়া ক'র্ত্তে গিয়ে কি ভুলই করেছি! সংসারে কোন সূত্রে যে কি হয়, তা' বোঝা বড় কঠিন। না, আর ভাব্‌তে পারিনা। ভগবান, আমায় শান্তি দাও প্রভু! জ্যোতি! আমায় একটু জল দাও।

জ্যোতির্ম্ময়ী ক্ষিপ্র হস্তে রণেন্দ্রর মুখে জল দিলেন। জল পান করিয়া রণেন্দ্র একটু সুস্থ হইলেন। কিন্তু দুর্ব্বল দেহে অনেকগুলি কথা এক সঙ্গে বলিয়া এবং তৎসঙ্গে অত্যন্ত মানসিক চাঞ্চল্য প্রযুক্ত রণেন্দ্র পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন। জল পানান্তর মৃদুস্বরে জ্যোতির্ম্ময়ীকে বলিলেন "বৃদ্ধ দেওয়ানকে ডাকাও।" জ্যোতির্ম্ময়ী দেওয়ানকে ডাকিবার ব্যবস্থা করিলেন। তার পর রণেন্দ্রনাথের গাত্রে হস্ত সঞ্চালন করিতে করিতে বলিলেন "দেখ, তুমি এ সব চিন্তা এখন ক'রনা। তুমি আরোগ্য লাভ কর, সব হবে। আর যদি উইলে ভুল ক'রে থাক, তবে সে উইল পরিবর্ত্তন কর, অথবা তা' নষ্ট করে ফেল, কিন্তু তুমি এ দুর্ব্বল শরীর নিয়ে এমন ক'রে আর ভেবনা। আমাদের সম্পত্তিতে প্রয়োজন নাই, সম্পত্তি বিনাশ হ'য়ে যাক্। তুমি ভাল হও, আমরা না হয় ভিক্ষা ক'রে খাব।

রণেন্দ্র। জ্যোতি, আর সে সময় নাই। উইল পরিবর্ত্তন বা ধ্বংশের সময় শেষ হ'য়েছে, আমার শেষ মুহূর্ত্ত নিকটে এসেছে। আঃ, বিষয় কি বিষ! এ বিষে মৃত্যুকালেও শান্তি নাই! যারা দরিদ্র তারা বুঝি শান্তিতে মরে! জ্যোতি! দেওয়ান।

রণেন্দ্র বড় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে দেওয়ান গৃহে প্রবেশ করিলেন। তখন রণেন্দ্র নিমীলিত নেত্রে ছিলেন, সুতরাং দেওয়ানের উপস্থিতি জানিতে পারিলেন না। দেওয়ান তাঁহার

পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া ডাকিলেন "বাবু, বাবু, আমায় ডা'কৃছেন ?"

রণেন্দ্র নেত্র উন্মীলন করিয়া বলিলেন, "কে, ও, দেওয়ানজি, বসুন। কুসুম কোথায় ?"

কুসুম আসিয়া মাতার নিকট, পিতার পার্শ্বে, উপবেশন করিল। তারপর অরুণ, রমেন্দ্র ও ডাক্তার আসিলেন। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য লোক জন ও আত্মীয়স্বজনে গৃহ পূর্ণ হইয়া উঠিল। তখন রণেন্দ্র দেওয়ানকে নিকটে আহ্বান করিয়া, জ্যোতির্ম্ময়ী ও কুসুমের হস্ত তাঁহার হস্তে স্থাপন করতঃ বলিলেন, "দেওয়ানজি ! যতকাল জীবিত থাকবেন, এদের দেখবেন।" রণেন্দ্রর বাক্য শ্রবণ করিয়া দেওয়ান কাঁদিয়া উঠিলেন। সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতির্ম্ময়ী ও কুসুম কাঁদিতে লাগিল। তখন রণেন্দ্র দেওয়ানকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দেওয়ানজি, এখন কাঁদ্‌বেন না। আর একটু অপেক্ষা করুন। আমার আর একটী কথা আছে, ব'ল্‌তে দিন।"

দেওয়ান স্থির হইলেন।

রণেন্দ্র। রমেন বাবু কোথায় ?

রমেন্দ্র সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

রণেন্দ্র। রমেনবাবু, আপানার কাছে আমার একটা শেষ অনুরোধ আছে। সে অনুরোধটী এই—আপনি কুসুমকে অরুণের হস্তে সমর্পণ ক'রবেন। বলুন—ক'রবেন।

রমেন্দ্র গম্ভীরভাবে বলিলেন "ক'রব।"

তখন ঈষৎ হাসির রেখা রণেন্দ্রর মৃত্যু-ছায়া-জড়িত কৃষ্ণা-ধর-প্রান্তে উদিত হইয়া পুনরায় তাহা তন্মুহূর্ত্তেই কোথায় লুক্কায়িত হইল।

রণেন্দ্র বলিলেন "ডাক্তার বাবু, একবার আমার নাড়ীটা দেখুন দেখি।"

ডাক্তার নাড়ী দেখিলেন। তারপর হস্ত পরিত্যাগ করিয়া ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি দেব দেবীর কোন্ মূর্ত্তি দেখ্‌তে ভাল বাসেন।"

রণেন্দ্র। দেওয়ানজি, আমায় রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তি দেখান।

তখন একখানা যুগলমূর্ত্তির সুন্দর ছবি রণেন্দ্রর নয়ন সম্মুখে ধরা হইল। রণেন্দ্র অনিমেষ নয়নে সেই মূর্ত্তি পানে চাহিলেন। ক্ষণকালের মধ্যেই চক্ষুর পলক স্থির হইল। হরি, হরি, রণেন্দ্র এ ধরাধামে আর নাই!
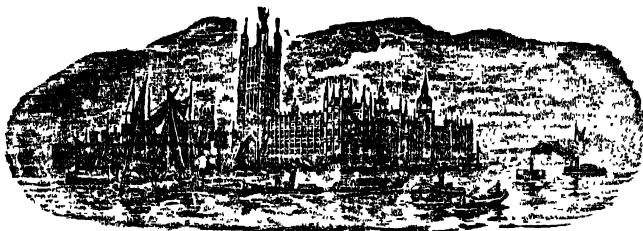
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

"মা ও মেয়ে।"

রণেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর ছয়মাস অতীত হইয়াছে। রণেন্দ্রর উইল অনুযায়ী কুসুম তাঁহার সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিণী হইয়াছে। রমেন্দ্র ও জ্যোতির্ম্ময়ী নাবালিকা কুসুমের ট্রষ্টি নিযুক্ত হইয়াছেন।

রমেন্দ্রনাথ এক্ষণে রাজ-সংসারের সর্ব্বে-সর্ব্বা হইয়াছেন। রণেন্দ্রনাথের বিশাল সম্পত্তি, তাঁহার অন্তঃপুর, তাঁহার যা' কিছু সমস্তই এক্ষণে রমেন্দ্রনাথের অঙ্গুলি সঙ্কেতে পরিচালিত হইতেছে। জ্যোতির্ম্ময়ী ভ্রাতার হস্তে ক্রীড়া পুত্তলির ন্যায় চালিত হইতেছেন। ভ্রাতার উপরে একটী কথা বলিবারও তাঁহার ক্ষমতা নাই। আজ রমেন্দ্রনাথের ভ্রু-ভঙ্গীতে কত প্রজার সর্ব্বনাশ হইতেছে, আবার কত জন তাঁহার যৎকিঞ্চিৎ কৃপালাভে অদৃষ্টের গতি ফিরাইয়া ধন্য হইতেছে। ফলতঃ এই ছয়মাসের মধ্যে কুসুমদের সংসারে এক ভীষণ পরিবর্ত্তন সংসাধিত

হইয়াছে। প্রত্যেক মহালে বিষম গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। প্রজাগণ চতুর্দ্দিকে নানাবিধ অত্যাচার ও অবিচারে প্রপীড়িত হইয়া হাহাকার করিতেছে। অনেক মহাল বিদ্রোহী হইবার উপক্রম হইয়াছে। তাহার ফল-স্বরূপ কাহারও গৃহ দাহ, কেহবা প্রহারে জর্জ্জরিত এবং অনেকে রাজ-দ্বারে মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়া কারারুদ্ধ ও সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে। রণেন্দ্রনাথের সময়ে যে সকল পুরাতন কর্ম্মচারীবৃন্দ ও ভৃত্যবর্গ ছিল, তাহারা রমেন্দ্রর অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া একে একে সকলেই কর্ম্মত্যাগ করিয়াছে। সেই সকল ধর্ম্মভীরু, সদাশয় ও বিশ্বাসী কর্ম্মচারীর পরিবর্ত্তে এক্ষণে তথায় কতকগুলি দানব-প্রকৃতি সয়তানের আবির্ভাব হইয়াছে।

বৃদ্ধ দেওয়ান এই সমস্ত অত্যাচারের বিরুদ্ধে যথাসাধ্য দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণে সে রণেন্দ্রনাথ আর নাই সুতরাং তাঁহার সে পূর্ব্ব ক্ষমতাও আর নাই। তাহাই তিনি অত্যাচার প্রশমনের কিছুই করিতে পারিলেন না। বরং অত্যাচার প্রশমন করিতে গিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, এ সংসারে আর অধিক দিন থাকিলে এই বৃদ্ধ বয়সে তাঁহাকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইয়া অবশেষে বিতাড়িত হইতে হইবে। সুতরাং তিনি অবস্থা বুঝিয়া পূর্ব্বেই তাহার ব্যবস্থা করিলেন। এক দিন জ্যোতির্ম্ময়ীর নিকট উপনীত হইয়া ধীরে ধীরে বলিলেন "মা, স্বর্গীয় কর্ত্তা মৃত্যুকালে, আপনাদের উভয়কে আমার হাতে সমর্পণ ক'রে দিয়ে গিয়েছেন। তাই ইচ্ছা ছিল, এ বৃদ্ধের আর যে কয়টা দিন বিলম্ব আছে, আপনাদের নিয়েই থাকব। কিন্তু রমেন্দ্রবাবু যেমন আরম্ভ ক'রেছেন, তাঁর অত্যাচারের আগুণ চা'র দিকে যেমন দাউ দাউ জ্ব'লে উঠ্‌ছে, তা'তে আর ভরসা হ'চ্ছেনা যে আমার সে আশা ফলবতী হবে। পুরাতন কর্ম্মচারী ব'লৃতে যা'রা ছিল, তা'রা তো আর

কেউ নাই ; সবাই একে একে স'ড়ে প'ড়েছে, থাক্‌বার মধ্যে কেবল আমিই, স্বর্গীয় কর্ত্তার শেষ অনুরোধ স্মরণ ক'রে, অনেক লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য ক'রেও এত দিন কোন প্রকারে টিকে আছি। কিন্তু রমেন্দ্রবাবুর অত্যাচারের মাত্রা দিন দিনই যেমন বেড়ে উঠ্‌ছে, তা'তে আর অধিক দিন তিষ্ঠিবার উপায় নাই। সম্ভবতঃ আমাকেও অতি শীঘ্রই আপনাদের নিকটে বিদায় নিতে হবে। মা, এই জীবনের সন্ধ্যায় উপনীত হ'য়ে, এই বৃদ্ধ বয়সে, এমন অমানুষিক অত্যাচার কি ক'রে নীরবে ব'সে ব'সে চোখে দেখ্‌ব? আহা, এমন পুণ্যের সংসার যে এত অল্পদিনের মধ্যে, স্বর্গীয় কর্ত্তার অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই, পাপের এমন ভীষণ লীলাক্ষেত্র হবে, তা' ভু'লেও কখন মনে ক'র্ত্তে পারি নি। মা, ব'লতে প্রাণ ফেটে যায়, গঙ্গাতীরে কর্ত্তার "যোগাশ্রম" উদ্যানের যে গৃহে ৺শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল, সে মন্দির এখন হরেনবাবুর বিলাস নিকেতনে পরিণত হ'য়েছে। আর সে শ্রীমূর্ত্তি এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ-গৃহে অপসারিত হ'য়েছে। যে "যোগাশ্রম" প্রতিদিন কত সাধু সন্ন্যাসীর আগমনে পবিত্র হ'ত, এখন সে স্থান হরেনবাবুর ইয়ার বন্ধুগণের কুৎসিৎ কু-ক্রিয়ার রঙ্গস্থল! এ সব দেখ্‌লে কার না চক্ষে জল আসে,—আর কা'রই বা তিলার্দ্ধ এ প্রেত-পুরীতে থাক্‌তে ইচ্ছা হয়? অবশ্য, পিতা পুত্র উভয়ে সুরাদেবীর যেরূপ উপাসনা আরম্ভ ক'রেছেন, তা'তে যে উভয়েই অতি শীঘ্র জাহান্নমে যাবেন তা'তে বিন্দু মাত্রও সংশয় নাই। কিন্তু নিজেরা উৎসন্ন যাবার পূর্ব্বে যে সব শুদ্ধ উচ্ছন্ন দিয়ে যাচ্ছেন এ আক্ষেপ রাখ্‌বার আর স্থান নাই। যা' হ'ক্‌ এ সব অত্যাচারের কথা ছেড়ে দিন। এখন একবার সংসারের অবস্থাটা ভেবে দেখুন। সম্পত্তি তো যায় যায় হ'য়েছে; বুঝি আর রক্ষা হয় না। প্রায় সমস্ত মহালগুলিই বে-বন্দোবস্ত হ'য়ে উঠেছে।

গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টিও এ দিকে বেশ প'ড়েছে। সম্ভবতঃ অতি শীঘ্রই গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর স্বয়ং এ সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ ক'রে যা' হয় একটা কিছু বন্দোবস্ত ক'রবেন। তখনকার অবস্থা কি হবে একবার স্থির চিত্তে ভেবে দেখুন্। তখন সরকার বাহাদুর দয়া ক'রে হাতে তুলে যা' দেবেন তা'ই নিয়েই সুখী হ'তে হবে। মা, যদি এই সব ভেবে চিন্তে রমেন্দ্রবাবুকে অত্যাচার হ'তে শীঘ্র নিরস্ত ক'র্ত্তে পারেন, তবেই মঙ্গল, নতুবা অমঙ্গলের অবধি থাকবে না। দেখ্‌তে দেখ্‌তে এমন সোণার সংসার ছার্‌ খার্‌ হ'য়ে যাবে। সুতরাং আর নীরবে থাক্‌বেন না। শীঘ্র যা'তে এ অত্যাচারের দমন হয়, তা'র ব্যবস্থা করুন। নতুবা আর উপায় নাই। পুণ্যের সংসারে পাপ ঢুকেছে, এ পাপ দমিত না হ'লে, সমস্তই ধ্বংস হবে।

জ্যোতির্ম্ময়ী। আমি কি ক'র্ব্ব দেওয়ানজি, আপনি দাদাকে বুঝিয়ে বলুন্ না। আমি অল্প-বুদ্ধি স্ত্রীলোক, সম্পত্তির বিশেষ কিছুই বুঝি না। বিশেষতঃ দাদার কাজে হস্তক্ষেপ ক'র্ত্তে গেলে, তিনি রাগ ক'রবেন এখন তো দাদা বই আমাদের দেখ্‌তে শুনতে আর কেউ নাই।

দেওয়ান। আমি কি বুঝাতে কম চেষ্টা করেছি মা! কিন্তু তা'তে সুফল না হ'য়ে বরং কুফলই হ'য়েছে। ভাল কথা ব'ল্‌তে গিয়ে নিজেই লাঞ্ছিত হ'য়েছি। যা' হ'ক, বুঝ্‌লেম, ভগবানের ইচ্ছাই পূর্ণ হবে ; আমরা কেবল ভ্রান্তি বশে বৃথা ঘুরে ম'রছি। মা, আমার একটী শেষ নিবেদন আছে।

জ্যোতির্ম্ময়ী। কি, বলুন।

দেওয়ান। আমাকে এ শেষ ক'টা দিনের জন্য অবকাশ দিন। আমি নির্জ্জনে একটু শান্তি ভোগ করিগে।

জ্যোতির্ম্ময়ী। দাদার অনুমতি হ'লে যেতে পারেন।

দেওয়ান। তাঁর অনুমতি বহুপূর্ব্বেই পেয়েছি। আমি অবসর গ্রহণ ক'র্লে, তিনি নিশ্চিন্ত হ'য়ে তাঁর অভিপ্রেত কার্য্য সকল অবাধে সমাধা ক'র্ত্তে পা'র্বেন।

জ্যোতির্ম্ময়ী। যদি দাদার অনুমতি হ'য়ে থাকে তবে আপনার অভিপ্রায় আপনি পূর্ণ ক'র্ত্তে পারেন।

বৃদ্ধ দেওয়ান আদ্র-নয়নে জ্যোতির্ম্ময়ীর নিকট হইতে বিদায় হইলেন এবং সেই দিনই রাজবাটী পরিত্যাগ করিলেন।

যখন জ্যোতির্ম্ময়ীতে ও দেওয়ানে কথা হইতেছিল তখন কুসুম তথায় উপস্থিত ছিল ও সমস্ত কথা নিবিষ্টচিত্তে শুনিতেছিল। দেওয়ান চলিয়া গেলে মাতাকে সম্বোধন করিয়া সে বলিল "মা, দেওয়ানজিকে বিদায় ক'রে দিলে? এ কি ভাল হ'লো? যে সব গোলযোগের কথা শুন্‌লে, তা' যদি সত্য হয়, তবে দেওয়ানজি চ'লে গেলে এ সব বিপদে আমাদের দেখ্‌বে কে?

জ্যোতির্ম্ময়ী। তুই তো বেশ মিথ্যা সাক্ষী দিতে মজবুত্ হ'য়েছিস দেখ্‌তে পাচ্ছি। দেওয়ানকে আমি বিদায় ক'র্লেম, না দেওয়ান আপনা হ'তেই চ'লে গেল? যে থাক্‌বে না, তা'কে ধ'রে রাখ্‌বে কে? বৃদ্ধ হ'য়ে দেওয়ানের বুদ্ধি সুদ্ধি সব লোপ পেয়েছে। নইলে আমার কাছে আমার দাদার নিন্দা ক'র্ত্তে আসে? তুই যাঁর মেয়ে, তিনি জীবিত কালেও তো দাদাকে কখন কিছু বলেন্ নি?

কুসুম। বাবা যখন বেঁচে ছিলেন তখন তিনিই সমস্ত দেখ্‌তেন, সুতরাং কারও কিছু বলবার ছিল না। এখন মামা সব দিক্ দেখ্‌ছেন। তা' যদি চার দিকে সত্যি সত্যিই অত্যাচার, অনাচার হয়, তা' কি আর কেউ ব'লবে না? দেওয়ানজি যা' ব'লে গেলেন, তা'র অনুসন্ধান ক'রে দেখা কর্ত্তব্য।

জ্যোতির্ম্ময়ী। আমরা মেয়ে মানুষ আমাদের অত ঝঞ্ঝাটে থাক্‌বার প্রয়োজন কি মা? দাদাই যথন সমস্ত দেখ্‌চেন, শুন্‌চেন, তখন ভাল মন্দ যা' হ'চ্ছে, তিনিই বুঝ্‌বেন। এখন তাঁর চাইতে আমাদের আপনার ব'ল্‌তে তো আর কেউ নাই। আর তোমার বিয়ে হ'লে অরুণই তো সমস্ত দেখ্‌বে শুন্‌বে। সুতরাং এই অল্প সময়ের জন্য আমাদের অত ভাব্‌বার কোনই আবশ্যক নাই।

অরুণের নাম শ্রবণে, বিবাহের কথায়, কুসুমের মুখ আরক্ত হইল। তখন সে এ সম্বন্ধে আর কোন কথা না বলিয়া অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

"ষড়-যন্ত্র।"

মালতী নগর হইতে প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূরে গঙ্গাতীরে একটী সুরম্য উদ্যান বাটী। উদ্যানটী সুবৃহৎ এবং উহার চতুর্দ্দিক প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। প্রাচীরাভ্যন্তরে উদ্যানের চতুঃপার্শ্বে চারিটী নাতি ক্ষুদ্র, নাতি বৃহৎ পুষ্করিণী। উদ্যানের মধ্যস্থলে একটী প্রকাণ্ড দ্বিতল বাটী। উদ্যান-প্রবেশ পথে প্রাচীর-গাত্রে একখানি বৃহৎ প্রস্তর-ফলকে খোদিত আছে "প্রমোদ-কানন।" পূর্ব্বে রণেন্দ্রনাথের জীবিত সময়ে এ উদ্যানের নাম ছিল "যোগাশ্রম।" রণেন্দ্রর মৃত্যুর পর, হরেন্দ্র ইহাকে নিজ বিলাস-ভবনে পরিণত করিয়া পূর্ব্বনাম পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক "প্রমোদ-কানন" নাম প্রদান করিয়াছেন। পূর্ব্বে "যোগাশ্রম" সাধু সন্ন্যাসী-দিগের আশ্রম ছিল, এক্ষণে "প্রমোদ-কানন" বিলাসীদিগের বিলাসা-লয়ে পরিণত। উদ্যানাভ্যন্তরে সন্ন্যাসীগণের অবস্থানের জন্য ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিশ্রামাগার ছিল, তাহা ধ্বংশ করিয়া

চতুর্দ্দিকে সুপ্রশস্ত লোহিত বর্ণ পথ সকল প্রস্তুত হইয়াছে। কোন স্থানে পুষ্পবাটীকা, কোথায়ও লতামণ্ডপ, কোথায়ও বা সবুজ-তৃণাচ্ছাদিত সমতল ভূমি শোভা পাইতেছে। শ্বেত-প্রস্তর-বিনির্ম্মিত কত অশ্লীল হাব-ভাব-পূর্ণ প্রতিমূর্ত্তি জীবন্ত মূর্ত্তিবৎ নানা স্থানে সংরক্ষিত হইয়া উদ্যান-স্বামীর কুরুচির পরিচয় প্রদান করিতেছে।

অদ্য সন্ধ্যা সমাগমে উদ্যান বাটীকা বিবিধ আলোকমালায় ভূষিত হইল। বড় বড় জুড়ী গাড়ী, ল্যাণ্ডো, ব্রুহাম ও ফিটন প্রভৃতি উদ্যান মধ্যে অনবরত প্রবেশ করিতে লাগিল। দ্বিতলের সুসজ্জিত বৃহৎ হল, ইয়ারগণের উচ্চ চীৎকারে ও বারবিলাসিনীগণের বিলাস পূর্ণ প্রমোদ-নৃত্য-গীতে মুখরিত হইয়া উঠিল। অতঃপর সুরাদেবীর অনুগ্রহে যে সকল বীভৎস কাণ্ড সংঘটিত হইতে লাগিল সে সকল বর্ণনা করিয়া আর পাঠকপাঠিকাগণের পবিত্র চিত্ত কলুষিত করিতে ইচ্ছা করি না।

রাত্রি দ্বিপ্রহর কালে ইয়ারগণ সকলে একে একে অন্তর্হিত হইল। বারবিলাসিনীগণের নৃত্য-গীত বন্ধ হইল। তাহারাও একে একে স্বস্থানে প্রস্থান করিল। অবশেষে তথায় রহিল কেবল হরেন্দ্রনাথ ও তাহার বন্ধু প্রমোদ কুমার। আজ হরেন্দ্রর আদেশ ক্রমেই অপর কাহারও সে উদ্যান বাটীকায় অবস্থানের অধিকার ছিল না।

প্রমোদ কুমার অরুণাচলের জমীদার-পুত্র। অরুণাচল একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম। মালতী নগর হইতে ছয় মাইল দূরে অবস্থিত। প্রমোদ পিতার এক মাত্র সন্তান। সুতরাং অতি সুখে ও অতি আদরে লালিত পালিত। তাঁহাদের সম্পত্তির আয়, বাৎসরিক প্রায় দশ সহস্র মুদ্রা। প্রমোদ যুবক। বয়স—একবিংশতি বর্ষ। দেখিতে বেশ সুন্দর। ব্যবহার অমায়িক। মিষ্ট ভাষী। কিন্তু কুসংসর্গে পড়িয়া অতি অল্প বয়সেই চরিত্রহীন ও অমিতাচারী হইয়া পড়িয়াছে। হরেন্দ্রর সহিত

প্রমোদের খুব বন্ধুত্ব। কেননা উভয়েই একসঙ্গে সুরাদেবীর আরাধনা করিয়া থাকেন। আজ উভয় বন্ধুতে কি মন্ত্রণা আছে, তাহাই উভয়ে এই গভীর রাত্রিতে নির্জ্জন উদ্যানের নির্জ্জন গৃহে উপবিষ্ট।

সকলে চলিয়া গেলে কিয়ৎকাল উভয়েই নীরব রহিলেন। পরে হরেন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে বলিলেন “ দেখ ভাই প্রমোদ, সংসারের মধ্যে তোমাকেই আমি যথার্থ বন্ধু ব'লে মনে করি। তা'ই আমার ইচ্ছা এ বন্ধুত্ব যা'তে অক্ষুণ্ণ থাকে ও আরও ঘনীভূত হয় সেইরূপ একটা কিছু করি। আজ তোমায় একটী সুসংবাদ দিচ্ছি, স্থির হ'য়ে শোন। তুমি তো এখনও অবিবাহিত, কুসুমকে বে' ক'র্ত্তে রাজি আছ?

প্রমোদ। কুসুম! কে কুসুম? তোমার ভগ্নী—তোমাদের রাজকুমারী?

হরেন্দ্র। হাঁ, আমার ভগ্নী—স্বর্গীয় রণেন্দ্রনাথ দত্তের কন্যা।

প্রমোদ। (সাহ্লাদে) বল কি হে, সে তো আমার পরম সৌভাগ্য। এমন শুভ দিন কি আমার অদৃষ্টে ঘ'ট্‌বে? ভাই হরেন, এ যদি তুমি ক'রে দিতে পার, তবে আমি তোমার নিকট চিরকাল ঋণী হ'য়ে থাক্‌ব।

হরেন্দ্র। ভাই, পূর্ব্বেই তো বলেছি যে, তোমার মত বন্ধু, এ জগতে আমার আর কেউ নাই। সুতরাং তোমার যদি কিছু উপকার ক'র্ত্তে পারি, সে তো আমার পরম সৌভাগ্য। সেটা আর বেশী কি ক'র্ল্লেম। কিন্তু ভাই, যে কথা ব'ল্‌ছি তা'তে একটু বাধা আছে।

প্রমোদ। বাধা আছে? তবে কি হবার উপায় নাই? যদি তা' না থাকে, তবে আর মিছামিছি সে কথা উত্থাপন ক'রে আমায় কেন কষ্ট দিচ্ছ? আমি তো পূর্ব্বেই জানি, কুসুম বাগ্‌দত্তা। বিলাসপুরের ৺অমিয় কুমার মজুমদারের পুত্র অরুণ কুমারের সঙ্গে তা'র বিয়ে স্থির

হ'য়ে র'য়েছে সুতরাং এ বিয়ে আর কারও সঙ্গে হবার উপায় নাই। অবশ্য এ সব কথা তুমিও বিশেষ ভাবে অবগত আছ। তবে জেনে শুনে আমার সঙ্গে উপহাস ক'চ্ছ কেন ?

হরেন্দ্র। রাগ ক'রনা প্রমোদ, আমি উপহাস করিনি। যা' ব'ল্‌ছি তা' সত্য কথা। যদি উপহাস ক'র্ত্তেম, তবে যা' নিয়ে উপহাস ক'র্লে তোমার প্রাণে কষ্ট হবে, তা' নিয়ে কখনও উপহাস ক'র্ত্তেম না। তার পর, অরুণের সঙ্গে বিয়ের কথা যা' বল্‌ছ, সেটাও কিছু নয়। কেননা বিবাহের পূর্ব্বে অমন কত সম্বন্ধ স্থির হয়, আবার কত ভেঙ্গে যায়। সুতরাং কুসুম অরুণের বাগ্‌দত্তা, এ কথার কোন মূল্যই নাই। তবে কি জান, এ বিয়ে হ'তে হ'লে কিঞ্চিৎ অর্থের প্রয়োজন।

প্রমোদ। সে কি হে ? অর্থের প্রয়োজন কি বল্‌ছ ? বিবাহে অর্থের প্রয়োজন সে তো সকলেই জানে। বিশেষতঃ রাজকন্যার বিবাহ, যেখানে অজস্র অর্থ ব্যয় হবে ! তবে সে কথা বিশেষ ভাবে বল্‌বার কি আবশ্যক তা' বুঝ্‌তে পার্চ্ছিনা। আমি তোমার কথা কিছুই বুঝ্‌তে পার্চ্ছিনা ভাই, আসল কথাটা কি, শীঘ্র ভেঙ্গে বল, আমায় আর উৎকণ্ঠিত রে'খ না।

হরেন্দ্র। দেখ ভাই, তুমি আমার প্রাণের বন্ধু তা'ই তোমায় সব কথা খুলে বল্‌ছি, দে'খ যেন আর কারও কাছে এসব কথা প্রকাশ ক'র না। কথা হ'চ্ছে এই, অরুণের সঙ্গে বিয়ে তো একরূপ স্থির হ'য়েই র'য়েছে। সবাই জানে কুসুমের বে' অরুণের সঙ্গেই হবে। কিন্তু বাবার ইচ্ছা নয় যে একটা ভিখারী ছেলের সঙ্গে রাজকুমারীর বিয়ে হয়। তা'ই বাবা গোপনে অন্য পাত্র অনুসন্ধান কর্চ্ছেন। গোপনে অনুসন্ধানের কারণ, অরুণ ভিন্ন অন্য বরে বিয়ে দেওয়া আর কা'রই মত নয়। বিশেষতঃ পিশিমা' তো কিছুতেই সম্মত হবেন

না। তাই গোপনে সমস্ত কথাবার্ত্তা স্থির ক'রে, হঠাৎ বিবাহ সমাধা করাই বাবার উদ্দেশ্য।

প্রমোদ। তা' বেশ তো,—গোপনেই স্থির হ'ক। তা'তে আর বাধা কি? কিন্তু টাকার কথা কি ব'লছিলে?

হরেন্দ্র। হাঁ, বলছিলেম কি, বাবা ব'লছেন যে এ বিয়ে হ'য়ে গেলে কুসুমের বরই প্রকৃত পক্ষে সমস্ত বিষয়ের অধিকারী হবে। সুতরাং তখন ঐ সম্পত্তিতে আমাদের আর কোন আশা ভরসা থাকবেনা। তা'ই তাঁ'র ইচ্ছা যে বরপক্ষ তাঁ'কে বিবাহের পূর্ব্বে কিছু অর্থ প্রদান করেন।

প্রমোদ। সে কত অর্থ?

হরেন্দ্র। লক্ষ মুদ্রা।

প্রমোদ। (চমকিত হইয়া) লক্ষ মুদ্রা!

হরেন্দ্র। হাঁ, লক্ষ মুদ্রা। একেবারে গাছে থেকে প'ড়লে যে হে? লক্ষ মুদ্রা কি ব'লছ? সে তো অতি সামান্য কথা; একবার ভেবে দেখ দেখি কত বড় সম্পত্তি! তিনলক্ষ টাকা বাৎসরিক আয়! আজ কাল দেশের অনেক রাজা রাজ্‌ড়ারও এত বড় সম্পত্তি নাই। কেবল তোমার সঙ্গে আমার অত্যন্ত বন্ধুতা আছে ব'লেই, বাবা এত অল্প টাকায় সম্মত হ'য়েছেন। নইলে তিনি ইচ্ছা ক'র্ল্লে এ বিয়েতে আরও বহু অর্থ সংগ্রহ ক'র্ত্তে পার্ত্তেন।

প্রমোদ কুমার কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া বলিল "আচ্ছা, আমি লক্ষমুদ্রা দিতেই সম্মত হ'লেম। তোমার পিতাকে ব'ল, তিনি যেন বিবাহের কথাবার্ত্তা আমার পিতার সঙ্গে, অতি সত্বরেই স্থির ক'রে ফেলেন। আমিও বাবাকে আজ রাত্রেই সমস্ত ব'লে রাখ্‌বো। আর যা'তে তিনি এই লক্ষ টাকা দিতে সম্মত হন্ তা'র ব্যবস্থাও ক'র্‌ব। ভাই হরেন, আর তোমার কিছু বল্‌বার নাই?

হরেন্দ্র। না ভাই, আর বিশেষ কিছু বল্‌বার নাই। তবে একটা কথা ব'ল্‌তে আছে। সেটী এই,—এ শুভ কার্য্যে আমাদের সম্বন্ধে কিছু বিচার হবে না ভাই ? দশ জন বন্ধু বান্ধব নিয়ে একটু আমোদ আহ্লাদ ক'র্ত্তে হবে তো ? কথায় বলে "মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ।"

প্রমোদ কুমার হাসিয়া বলিলেন "সে কি, কথা ভাই, সে জন্য চিন্তা কি ? তোমরা পাঁচজন বন্ধু বান্ধব মিলে আমোদ ক'রবে সে তো আমার পরম সৌভাগ্যের বিষয় ; তা' আর ব'ল্‌তে হবে কেন ? তা' যা', হ'ক, অনুমতি কর—কি দিতে হবে, আমি নিশ্চয়ই তা' দেব। ফরমাইয়ে জনাব্, আপ্‌কা যো' মর্‌জি হ্যায়। বান্দা হুকুম্ তামিল কর্‌নেকো'ওয়াস্তে হুজুর্‌মে হাজির হ্যায়।

প্রমোদ কুমার অতি স্ফূর্ত্তিতে এই কথাগুলি বলিলেন।

হরেন্দ্র একটু ইতস্ততঃ করিয়া মৃদু-মন্দ-স্বরে বলিলেন "না', তা' এমন বিশেষ কিছু—নয়। মাত্র পঞ্চাশ হাজার টাকা।"

প্রমোদ কুমার বিস্মিত ও চমকিত হইয়া বলিলেন "কি ব'ল্লে ? আরও পঞ্চাশ হাজার !"

হরেন্দ্র। হাঁ,—পঞ্চাশ হাজার। এর চাইতে কম আর কি হ'তে পারে ! একবার সম্পত্তির কথাটা ভেবে দেখ। সে কথা কি আবার স্মরণ করিয়ে দিতে হবে ?

প্রমোদ কুমার এবার কিঞ্চিদধিকক্ষণ ভাবিলেন। ভাবিয়া তিনি স্থির করিলেন "এক লাখ, পঞ্চাশ হাজার ! তা' ক্ষতিই বা কি ? তিন লক্ষ টাকার সম্পত্তি ! এ'তো একরূপ প'ড়ে পাওয়া ব'ল্লেও অত্যুক্তি হয় না। তা' আমি এ পঞ্চাশ হাজারও দেব।" মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া তিনি প্রকাশ্যে বলিলেন "তা' ভাই তুমি যখন ব'ল্‌ছ,—তা' আমি স্বীকার ক'র্ল্লেম। এ পঞ্চাশ হাজারও আমি

দেব।” এই কথা বলিয়াই প্রমোদ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন “তোমার আর কিছু বলবার আছে হরেন ?”

হরেন্দ্র। না ভাই, আমার আর কিছু বল্‌বার নাই ; যা’ ছিল তা’ সমস্তই ব’লেছি। এখন আমার ইচ্ছা যে এ কার্য্য যত শীঘ্র সম্ভব সমাধা হ’য়ে যা’ক। কেননা, একে তো শুভ কার্য্যে নানা বিঘ্ন। তা’তে আবার এ কাজটী অতি গোপনে সমাধা ক’র্ত্তে হবে। দেখ ভাই, তুমি তোমার পিতাকে ব’লে টাকাটা অতি সত্বর সংগ্রহ ক’রে রেখো। আমিও বাবাকে ব’লে যা’তে কথাবার্ত্তা অতি শীঘ্রই সুস্থির হয় তা’ ক’রব। তা’র পর টাকা আদান প্রদান হ’লেই একটা শুভ দিন স্থির ক’রে বিবাহ সমাধা করা যাবে। হ্যাঁ, দেখ, আর একটী কথা, ঐ পঞ্চাশ হাজার কিন্তু আমার হাতে দিতে হবে।

প্রমোদ সহাস্যে বলিলেন “সে জন্য কোন চিন্তা নাই। তোমার পঞ্চাশ হাজার তোমার হাতেই পাবে। কিন্তু ভাই কাজটা যা’তে অতি শীঘ্র হয় সে জন্য তোমায় চেষ্টিত হ’তে হবে। শাস্ত্রেই আছে “শুভস্য শীঘ্রং।”

হরেন্দ্র। আমারও তো ভাই, সেইটীই একান্ত ইচ্ছা। তবে এখন ভগবানের ইচ্ছা হ’লেই তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হয়। দেখা যা’ক্‌ তাঁর কি অভিপ্রায়। আজ অনেক রা’ত হয়েছে। চল ভাই, এখন যাওয়া যা’ক্‌।

তখন উভয় বন্ধু পরস্পরের কর মর্দ্দন করিয়া নিম্নে অবতরণ করিলেন। তথায় গাড়ীবারেন্দায় দুইখানি ল্যাণ্ডো অপেক্ষা করিতেছিল। বন্ধুদ্বয় তাহার এক একখানিতে আরোহণ করিলে, যান-দ্বয় দ্রুতবেগে উদ্যান বাটীকা পরিত্যাগ করিয়া চলিল।
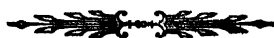
অষ্টম পরিচ্ছেদ।

"বন্দিনী।"

অতি গোপনে প্রমোদকুমারের সহিত কুসুমের বিবাহ স্থির হইল। সম্পত্তি লাভের বিষম প্রলোভনে প্রমোদের পিতা তাঁহার যাবতীয় সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া উৎকোচের সমুদয় অর্থ প্রদান করিলেন। তিনি এরূপ প্রলুব্ধ হইয়াছিলেন যে বিনা বাক্যব্যয়ে এবং কোন দলিল প্রমাণ ব্যতিরেকে কেবল লুব্ধ আশার উপর নির্ভর করিয়াই রাশীকৃত অর্থ গোপনে রমেন্দ্র ও হরেন্দ্রর হস্তে অর্পণ করিলেন।

ধন্য আশা, তোমার মোহিনী শক্তি! ধন্য প্রলোভন তোমার ছলনাময়ী মূর্ত্তি!

উৎকোচ প্রদান শেষ হইলে বিবাহের দিন স্থির হইল। উভয় পক্ষে কথা রহিল, বিবাহের পূর্ব্ব দিন পর্য্যন্ত এ বিবাহের কথা কেহই প্রকাশ করিবেন না।

সেই দিন রাত্রিতে হরেন্দ্রনাথের "প্রমোদ-কাননে" বিরাট গার্ডেন

পার্টির আয়োজন হইল। দলে দলে বন্ধু সমাগম হইল। দলে দলে বারবিলাসিনীগণ মনোহর বেশ ভূষায় সজ্জিতা হইয়া উদ্যানবাটী পূর্ণ করিল। তাহাদের নৃত্য, গীত ও আমোদ আহ্লাদে "প্রমোদ-কানন" মুখরিত হইয়া উঠিল। রাত্রি তৃতীয়প্রহরকালে গার্ডেনপার্টি শেষ হইল। বন্ধুগণ একে একে প্রস্থান করিল। বারাঙ্গনার দল আলু থালু বেশে স্ব স্ব আশ্রয়াভিমুখে ধাবিত হইল। হরেন্দ্র নেশায় টলিতে টলিতে মালতীনগরের রাজবাটীতে প্রবেশ করিয়া স্বীয় শয়নকক্ষে উপস্থিত হইল। তথায় চতুর্দ্দশ-বর্ষীয়া বালিকা ভার্য্যা হেমপ্রভা, তখন ঘোর নিদ্রাভিভূতা। সুতরাং সে স্বামীর আগমন কিছুই জানিতে পারিল না। তখন পাষণ্ড তাহাকে তদ্রূপ নিদ্রামগ্ন দর্শনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কোনরূপ বাক্য-ব্যয় ব্যতিরেকে সজোরে পদাঘাত পূর্ব্বক পালঙ্ক হইতে নিম্নে নিক্ষেপ করিল। বালিকা নিম্নে পতিতা হইয়া দারুণ আহতা হইল। তাহার কপাল ফাটিয়া দরদর ধারায় রুধিরধারা পতিত হইতে লাগিল। সে তখন ভয়ে, বেদনায়, ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিল। নরাধম তদ্দৃষ্টে উচ্চ হাস্য সহকারে জড়িত-কণ্ঠে বলিতে লাগিল "কি, প্রাণেশ্বরি! এমন সুখে নিদ্রা যাচ্ছিলে, আর তার পর অমনি এক দম্ রোদন ধ্বনি! বলি প্রাণ! এত বেসুরা গাইলে চ'লবে কেন? প্রাণটা যে একেবারে বেতর, বেখাপ্পা ক'রে দিলে চাঁদ! দেখ, তোমার শ্যামচাঁদ গৃহে এসেছে এখন একবার রোদন পরিত্যাগ ক'রে ও সুধামুখে মধুর হাসির ফোয়ারা ছুটাও। নইলে পুনঃ পদাঘাতে তোমার পৃষ্ঠদেশ দোলায়মান হবার সম্ভাবনা যে বড় বেশী প্রাণ!

হেমপ্রভা বালিকা হইলেও স্বামীর মেজাজ বুঝিত। সে হরেন্দ্রর বাক্য শ্রবণ করিয়া ভয়ে ভয়ে রোদন সম্বরণ করিল এবং ভূমিতল

হইতে ধীরে ধীরে উত্থিত হইয়া উপবেশন পূর্ব্বক স্বীয় বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা ক্ষত স্থানের রুধির মুছিতে লাগিল। নরাধম হরেন্দ্র সে দিকে কোন লক্ষ্য না করিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল "প্রাণেশ্বরি! একটা কথা শুনেছ, আজ বড় আনন্দের দিন,—একটু ফূর্ত্তি কর সখি! আজ আমার প্রাণের বন্ধু প্রমোদের বে' ঠিক হ'ল। ভারি মজা হবে! খুব্ মদ খাব, তোমাকেও খাওয়াব—দেখ্‌বে—মদে কত মজা! বন্ধুর বে'—বাঃ, বাঃ, কি মজা! কি ফূর্ত্তি! বলি, কথাটা শুনে সুখী হ'লে তো প্রাণ!

হেমপ্রভা ভয়ে ভয়ে আত্ম-সংবরণ করিয়া স্বামীর প্রশ্নের উত্তর দিল। সে ধীরে ধীরে বলিল "তা' হলুম বই কি। প্রমোদবাবুর বিয়ে কোথায় স্থির হ'ল?

হরেন্দ্র। হা—হা! এই তো কথা ফু'টেছে! এই তো চাই প্রাণ! নইলে কি আমোদ হয়? কোথায় স্থির হ'লো, তা'ই জিজ্ঞেসা ক'র্চ্ছ? এই তোমাদেরই বাড়ী; কুসুম—তোমার প্রাণের সই কুসুমের সঙ্গে; বু'ঝ্‌লে?

হেমপ্রভা আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া বলিল—"কুসুমের সঙ্গে! কুসুমের বিয়ে তো অরুণবাবুর সঙ্গে স্থির হ'য়ে আছে।

হরেন্দ্র। চোপ্ রও হারামজাদি! আমার ওপরে কথা! অরুণ পাজীটার নাম আমার সাম্‌নে ক'র না। আমার বোনের সঙ্গে—রাজকুমারীর সঙ্গে একটা ভিখারীর বিয়ে!

হেমপ্রভা। কুসুমের বাবাই তো সে সম্বন্ধ স্থির ক'রে রেখে গিয়েছেন।

হরেন্দ্র। কি, ফের আমার ওপর কথা! তবে রে হারামজাদি—

এই বলিয়া হরেন্দ্র যেমন হেমপ্রভার দিকে অগ্রসর হইতে যাইবে

অমনি অতিরিক্ত নেশার ঝোকে পদস্খলিত হইয়া গৃহতলে পতিত হইয়া গোঁ গোঁ শব্দ করিতে লাগিল। তখন সাধ্বী রমণী সসব্যস্তে স্বামীর মস্তক ক্রোড়ে উত্তোলন করিয়া, পরম যত্নে সুশ্রূষা করিতে লাগিল।

হিন্দু নারি! তোমরা মানবী না দেবী!

এই হেমপ্রভার সঙ্গে কুসুমের ভারি ভাব। রণেন্দ্রনাথের মৃত্যুর দুই মাস পরে হেম প্রভার বিবাহ হইয়াছে, তদবধি দুই জনে প্রায় এক সঙ্গে বাস ও একত্র পান, ভোজন ও ক্রীড়া, কৌতুক করিয়া উভয়ে উভয়ের প্রাণে যেন মিশিয়া গিয়াছে। কিন্তু হেমপ্রভার একান্ত ইচ্ছা সত্বেও সে কুসুমের সহিত সময়ে সময়ে ভালরূপ মিশিতে পারে না। কেননা তাহার রায়-বাঘিনী শ্বশ্রুমাতা কুসুমের সহিত সর্ব্বদা বেশী মেশামিশি বড় ভাল বাসেন না। যাহা হউক যে রজনীতে হেম-প্রভা স্বামীর মুখে প্রমোদকুমারের সঙ্গে কুসুমের বিবাহবার্ত্তা শ্রবণ করিল, তৎপর দিবস প্রভাতে, সে কুসুমের সন্নিধানে গমন করিয়া, যাহা যাহা শ্রবণ করিয়াছিল তৎসমুদয়ই তাহার নিকট বর্ণনা করিল। শুনিয়া কুসুম প্রথমতঃ সে কথা বিশ্বাস করিল না। সে ভাবিল বুঝি হেমপ্রভা তাহার সহিত রহস্য করিতেছে। কিন্তু যখন সে নিশ্চিত বুঝিল যে হেমপ্রভা বর্ণিত ঘটনা সত্য, তখন সে বড় ব্যাকুল হইল। কিয়ৎকাল, কি করিবে, তাহা স্থির করিতে পারিল না। অবশেষে উভয়ে পরামর্শ পূর্ব্বক স্থির করিল যে কুসুম তাহার মাতার নিকট সমুদয় ঘটনা খুলিয়া বলিবে। তখন প্রতিকার যাহা করিতে হয় তিনিই করিবেন। এইরূপ স্থির করিয়া সে লজ্জা পরিত্যাগপূর্ব্বক মাতার নিকট সমুদয় বলিল। কুসুম চিরকালই মুখরা! যাহা হউক সব কথা বলা শেষ হইলে সে অবশেষে মাতাকে বিশেষ ভাবে

সাবধান করিয়া দিল যে, হেমপ্রভার নাম যেন কোন প্রকারে প্রকাশ না হয়। কেননা তাহা হইলে তাহার লাঞ্ছনার অবধি রহিবে না।

জ্যোতির্ম্ময়ী সমুদয় শুনিয়া ভ্রাতাকে অন্তঃপুরে আহ্বান করিলেন। রমেন্দ্র তথায় উপনীত হইলেন। তখন জ্যোতিম্ময়ী তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "দাদা, একটা কথা শুন্‌তে পাচ্ছি এই, তুমি নাকি কুসুমের বিয়ে অরুণের সঙ্গে না দিয়ে, অরুণাচলের জমীদার—পুত্র, প্রমোদকুমারের সঙ্গে স্থির ক'রেছ, এ কথা কি সত্য ?"

রমেন্দ্র ধীরভাবে বলিলেন "এমন কথা তোমায় কে ব'ল্লে ?"

জ্যোতির্ম্ময়ী। এমনই জনরব। তবে কি এ কথা সত্য নয় ?

রমেন্দ্র এবার হঠাৎ কোন উত্তর না দিয়া কিয়ৎকাল চিন্তা করিলেন। তিনি প্রথমতঃ ভাবিয়াছিলেন যে ঘটনাটা সম্পূর্ণ অপ্রকাশই রাখিবেন এবং সে জন্য জ্যোতির্ম্ময়ীর কথাটা একেবারে উড়াইয়া দিবেন। কিন্তু আবার পরক্ষণেই ভাবিলেন "প্রকাশই করি না কেন ? দু' দিন আগে হ'ক্, পরে হ'ক্, প্রকাশ তো ক'র্ত্তেই হবে। তা' যখন জ্যোতিম্ময়ী জা'ন্তে পেরেছে ও সেই প্রথমে কথাটা উত্থাপন করেছে তখন আমার প্রকাশ ক'র্ত্তে আর বাধা কি ; বরং এই আমার প্রকাশ কর্‌বার উপযুক্ত সময়। সুতরাং আর চেপে রাখ্‌বার প্রয়োজন নাই।"

রমেন্দ্র মনে মনে এইরূপ আন্দোলন করিতে লাগিলেন।

এ দিকে জ্যোতিম্ময়ী তাঁহাকে তথাবিধ নির্ব্বাক দেখিয়া উৎকণ্ঠিত ভাবে পুনরপি বলিলেন "দাদা, তুমি চুপ ক'রে রইলে যে ? বল—এ কথা সত্য নয়, আমরা যা' শুনেছি তা' মিথ্যা !"

জ্যোতির্ম্ময়ী এই কথা কয়টী বলিয়া ভ্রাতার মুখ-প্রতি সতৃষ্ণ নয়নে দৃষ্টিপাত করিলেন।

তখন রমেন্দ্র গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন "না জ্যোতির্ম্ময়ি! মিথ্যা নয়। তোমরা যা' শুনেছ, তা' সত্য।"

রমেন্দ্রর উত্তর শুনিয়া জ্যোতির্ম্ময়ী নির্ব্বাক্ হইলেন। কিয়ৎকাল তিনি কোন বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে পারিলেন না। অবশেষে সবিশেষ চিন্তার পর বিস্মিত ও উদাস ভাবে ভ্রাতার মুখপ্রতি চাহিয়া বিহ্বলচিত্তে বলিলেন, "তা'ও কি হয় দাদা! অরুণ ভিন্ন আর কা'রও সঙ্গে কুসুমের বে' কি কখনও সম্ভব?

রমেন্দ্র। অসম্ভবই বা কি? যে মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বর ক'ণের বিবাহ না হয়, ততক্ষণ কেউ ব'ল্‌তে পারে না যে, কে কার বর, কে কার ক'ণে। অরুণের সঙ্গে কুসুমের বিয়ের কথা হ'য়েছিল, তা' কোন কারণে হ'ল না, বিবাহ ভেঙ্গে গেল—সুতরাং অন্য বর তো দেখ্‌তেই হ'তো; তাই প্রমোদের সঙ্গে বিয়ে স্থির করেছি; এতে আর অন্যায় কি হ'য়েছে এবং অসম্ভবের কথাই বা কি আছে? প্রমোদ চমৎকার ছেলে; বরের মত বর। দেখ্‌তেও যেমন কার্ত্তিকটী, স্বভাবও তেমনি সৎ ও অমায়িক।

জ্যোতির্ম্ময়ী। আর মাতালেরও তেমনি চূড়ান্ত। তা' যাক্',—প্রমোদ খুব ভাল বর, সে উত্তম কথা। তবে তা'র ভাল মন্দ তা'তেই থাক্; আমাদের তা' দেখ্‌বার কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু দাদা, আমি বল্‌ছি,—কুসুমের বিয়ে অরুণের সঙ্গেই হবে।

রমেন্দ্র। তা' কি হয় জ্যোতির্ম্ময়ি! আমি যে সমস্ত ঠিক ক'রে ফেলেছি। বিবাহের দিন পর্য্যন্ত স্থির হ'য়েছে। প্রমোদের পিতা প্রমথবাবু, পুত্রের বিবাহের সমস্ত আয়োজন ক'র্চ্ছেন। এ অবস্থায় তাঁ'কে কি ক'রে ব'ল্‌ব যে "আপনি অন্য চেষ্টা দেখুন, এ বিবাহ হবে না।" না, তা' পারব না, তা' হবে না। কুসুমের বে' প্রমোদের সঙ্গেই হবে,

জ্যোতির্ম্ময়ী। দাদা! স্বর্গীয় রাজার মৃত্যুকালে, তাঁর কাছে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলে, তা' কি স্মরণ হয়?

রমেন্দ্র। হয়। কিন্তু হ'লে কি হবে! আমি তো' আর ভীষ্মদেব নই যে, জীবনে যে কথাটী ব'ল্‌ব ঠিক সেইটীই ক'র্ত্তে হবে।

জ্যোতির্ম্ময়ী। দাদা! তুমি কি বল্‌ছ? তুমি এত বড় পাষণ্ড! ভেবে দেখ দেখি তুমি কি ছিলে, কি হ'য়েছ? আর কার অনুগ্রহে তুমি এ পদ লাভ ক'রেছ! মুখে অন্ন জুট্‌তো না, এখন রাজ সম্মানে, রাজভোগ গ্রহণ ক'র্চ্ছ। এতেও তোমার তৃপ্তি হয় নি? কুসুমের সম্পত্তি নিয়ে যা' ইচ্ছে তা'ই কর্চ্ছ, তা'তে আমি কোন কথা বলিনি। বরং বৃদ্ধ দেওয়ান, যাঁর হাতে রাজা মৃত্যুকালে আমাদিগকে স'পে দিয়ে গিয়েছিলেন, তোমার বিরুদ্ধে সত্য কথা ব'লেছিল ব'লে, তাকে আমি অপমানিত ক'রে, তাড়িয়ে দিয়েছি। এতেও তোমার সাধ মেটে নি? এত প্রভুত্ব, এত ঐশ্বর্য্য পেয়েও, তোমার আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয় নি? কি আশ্চর্য্য, এখন আবার আমার স্বামীর পরলোকগত আত্মার অপমান ক'র্ত্তে ইচ্ছা কর্চ্ছ; আমার সর্ব্বনাশ সাধনে উদ্যত হ'য়েছ; কুসুমকে চিরকাল কাঁদাতে ব'সেছ; আর অরুণকে চির দিনই পথের কাঙ্গাল ক'রে রাখ্‌তে চেষ্টা কর্চ্ছ? এ তোমার কি দুর্ব্ব্যহার দাদা! তুমি না আমার এক মায়ের পেটে বড় ভাই! তবে আমার চ'ক্ষে জল দেখ্‌লে কি, তোমার প্রাণে এত টুকু কষ্টও হবে না? দাদা, আমি তোমায় মিনতি ক'রে বল্‌ছি, তুমি এ সঙ্কল্প ত্যাগ কর; প্রমোদের সঙ্গে কুসুমের বিয়ে ভেঙ্গে দাও; অরুণের হাতে কুসুমকে সমর্পণ কর। অরুণ ভিন্ন, কুসুমের অন্য বর, বিধাতা সৃষ্টি করেন নাই। দাদা, মনে রে'খ, ওপরে ভগবান আছেন।

রমেন্দ্র। (অত্যন্ত বিরক্তির সহিত) ছি, জ্যোতি! ছেলেমানুষের

মত কেবল মিছামিছি কতকগুলি ব'কনা। তোমরা স্ত্রীলোক সুতরাং ভাল মন্দ তোমরা কি বুঝ্‌বে। বিশেষতঃ সংসারে কিসে যে মান সম্মান বাড়ে, আর কিসে হ্রাস হয়, তা' বু'ঝ্‌বার ক্ষমতা তোমাদের কিছুই নাই। দেখ, একটা ভিখারী বালকের সঙ্গে কুসুমের বে' আমি কিছুতেই দিতে পার্ব্ব না। এ'তে তুমি খুসীই হও, আর অসন্তুষ্টই হও। তুমি একটু স্থির হ'য়ে চিন্তা ক'রে দেখ, আমি যা' ব'ল্‌ছি বা যা' কর্চ্ছি, সে কেবল তোমাদেরই মঙ্গলের জন্য। নতুবা আমার স্বার্থ এ'তে কিছুই নাই। যা' হ'ক্‌ শেষ কথাটী এই নিশ্চিত জেনে রে'খ যে, কুসুমের বে' প্রমোদের সঙ্গেই হবে।

এই বলিয়া জ্যোতির্ম্ময়ীকে আর কোন কথা বলিবার অবকাশ প্রদান না করিয়াই রমেন্দ্র দ্রুতপদে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

রমেন্দ্র চলিয়া গেলে জ্যোতির্ম্ময়ী তথায় কিয়ৎকাল স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলেন। অবশেষে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক মৃদুমন্দগতিতে নিজ শয়ন—কক্ষাভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

জ্যোতির্ম্ময়ীর নিকট হইতে চলিয়া আসিয়া রমেন্দ্র সর্ব্বপ্রথমে প্রমোদের সহিত কুসুমের বিবাহে যাহাতে কোনরূপ গোলযোগ না হইতে পারে, তৎপ্রতিবিধানার্থ যে যে উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক তাহা করিলেন। তিনি তাঁহার সমুদয় বিপক্ষীয় লোকের সহিত জ্যোতির্ম্ময়ীর সাক্ষাতের পথ অবরুদ্ধ করিলেন। বৃদ্ধ দেওয়ান, অরুণ এবং তাঁহাদের সংস্পৃষ্ট যে কেহ আছে, তাহারা যাহাতে রাজবাটীতে প্রবেশ করিতে না পারে, তদাদেশ প্রচার করিলেন। বলা বাহুল্য তাঁহার সমস্ত আদেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হইতে লাগিল, এবং কুসুম ও জ্যোতির্ম্ময়ী প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের নিজগৃহে বন্দিনীর ন্যায় বাস করিতে লাগিলেন।

শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিয়া জ্যোতির্ম্ময়ী শয্যায় শয়ন করতঃ নিমীলিত নেত্রে এক্ষণে কি উপায় অবলম্বন করিবেন তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভ্রাতার এবম্বিধ দুর্ব্ব্যবহারে তাঁহার হৃদয় ক্রোধে, ঘৃণায় দগ্ধ হইতে লাগিল। কিন্তু এক্ষণে তাঁহার স্বীয় ক্ষমতা কিছুই নাই, সুতরাং মণিহানা ফণিনীর ন্যায় নিজ ক্রোধে নিজেই বিদগ্ধ হইতে লাগিলেন। যাহা হউক অবশেষে স্থির করিলেন যে দেওয়ানকে ডাকিয়া এ বিষয়ে পরামর্শ পূর্ব্বক যাহা কর্ত্তব্য তাহাই করিবেন। এই রূপ স্থির করিয়া তিনি দেওয়ানকে ডাকাইলেন। কিন্তু রাজান্তঃপুরে দেওয়ানের প্রবেশ পূর্ব্বেই নিষিদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং দেওয়ান আসিতে পারিলেন না। দেওয়ান আসিলেন না দেখিয়া, তিনি অরুণকে শীঘ্র মালতী-নগর উপস্থিত হইতে কলিকাতায় পত্র প্রেরণ করিলেন। কিন্তু, বলা বাহুল্য, অরুণ সে পত্র পাইলেন না। কেননা সে পত্র মালতীনগরের ডাক ঘরেও পঁহুছিতে পারিল না। যাহা হউক এইরূপে জ্যোতির্ম্ময়ী যাহাদিগকে আপনার মনে করিয়া, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সংবাদ প্রেরণ করিলেন, তাহারা কেহই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল না। তখন জ্যোতির্ম্ময়ী উত্তমরূপে বুঝিতে পারিলেন যে দেওয়ানের বাক্য শ্রবণ না করিয়া তিনি কি সর্ব্বনাশই করিয়াছেন। তখন বুঝিলেন যে নির্দ্দোষে বৃদ্ধকে বিতাড়িত করিয়া, কি প্রকারে আপনার পায়ে আপনি কুঠারাঘাত করিয়াছেন এবং কেমন করিয়া রমেন্দ্রর কঠিন কৌশল শৃঙ্খলে স্বেচ্ছায় আপনাকে ও প্রাণাধিকা কুসুমকে জড়িত করিয়াছেন। কিন্তু এক্ষণে এ সব অনুশোচনা কেবল বৃথা বিড়ম্বনা মাত্র। কেন না যে ভুল তিনি করিয়াছেন, যে পাশাটী একবার তাঁহার হস্তচ্যুত হইয়াছে, সে ভুল আর সংশোধন হইবার নহে,

সে পাশাটী আর ফিরিয়া পাইবার নহে। এইরূপ বুঝিয়া জ্যোতির্ম্ময়ী হতাশ হইলেন, বিভ্রান্ত হইলেন, কুসুম ও তাহার বিবাহ কথা স্মরণ করিয়া মনে মনে বিষম প্রমাদ গণিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

"মালতী।"

কুসুম সমস্ত দেখিল, শুনিল, বুঝিল। বুঝিয়া সে হতাশ হইল, স্তম্ভিত হইল, নির্ব্বাক্ হইল। তাহার বালিকা—সুলভ চপলতা অন্তর্হিত হইল, ক্রীড়া কৌতুক ফুরাইল, স্নানাহার বন্ধ হইল। সে কেবল উদাস প্রাণে, আকাশের পানে চাহিয়া ভগবানকে ডাকিতে লাগিল, আর মনে মনে সহস্রবার তাঁহার নিকট তাহার মৃত্যু-প্রার্থনা করিতে লাগিল। অরুণের কথা যতই তাহার মনে উদয় হইতে লাগিল, ততই তাহার প্রাণ ফাটিয়া যাইতে লাগিল। বালিকা বাণ-বিদ্ধা হরিণীর ন্যায় নিরন্তর কেবল ছট ফট করিতে লাগিল।

সে একবার ভাবিল যে, সে পলায়ন করিবে। কিন্তু পরক্ষণেই তাহার সে সঙ্কল্প বিনষ্ট হইল। কেননা সে বুঝিল যে পলায়ন করিয়া কোথায় যাইবে? সে তো কোন স্থানই জানে না। আবার ভাবিল

বিষ-পানে অথবা উদ্বন্ধনে প্রাণ ত্যাগ করিবে। কিন্তু তাহাই বা কি প্রকারে করিবে? বিষ সে কোথায় পাইবে? অথবা উদ্বন্ধনে কেমন করিয়া প্রাণত্যাগ করিতে হয়, তাহাও তো সে অবগত নহে। বিশেষতঃ সে আর একটীবার অরুণকে না দেখিয়া মরিতে প্রস্তুত নহে। এ দিকে বিবাহের দিনও ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। তখন সে কি করিবে, তাহা কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, জালবদ্ধা কুরঙ্গিনীর ন্যায় মুক্তির কোন উপায় না দেখিয়া, কেবল আপন মর্ম্মে মর্ম্মে দারুণ যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিল।

আজ হইতে বিবাহের আর কেবল মাত্র চারি দিন বিলম্ব আছে। কুসুম এখনও কি উপায় অবলম্বন করিবে তাহা স্থির করিতে পারে নাই। অবশেষে সে অনেক ভাবিয়া, অনেক চিন্তিয়া স্থির করিল "অদৃষ্টে যাহা আছে ঘটুক। একবার অরুণকে একখানা পত্র লিখিয়া দেখি।" সে ভাবিল যদি অরুণ আসিয়া এ বিপদে তাহাকে উদ্ধার করিতে পারেন! বালিকা এই লুব্ধ আশায় অরুণকে চিঠি লিখিতে বসিল। সে লিখিল—

অরুণ!

আজ আমি জীবনের প্রথমে তোমাকে এই পত্র লিখিতে বসিলাম এবং সম্ভবতঃ ইহাই বুঝিবা আমার শেষ পত্র জানিও। তুমি বোধ হয় এখনও জাননা যে, তোমার আমার জীবনে বিগত দুই তিন দিবস মধ্যে, কি ভীষণ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে। মাতুল মহাশয় আমার স্বর্গীয় পিতৃদেবের নিকট তাঁহার মৃত্যুকালে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা বিস্মৃত হইয়াছেন। আমার বিবাহ অরুণাচলের প্রমোদকুমার রায়ের সহিত স্থির হইয়াছে। আজ হইতে পঞ্চম দিবস রজনীতে সে বিবাহ শেষ হইবে। অরুণ! বহুদিন পূর্ব্বে, সে আজ দুই বৎসরের

কথা, আমি তোমায় একদিন বলিয়াছিলাম "এ সংসারে আমাদের দেহের সম্বন্ধ হ'ক্ বা না হ'ক্, কিন্তু আমি তোমারই।" এখন সে কথা স্বার্থক হইতে চলিল। তোমাতে আমাতে এ জীবনে আর দেহের সম্বন্ধ হইবে না। বুঝি ইহাই বিধাতার অভিপ্রায়, নতুবা অসময়ে পিতৃহীনা হইব কেন? যা' হ'ক্ যদি বিবাহের দিন সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে তোমার সহিত আমার দেখা না হয়, তবে জানিও তোমায় আমায় এ পৃথিবীতে আর সাক্ষাৎ হইবে না। মৃত্যুর পূর্ব্বে তোমাকে একবার দেখিবার বড় সাধ রহিল। কেননা দেখিয়া মরিতে পারিলে সে মৃত্যুকেও আমি অমৃত বলিয়া মনে করিব। যদি দেখা না হয়, তবে আমার শত এবং শেষ অনুরোধ, তোমার দুই বিন্দু পবিত্র অশ্রু, আমার চিতা ভস্মে মিশাইও। সে অশ্রু স্পর্শে আমার আত্মা অমর-শান্তিলাভ করিবে। ইতি—

তোমার স্নেহের,

কুসুম।

সহস্র অশ্রুবিন্দুতে অভিষিক্ত পত্রখানি সমাধা করিয়া কুসুম হেমপ্রভার গৃহে উপনীত হইল। হেমপ্রভার পিতৃগৃহ হইতে তাহার সহিত মালতী নাম্নী একজন বিশ্বস্তা পরিচারিকা আসিয়াছিল। হেমপ্রভা ও কুসুম উভয়ে যুক্তি করিয়া সেই পরিচারিকা দ্বারা পত্র খানি সাবধানে ডাকগৃহে প্রেরণ করিল। কুসুমের পরিচারিকা দ্বারা পাঠাইলে, পাছে তাহা কোন ক্রমে রমেন্দ্রের গুপ্ত চরদের কাহারও হস্তে পতিত হয় এবং সেই সম্ভাবনাই অত্যন্ত অধিক, এই ভয়ে, উভয়ে পূর্ব্বোক্তরূপ সাবধানতা অবলম্বনপূর্ব্বক মালতীকেই উপযুক্ত পাত্রী মনে করিয়া, তদ্দ্বারা পত্র খানি প্রেরণ করিল। মালতী সে খানি বস্ত্রাঞ্চলে সুন্দর রূপে আবরণ করিয়া ধীর—পাদ-বিক্ষেপে ডাকগৃহাভিমুখে রওনা হইল।

কথায় আছে "যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধ্যা হয়।" এ পৃথিবীতে কত সহস্র ঘটনা যে এ প্রবাদ-বাক্যের স্বার্থকতা সম্পাদন করে, তাহার সংখ্যা নাই। মালতী পত্র লইয়া অন্তঃপুর—উদ্যানপথ অতিক্রমপূর্ব্বক সবে মাত্র রাজপথে পতিত হইয়াছে, এমন সময়ে দেখিল তাহার সম্মুখে হরেন্দ্র। হরেন্দ্রকে দেখিয়া সে একটু জড়সড় হইয়া, রাস্তার এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইল। হরেন্দ্র তাহা লক্ষ্য করিয়া দ্রুত-পদ-বিক্ষেপে তাহার নিকটস্থ হইয়া সহাস্যে বলিল "কে গা মালতী-ফুল! বলি "মালতি, মালতি, মালতি ফুল! মজালে, মজালে মজালে কুল!" কোথায় যাচ্ছ মালতি!

মালতী কোন কথা কহিল না। কেবল একটু মৃদু হাসিয়া তেমনি জড়সড় ভাবেই দাঁড়াইয়া রহিল।

তখন হরেন্দ্র পুনরায় বলিল "মালতি! কথা কচ্ছ না যে? কোথায় যাচ্ছ?

এবার মালতী উত্তর করিল। সে বলিল "ডাকঘরে।"

হরেন্দ্র। কেন, পোষ্টাফিসে কি জন্য? যদি পোষ্ট কার্ড কিম্বা টিকিটের কোন আবশ্যক থাকে, তবে আমার সঙ্গে এস, আমি দিচ্ছি।

মালতী। আজ্ঞে না। একখানা চিঠি ডাকে দিতে হবে।

হরেন্দ্র। আচ্ছা, সে হবে এখন। তোমার সঙ্গে দুটী কথা আছে মালতি! চল আমরা এই উদ্যানে একটু বসি।

মালতী বিংশতি-বর্ষীয়া যুবতী। সে বাল-বিধবা। তাহার বয়স যখন সপ্তম বর্ষ, তখন সে বিবাহিতা হয় এবং বিবাহের কতিপয় দিবস পরেই তাহার স্বামী বিয়োগ হয়। সেই এক বিবাহের রজনীতে বাসর ঘরের ধূলা খেলা ভিন্ন, সে আর কখনও স্বামী—গৃহে পদার্পন করে নাই, সুতরাং এক্ষণে তাহার স্বামীর কথা কিছু মাত্রও স্মরণ নাই।

মালতীর জন্ম এক দরিদ্র কায়স্থ-গৃহে। হেমপ্রভার পিত্রালয় যে গ্রামে, মালতীর পিতাও সেই গ্রামেই বাস করিত। এবং সে হেম-প্রভার পিতার বিশেষ আশ্রিত ছিল। মালতী বিধবা হইবার অল্পদিন পরেই সে পিতৃ-মাতৃ-হীনা হয় এবং তখন সম্পূর্ণ নিরাশ্রয়া হইয়া পরে। অতঃপর আর কোথাও আশ্রয় না পাইয়া অবশেষে হেমপ্রভার পিতৃ-ভবনে আশ্রয় লয় এবং তদবধি হেমপ্রভার পরিচর্য্যাকারিণী সখীরূপে তাহার সহিত অবস্থান করিতেছে।

মালতী দেখিতে শুনিতে সুন্দরী না হইলেও কুৎসিতা নহে। যৌবন—শ্রী তাহার সর্ব্বাঙ্গে ভাদ্র মাসের ভরা-গঙ্গার ন্যায়, এখনও চল চল করিতেছে। তাহার কুঞ্চিত কেশপাস নিতম্ব পর্য্যন্ত দুলিয়া পড়িয়াছে। তাহার আয়ত লোচনের কটাক্ষ হরিণীর ন্যায় সর্ব্বদাই চঞ্চল। ভ্রু-যুগল আকর্ণ-বিশ্রান্ত। দৈহিক গঠন সুগোল সুঠাম। বর্ণ-কাল, কিন্তু শ্রী—মণ্ডিত। মুখ খানি মাধূর্য্য মাখান।

হরেন্দ্র মালতীকে প্রথম দর্শনাবধিই প্রলুব্ধ হইয়াছে। কিন্তু সুযোগ অভাবে এত দিন কিছু বলিতে পারে নাই। অদ্য সুযোগ উপস্থিত। সুতরাং সে সুযোগ সে কিছুতেই পরিত্যাগ করিল না।

মালতী অদ্যাবধি তাহার চরিত্র অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। এখনও কোনরূপ শারীরিক পাপে সে লিপ্ত হয় নাই। কিন্তু পোড়া মন এখন তাহাকে বড়ই বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে। সে আর একাকিনী এ দুর্ব্বহ জীবন ও যৌবন—ভার বহন করিতে পারে না। সে ভাবে "যদি চির জীবন এমনই নিরবচ্ছিন্ন দুঃখে দুঃখেই চলিয়া গেল, যদি যৌবন-সঙ্গী কেহ না হইল, তবে না মরিয়া বাঁচিয়া রহিলাম কেন ? রমণীর জীবন, যৌবন, দেহ, মন সকলই তো পুরুষের জন্য। যদি এই জীবনব্যাপী, বিশেষতঃ এই ভরা-যৌবনে, সেই পুরুষ-রত্নেই বঞ্চিত রহিলাম তবে

আমার মস্তকে এই মুহূর্ত্তেই বজ্রাঘাত হয় না কেন? যদি রমণী হইয়া পুরুষের প্রেমই না বুঝিলাম, তবে এ ছার জীবন ধারণে ফল কি?" ফলতঃ মালতী আর তাহার যৌবন-তরী, কাণ্ডারী-হীন করিয়া রাখিতে সক্ষমা নহে। এমন সময়ে হরেন্দ্র তাহার নিকট কাণ্ডারীরূপে উপনীত হইল। অমনি অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়িল। আগুণ দাউ দাউ জ্বলিয়া উঠিল। সে আগুণে মালতী পুড়িয়া ভস্ম হইবে না কেন?

মালতী হরেন্দ্রর হাব ভাব ও বাক্য প্রণালীতে অনেক দিন পূর্ব্বেই তাহার মনোভাব বুঝিতে পারিয়াছিল এবং বুঝিয়া সে মনে মনে তাহাকে আত্ম-সমর্পণও করিয়াছে। কিন্তু কেবল সুযোগ অভাবে এবং রমণী—সুলভ লজ্জাশীলতা বশতঃ এখনও সে সংসারের চক্ষে পবিত্রা রহিয়াছে।

যাহা হউক আজ যখন হরেন্দ্র উদ্যান মধ্যে কিয়ৎকাল বসিবার নিমিত্ত তাহাকে আহ্বান করিল, তখন সে লালসা—বিজড়িত হর্ষ ও লজ্জায় স্পন্দিত-বক্ষে বিনা বাক্য ব্যয়ে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল এবং উদ্যান বাটীকার একটী সুসজ্জিত নিভৃত-কক্ষে তাহারা উভয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিল। ইহার পর তাহাদের মধ্যে যে সকল বাক্যালাপের অবতারণা হইল, তাহা বর্ণনা করিয়া আর পাঠক পাঠিকার পবিত্র মন কলুষিত করিতে ইচ্ছা করি না। এইরূপে বহুক্ষণ অতীত হইলে যখন হরেন্দ্র প্রকোষ্ঠ পরিত্যাগ করিয়া যাইবে, তখন সে জিজ্ঞাসা করিল "মালতি! তুমি না চিঠি দিতে ডাক ঘরে যাবে ব'লেছিলে? কই, দেখি, কার চিঠি? কোথায় যাচ্ছে?

মালতী। তা' জানি না কোথায় যাচ্ছে! দিদিমনির চিঠি। তিনি দিতে দিয়েছেন।

হরেন্দ্র। কে, হেম দিয়েছে? দেখি কার চিঠি? কোথায় যাচ্ছে?

মালতী মুচকি হাসিয়া বলিল "এ চিঠি আর কা'কেও দেখা'তে বারণ আছে। আপনি দেখেছেন এ কথা শুনলে দিদিমণি রাগ ক'রবে।

হরেন্দ্র। হেম রাগ ক'রবে ব'লছ? আচ্ছা, আমি তা'কে ব'লব না। মালতি! আজ হ'তে তুমি তো আমার। তুমি যা'তে কষ্ট পাবে এমন কাজ আমি কখনও ক'রব না। আর মালতি! এখন হ'তে তুমি আমাদের সংসারে স্বাধীনা। আজ থেকে তোমাকে আর কা'রও মুখাপেক্ষা ক'র্ত্তে হবে না। যা'তে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে থাকতে পার সে ব্যবস্থা আমি ক'রব এখন।

মালতী একটী মধুর কটাক্ষ করিয়া সহাস্যে বলিল "সে আপনার দয়া। আমি তো আপনারই।"

এই বলিয়া মালতী অঞ্চলাভ্যন্তরস্থ পত্রখানি হরেন্দ্রের হস্তে প্রদান করিল। হরেন্দ্র তাহা অতি ব্যগ্রভাবে পাঠ করিয়া স্বীয় বস্ত্রাভ্যন্তরে রক্ষা করিল। তদ্দৃষ্টে মালতী বলিল "পত্র তো পড়া হ'ল। এখন ওখানা আমায় দাও। আমি ডাকে দিয়া আসি।"

হরেন্দ্র। না আমার কাছেই থা'ক্। আমিই ডাকে দেব। তুমি এখন অন্তঃপুরে যাও। হেমকে ব'ল যে তুমি পত্র ডাকে দিয়েছ।

মালতী। তা' তোমার যা' ইচ্ছা তা'ই কর। কিন্তু দে'খ যেন শেষটায় আমায় জব্দ হ'তে না হয়। সাবধান—আমার দিব্বি, এ কথা যেন দিদিমণিকে ব'ল না।

হরেন্দ্র। না ব'লব না। তুমি যাও, আমি আসি এখন।

এই বলিয়া হরেন্দ্র দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল।

তখন মালতী উদ্যানবাটী পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল এবং হেমপ্রভার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল যে সে স্বয়ং নিজ হস্তে পত্রখানি ডাকে দিয়ে এসেছে।

দশম পরিচ্ছেদ।

"পত্র-প্রাপ্তে।"

বিবাহের আর কেবল মাত্র দুই দিবস বাকী আছে। এখনও অরুণ আসিল না। কুসুম অরুণের আগমন সম্বন্ধে হতাশ হইল। সে মনে মনে স্থির বুঝিল যে অরুণ আর আসিবেন না। তখন সে কি প্রকারে আত্মরক্ষা করিবে তাহাই চিন্তা করিতে লাগিল। সহস্র উপায় তাহার মনোমধ্যে উদিত হইল, কিন্তু কোনটীই তাহার নিকট প্রকৃষ্ট বলিয়া বোধ হইল, না। তখন সে নিরুপায় হইয়া হেমপ্রভার নিকট গমন করতঃ তাহার নিকট তাহার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিল। শুনিয়া হেমপ্রভা সিহরিল। ক্ষণকালের নিমিত্ত তাহার বাক্য-স্ফুরণ হইল না ও সে একটী কথাও কহিতে পারিল না। পরে কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া, কুসুমকে আপন বক্ষে টানিয়া লইয়া স্নেহ-বিজড়িত কণ্ঠে বলিল "বোন, এ সঙ্কল্প পরিত্যাগ কর। বিধাতার অভিপ্রায় পূর্ণ হ'তে দাও। অদৃষ্টের ফল যাহা আছে তাহাই ঘটুক, অম্লানবদনে

তাহা সহ্য কর। আত্মহত্যা মহা পাপ। শুনেছি আত্মঘাতীর নরকেও স্থান নাই। তুমি ও পাপ কথা আর মুখে এনোনা।” কুসুম শুনিল, শুনিয়া সে চুপ করিল—এ সম্বন্ধে আর কোন কথা কহিল না। সে বুঝিল যে হেমপ্রভার নিকট হইতে তাহার সঙ্কল্প সিদ্ধির কোন অনুকূল যুক্তি সে পাইবে না। তখন সে হেমপ্রভার নিকট অন্যপ্রসঙ্গে দুই চারিটী কথা কহিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল। হেমপ্রভা কুসুম সম্বন্ধে বড় সন্দিহান হইল। কুসুম চলিয়া গেলে সে একবার ভাবিল, কুসুমের মাতাকে সে একবার সমুদয় বলিবে; কিন্তু আবার কি ভাবিয়া তাহা না বলিয়া তাহার শ্বশ্রুমাতাকে কুসুমের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিল। সে শ্বশ্রুমাতাকে বলিল যে কুসুম বিষপান করিতে চেষ্টিতা। শুনিয়া তাহার শ্বশ্রুমাতা সে কথা অতি অবজ্ঞাভরে অবিশ্বাস করিলেন এবং কর্কশ স্বরে তাহাকে শাসন করিয়া বলিলেন “তোমার এসব কথায় থাক্‌বার কি প্রয়োজন? মুখে অমন সবাই বিষ খায়, কাজে করা বড় কঠিন। যা’ হ’ক্ সাবধান, তোমায় বিশেষ ভাবে সতর্ক ক’রে দিচ্ছি, তুমি ভবিষ্যতে এ সব ব্যাপারে আর কখনও থেকোনা। ওর যা’ ইচ্ছে তা’ই করুক্‌গে। তা’তে আমাদের কিছুই এসে যাবে না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তোমায় জড়িয়ে আর কেলেঙ্কারি কর্‌বার চেষ্টা কেন? বাবা, মেয়ে নয়তো যেন একখানা রায়-বাঘিনী। অতটুকু মেয়ে, এখনও দুধের গন্ধ মুখ থেকে যায় নি, কিন্তু তার আস্পর্দ্ধা দেখ দেখি? ও মেয়ের জা’ত যাবে। কুল-কলঙ্কিনী হবে। দেখ, ফের তোমায় সাবধান ক’রে দিচ্ছি, ওর সঙ্গে আর কখনও মিশো না। যদি জান্তে পাই এর পরেও আবার মিশেছ, তবে জেন, তোমার অদৃষ্টে বড় লাঞ্ছনা আছে।”

হেমপ্রভা শ্বশ্রুমাতার এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ ও তাঁহার ভীষণা-মূর্ত্তি

দেখিয়া ভয়ে জড়সড় হইল এবং কুসুমের সম্বন্ধে আর কোনও কথা কাহারও নিকট প্রকাশ না করিয়া নীরব রহিল।

মালতীর নিকট হইতে পত্র পাইয়া হরেন্দ্র দ্রুতপদে তখনই পিতৃ-সমীপে উপনীত হইয়া বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে পত্রখানি বাহির করিয়া পিতৃ-হস্তে প্রদান করিলেন। রমেন্দ্রনাথ তখন কোন কার্য্যে বিশেষ ব্যস্ত ছিলেন; সুতরাং তখন পত্র পাঠের অবকাশ পাইলেন না। পত্রে অরুণের নামাঙ্কিত শিরোণামা দেখিয়া সযত্নে আপনার নিকট রাখিয়া দিলেন। হরেন্দ্র চলিয়া গেলেন।

সেই দিন রাত্রিতেই রমেন্দ্র পত্রখানি পাঠ করিলেন। পড়িয়া প্রথমে তাঁহার অত্যন্ত ক্রোধ হইল। ভাবিলেন কুসুমকে পত্র প্রত্যর্পণ করিয়া তাহাকে শাসন করিবেন। কিন্তু আবার কি ভাবিয়া তাহা করিলেন না। তিনি শান্ত ভাবে পুনরায় পত্রখানি মনোযোগের সহিত পাঠ করিলেন। এবার তাঁহার মুখে অর্দ্ধস্ফুটিত হাসির রেখা বিকাশ পাইল! পত্র পাঠান্তে তিনি মনে মনে স্থির করিলেন "ভালই হইয়াছে। "কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা" এ রহস্য মন্দ নয়। অরুণ ছোড়া কিছুদিন যেমন জ্বালিয়েছে, এখন তেমনি "মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা," মন্দ কি? পত্র যথাস্থানে পাঠানই কর্ত্তব্য। কেননা তা' হ'লে ছোড়া তার ধৃষ্টতার উপযুক্ত প্রতিফল ভোগ ক'র্‌বে।" এইরূপ চিন্তা করিয়া রমেন্দ্র পত্রখানি ডাকে প্রেরণ করিলেন।

এ দিকে হেমপ্রভার নিকট যাহা শুনিয়াছিলেন, সেই দিন রজনী যোগে রমেন্দ্রর স্ত্রী চণ্ডীরাণী তাহা স্বামীর নিকট বর্ণনা করিলেন। শুনিয়া রমেন্দ্র কেবল একটু মৃদু হাসিলেন। আর কোন মন্তব্য প্রকাশ করিলেন না। কিন্তু সেই সময় একটী পৈশাচিক চিন্তা তাঁহার মনোমধ্যে উদয় হইল। তিনি ভাবিলেন "যদি নিরুপায়

আপনা হইতেই কার্য্য সমাধা হয়, তবে ক্ষতি কি? রণেন্দ্রর উইল অনুযায়ী জ্যোতির্ম্ময়ীর পূর্ব্বে কুসুমের মৃত্যু হইলে, জ্যোতির্ম্ময়ী সমুদয় সম্পত্তির অধিকারিণী হইবে। আর জ্যোতির্ম্ময়ী অধিকারিণী হইলে, সে সম্পত্তি তো আমারই হইল। তখন নির্ব্বিবাদে কিছুকাল সম্পত্তিটা ভোগ করা যাবে। ছুঁড়ি যদি আপনা হইতেই সে পথ পরিষ্কার করিয়া দেয়, তবে ক্ষতি কি?" রমেন্দ্রর পিশাচ-হৃদয় এইরূপ পাপ-চিন্তায় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। পর দিন প্রভাতে রমেন্দ্র কুসুমের কক্ষে উপনীত হইয়া তাহাকে বলিলেন, "কুসুম, আমি তোমায় খুঁজ্‌ছিলাম। দেখ এই কৌটাটী তুমি অতি সাবধানে তোমার নিকট রেখে দাও। আর কা'কেও দিওনা বা দেখিও না। আমার আবশ্যক মত আবার তোমার কাছ থেকেই আমি নিয়ে যাব। দে'খ খুব সাবধান। আর কেউ যেন কোনক্রমে এতে হাত দিতে না প্যারে। খুব সাবধান, এতে বিষ আছে।" কুসুম মুখে কোন কথা না বলিয়া কেবল ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিল। তখন রমেন্দ্র একটী ক্ষুদ্র কৌটা তাহার হস্তে সমর্পন করিয়া তথা হইতে দ্রুত প্রস্থান করিলেন। রমেন্দ্র চলিয়া গেলে কুসুম দেখিল সে কৌটাটী যথার্থই হলাহলে পূর্ণ। কৌটার উপরিভাগে লেখা আছে "বিষ।" দেখিয়া সে বড় সুখী হইল। কেননা সে কায়মনোবাক্যে এতদিন যাহা প্রার্থনা করিতেছিল আজ তাহা পাইয়াছে। সে একবার ভাবিল তখনই তাহা পান করিয়া তাহার সকল যন্ত্রণার অবসান করে। কিন্তু আবার কি ভাবিয়া তাহা করিল না। কৌটাটী অতি যত্ন সহকারে আপনার পেটারায় আবদ্ধ করিয়া রাখিয়া দিল।

হায় ভালবাসা, তুমি একবার যার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছ, সে কি চিরবাঞ্ছিতকে ফেলিয়া রাখিয়া সহসা মরিতে পারে!

বিবাহের পূর্ব্ব দিবস অরুণ কুসুমের পত্র পাইলেন। পত্র পাঠ করিয়া তাঁহার মস্তকে বজ্রাঘাত হইল। তিনি চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিলেন। তাঁহার মনে হইল, পৃথিবী যেন তাঁহার পদতল হইতে সরিয়া যাইতেছে। চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র সকলই বুঝি তাহাদের কক্ষ-চ্যুত হইয়া দূরে অনন্তে নিক্ষিপ্ত হইতেছে ও জল, স্থল, মরুৎ আকাশ সব স্তব্ধ ভাব ধারণ করিয়াছে। অরুণ একাকী সেই বিশাল স্তব্ধতার মধ্যে কেবল আপনার অস্তিত্ব লইয়া হতাশ-বিহ্বল-হৃদয়ে প্রস্তর-মূর্ত্তিবৎ দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। আর তাঁহার চতুর্দ্দিকে কেবলই শূন্য নীরবতা, ভীষণ নিস্তব্ধতা, ভয়াবহ নির্জ্জীবতা! পত্র পাঠান্তে অরুণ এইরূপ আত্মহারা হইয়া কিয়ৎকাল সেই অস্তিত্ব-বিহীন জগতে বাস করিলেন। পরে ধীরে ধীরে কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া তখন কি উপায় অবলম্বন করিবেন তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। একবার ভাবিলেন সেই মুহূর্ত্তেই মালতীনগরে যাইয়া কুসুমের সহিত দেখা করিবেন। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার সে সঙ্কল্প দরিদ্রের অপ্রাপণীয় মনোবাসনা সদৃশ উত্থানের সঙ্গে সঙ্গেই লয় হইল। অরুণ বুঝিলেন যে এখন মালতীনগর যাওয়া তাঁহার পক্ষে কেবল নিষ্ফল বিড়ম্বনা। কেননা তিনি তথায় যাইয়া কি দেখিবেন? দেখিবেন কুসুমের বিবাহের আমোদ প্রমোদে মালতীনগর সুখে ভাসিতেছে। কুসুমের ভাবী স্বামী বর-বেশে সুসজ্জিত হইয়া তথায় উপস্থিত হইয়াছেন। কুসুম আর ক্ষণকাল পরেই সেই সৌভাগ্যশালী পুরুষের করে অর্পিত হইবে। অরুণ আর ভাবিতে পারিলেন না। তাঁহার হৃদয় ফাটিয়া যাইতে লাগিল। হায়! তিনি কি এই দৃশ্য দেখিবার জন্য মালতীনগর যাইবেন? না, তাহা কখনই হইবে না। তিনি এ দৃশ্য কোন ক্রমেই

দেখিতে পারিবেন না। এ দৃশ্য দেখিবার পূর্ব্বে তাঁহার পক্ষে মৃত্যুও যে শতাংশে শ্রেয়ঃ।

যাহা হউক এইরূপ কঠিন মানসিক চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া অরুণ ক্রমে ক্রমে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। তিনি আর ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক নিচেষ্ট থাকিতে পারিলেন না। অবশেষে স্থির করিলেন আর বাঙ্গলা দেশে থাকিবেন না। পশ্চিমাঞ্চলে বেনারসে যাইয়া তাঁহার কোনও বন্ধুর নিকট অবস্থান করিবেন। এইরূপ স্থির করিয়া নীরবে কলিকাতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক হাওড়া ষ্টেসনে উপনীত হইলেন; এবং তথায় আসিয়া বেনারসের একখানি টিকেট ক্রয় করিয়া প্ল্যাট্ফর্ম্মে সজ্জিত গাড়ীতে দ্রুতপদে আরোহণ করিলেন। তাঁহার আরোহণের কিয়ৎকাল পরেই বাষ্পীয় শকট রাশি রাশি ধূম উদ্গীরণ করিতে করিতে হাওড়া ষ্টেশন পরিত্যাগ করিয়া চলিল। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে অরুণের উদাস প্রাণও কুসুমের কথা স্মরণ করিয়া বিষাদে হু হু শব্দে কাঁদিয়া উঠিল!

একাদশ পরিচ্ছেদ।

"বিষ-পানে।"

দেখিতে দেখিতে বিবাহের দিন সমাগত হইল। চতুর্দ্দিক হইতে আহূত, অনাহূত, ও অভ্যাগত প্রভৃতি সহস্র সহস্র লোক আসিয়া মালতীনগর পূর্ণ করিল। রাজবাটীর তোরণ-দ্বার এবং গৃহ, প্রাঙ্গণ সর্ব্বত্র বিবিধ পত্র, পুষ্প ও পতাকামালায় সুশোভিত হইল। বাদ্য-তরঙ্গে সমুদয় গ্রামখানি মুখরিত হইয়া উঠিল। এইরূপ অবিশ্রান্ত আমোদ আহ্লাদে মালতীনগর আনন্দময়ী মূর্ত্তি ধারণ করিল।

সে দিন পূর্ব্বাহ্নে পাড়ার মেয়েরা আসিয়া কুসুমকে ঘিরিয়া বসিল। সে তাহাদের সকলের মধ্যস্থলে উপবেশন করিল। সকলে তাহার গাত্রে হলুদ মাখাইল, সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল; তাহারা তাহাকে বহুমূল্য পট্ট-বস্ত্র পরিধান করাইল, সে বিনাবাক্যব্যয়ে তাহা পরিল। তার পর সুগন্ধি তৈলে তাহার কেশকলাপ মার্জ্জিত করিল, বি-

রত্নাভরণে তাহাকে দিব্য সাজাইল, তাহার সর্ব্বাঙ্গ চন্দন-চর্চ্চিত করিল, সে একটী কথাও কহিল না। এইরূপে সকল কার্য্য নীরবে সমাধা হইলে কুসুম ভিন্ন অন্যান্য সকলে নানাবিধ আমোদ, আহ্লাদে মত্ত হইল। কুসুম একপার্শ্বে আপন মনে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

অপরাহ্ণে সে একবার তাহার শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিল। সে সকলের অলক্ষিতে তাহার পেটারাটি উন্মোচন করিয়া পুনরায় তাহা বন্ধ করিল ও অবিলম্বে তাহার নির্দ্দিষ্ট শয্যায় আসিয়া পূর্ব্ববৎ উপবেশন করিল।

দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা অতীত হইল। পূর্ণিমার চাঁদ আকাশে ভাসিয়া উঠিল। জ্যোৎস্না মাখা ধরণী সুখে হাসিতে লাগিল। এই সময়ে মালতীনগর প্রমোদিত করিয়া মধুর রবে বিবাহের বাজনা বাজিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দ্দিক হইতে ধ্বনি উঠিল "ঐ বর আ'সছে।" অমনি যে যেদিকে পারিল বর দেখিতে ছুটিয়া চলিল। কুসুম কেবল একাকিনী শূন্য-গৃহে বসিয়া রহিল। তাহার যাতনা-কাতর, ব্যথিত, ক্ষুদ্র হৃদয়খানি সে বাদ্য ও সে ধ্বনি শ্রবণ করিয়া, বিষাদ-সিন্ধুতে ডুবিয়া গেল। আহা, বালিকা তখন বধ্য ভূমিতে সদ্য-ছিন্ন-ছাগ-শিশুর ন্যায় নীরবে ছট্‌ ফট্‌ করিতে লাগিল। যাহা হউক সে আর অধিকক্ষণ এ ভাবে শয্যা উপরি উপবিষ্ট থাকিতে পারিল না। সে কি ভাবিয়া ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিয়া ক্রমে খিড়কীর দরজায় আসিয়া উপনীত হইল। তথায় আসিয়া সে দেখিল, সে সময়ে সকলেই যে যাহার আমোদ আহ্লাদে ব্যস্ত, কেহ কাহারও প্রতি লক্ষ্য করিতেছে না। সে তখন এই সুযোগ বুঝিয়া খিড়কীর দরজা অতিক্রম পূর্ব্বক একেবারে অন্তঃপুর উদ্যানে প্রবেশ করিল। উদ্যানে প্রবেশ করিয়া সে একবার ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিল। দেখিল

তথায় কেবল শুভ্র-জ্যোৎস্না-রাশি, সমুদয় উদ্যানভূমি প্লাবিত করিয়া ধরণী বক্ষে শুভ্রাস্তরণের ন্যায় পড়িয়া আছে। এতদ্ব্যতীত উদ্যান মধ্যে আর কোথাও কিছু নাই। সমুদয় উদ্যানখানি জনহীন, নীরব। তখন সে আবার উদ্যানের দক্ষিণ-প্রান্তাভিমুখে সবেগে ছুটিয়া চলিল। এইরূপে দৌড়াইতে দৌড়াইতে সে অবশেষে একটী লতামণ্ডপের নিকট আসিয়া সহসা স্তম্ভিত হইয়া দণ্ডায়মান হইল। তথায় সে একবার সতৃষ্ণনয়নে সেই লতামণ্ডপ মধ্যে দৃষ্টিপাত করিল। সে যেন সেখানে কাহার অনুসন্ধানে আসিয়াছিল। অরুণ মাঝে মাঝে সেই লতামণ্ডপে যাইতেন। তাহাই সে ভাবিয়াছিল অরুণ যদি তথায় থাকেন! কিন্তু সে দেখিল যে, সে লতামণ্ডপ শূন্য। সেখানে কেহই নাই! তখন সে হতাশ হইয়া পশ্চাৎ ফিরিল। কিন্তু—এ,—কি! ভগবান্, বালিকাকে আজ রক্ষা কর। দে'খ প্রভু, তাহার প্রাণ যেন এখনই দেহ ছাড়িয়া পলায়ন না করে! কুসুম যেমন ফিরিল, অমনি দেখিল তাহার সম্মুখে অরুণ! অমনি সে উন্মাদিনীর ন্যায় ঝম্প প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার বক্ষ মধ্যে পতিত হইল। অরুণ দেখিলেন কুসুম মূর্চ্ছিতা!

ভালবাসার কি আশ্চর্য্য শক্তি যে ইহা অসম্ভবকেও সম্ভব করিয়া তুলে। প্রেমিক প্রেমিকা যাহা মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে একান্ত অসম্ভব বলিয়া মনে করিতেছিলেন, তাঁহাদের পরস্পরের প্রাণের অবিচলিত আকর্ষণে তাহা এক্ষণে কেবল সম্ভব নয় পরন্তু যথার্থ সত্যে পরিণত হইল। প্রেমিক যুগল বহু আকাঙ্ক্ষার পর অবশেষে পরস্পরের সহিত একত্র মিলিত হইলেন।

অরুণ যখন বেনারসের টিকেট কিনিয়া গাড়ীতে আরোহণ করিলেন, তখন তিনি ভাবিয়াছিলেন বুঝি বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিয়া গেলেই সে দারুণ যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করিবেন। কিন্তু তাঁহার

সে বাসনা সম্পূর্ণ নিষ্ফল হইল। গাড়ী হাওড়া ষ্টেসন পরিত্যাগ করিতে না করিতেই তিনি দুর্ব্বিষহ মানসিক যন্ত্রণায় একান্ত অভিভূত হইয়া পড়িলেন। তখন তাঁহার হৃদয় ফাটিয়া দুর্নিবার হাহাকার ধ্বনি দিগন্তে বিচ্ছুরিত হইল। তিনি আর কোন ক্রমেই ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া থাকিতে পারিলেন না। আপন বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা মুখ-মণ্ডল আচ্ছাদনপূর্ব্বক বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে বাষ্পীয় শকট বর্দ্ধমান ষ্টেসনে পঁহুছিল। তখন অরুণ আর ক্ষণকাল বিলম্ব ব্যতিরেকে দ্রুতপদে গাড়ী হইতে অবতরণ করিলেন। এবং ভিন্ন ট্রেণে আরোহণ করতঃ পর দিবস প্রভাতে হুগ্‌লি আসিয়া পহুঁছিলেন। তথা হইতে গঙ্গা বক্ষে তরণী সংযোগে সেই দিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে মালতীনগরে উপনীত হইলেন।

মালতীনগর আসিয়া অরুণ দেখিলেন কুসুমের বিবাহের আমোদ প্রমোদে সে সময় সমুদয় গ্রামখানি মুখরিত। চতুর্দ্দিক লোকে লোকারণ্য। বর আসিয়াছে এবং বরের সঙ্গে বহুদূরব্যাপী সুশোভন আলোকমালা বেষ্টিত প্রকাণ্ড শোভা-যাত্রা চলিয়াছে। জনসাধারণ সেই শোভাযাত্রা দেখিতে ছুটাছুটি করিয়া ইতস্ততঃ ধাবিত হইতেছে। দেখিয়া অরুণ বিহ্বল হইলেন। কিয়ৎকালের নিমিত্ত তিনি কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইলেন। এতক্ষণ তিনি কেবল হৃদয়ের আবেগে ছুটিয়া আসিয়াছেন—আসিতে আসিতে পথিমধ্যে কেবলই ভাবিয়াছেন মালতীনগর পহুঁছিয়াই সর্ব্বপ্রথমে কুসুমের সহিত দেখা করিবেন। কিন্তু কুসুমের সহিত সাক্ষাৎ করা যে এক্ষণে তাঁহার পক্ষে একান্তই অসম্ভব, তাহা তিনি একবারও চিন্তা করেন নাই। এক্ষণে সেই চিন্তা তাঁহার মনে সর্ব্বপ্রথম উদয় হইল। তিনি ভাবিয়া দেখিলেন তাঁহার আগমন কেবল নিরর্থক হইয়াছে। কুসুমের সাক্ষাৎ লাভ অসম্ভব। এইরূপ

চিন্তা করিয়া অরুণ কিছুকাল নিশ্চল পাষাণের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন। কিন্তু শেষে কি ভাবিয়া আবার যন্ত্র-চালিত-পুত্তলি—সদৃশ ধীর মন্থরগতিতে রাজবাটীর অন্তঃপুর-উদ্যানাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। উদ্যানের উত্তর প্রান্তে উপনীত হইয়া দেখিলেন যে, সে দিকের প্রাচীর-সংলগ্ন প্রবেশ-দ্বার উন্মুক্ত রহিয়াছে। তিনি অমনি দ্রুতবেগে তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। উদ্যানে প্রবেশ করিয়া অরুণ শূন্য-নয়নে ইতস্ততঃ চাহিয়া দেখিতেছেন, এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন কুসুম উন্মাদিনীর মত তাঁহার সম্মুখ দিয়া বেগে ছুটিয়া যাইতেছে। অতিশয় মানসিক আবেগে সে তাঁহাকে দেখিতে পায় নাই। তদ্দৃষ্টে অরুণও অমনি তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়া চলিলেন। তার পর কুসুম যখন লতামণ্ডপের নিকট স্তম্ভিত হইয়া দণ্ডায়মান হইল, অরুণ তখন তাহার ঠিক পশ্চাতে দাঁড়াইলেন। অতঃপর কুসুম যেমন পশ্চাৎ ফিরিল, অমনি সে দেখিল তাহার সম্মুখে অরুণ!

মূর্চ্ছিতা কুসুমকে বুকে লইয়া অরুণ উন্মাদের মত লতামণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। তথায় কতকগুলি লতাতন্তু, পুষ্প ও পল্লব ছিন্ন করিয়া তদুপরি তাহাকে শয়ন করাইলেন। অতঃপর আপন উত্তরীয় বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা তাহাকে ব্যজন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে অরুণ একবার সতৃষ্ণনয়নে তাহাকে দেখিয়া লইলেন। তিনি দেখিলেন তাহার পরিধানে বিবাহের সাড়ী। সার্ব্বাঙ্গ চন্দন-চর্চ্চিত। হলুদের রং তখনও তাহার দেহে বর্ত্তমান। বক্ষে পুষ্পমালা, রত্নহার দোদুল্য-মান। সর্ব্বাঙ্গ রত্নাভরণে ভূষিতা। দেখিয়া অরুণের প্রাণে বাণ বিদ্ধ হইল। তিনি অতি কষ্টে নয়ন-বারি নয়নে রুদ্ধ করিয়া কুসুমের পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুক্ষণ অতীত হইলে ধীরে ধীরে কুসুমের জ্ঞান সঞ্চার হইল। ধীরে ধীরে সে নয়নদ্বয় উন্মীলন

করিল, ধীরে ধীরে পল্লব-শয্যা পরিত্যাগ করিল এবং ধীরে ধীরে অরুণের বক্ষে আপন দেহভার বিন্যস্ত করিয়া তাঁহার স্কন্ধে মস্তক রাখিয়া উপবেশন করিল। তখন উভয়ে প্রাণে প্রাণে নীরবে কত কাঁদিলেন। তাঁহাদের সে ক্রন্দনে লতামণ্ডপে লতাপাতা কাঁদিয়া উঠিল, উদ্যান বৃক্ষ রাজি, স্থাবর-জঙ্গম প্রভৃতি বিষাদে মলিন হইল। আর এই ক্ষুদ্র লেখক সে দৃশ্য দেখিয়া সহস্র চেষ্টাতেও তাহার অশ্রু নিরোধ করিতে পারিল না। পাঠক পাঠিকা এজন্য তাহাকে ক্ষমা করিবেন। যাহা হউক এইরূপে কিছুকাল গত হইলে তাহাদের আবেগভার কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইল। তখন অরুণ বলিলেন "কুসুম! আজ তোমার বিবাহ। এ জীবনে তোমায় আমায় আর দেখা হইবে না।"

সে কথা শুনিয়া কুসুম কাঁদিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে অরুণ ও কাঁদিলেন। বিধাতা আজ বুঝি কেবল কাঁদাইতেই তাহাদিগকে এক সঙ্গে মিলিত করিয়াছেন। যাহা হউক কিঞ্চিৎ পরে কুসুম বলিল "অরুণ! বিবাহ শেষ হ'ল—ভালবাসা শেষ হ'ল—সব ফুর'ল। আজ কুসুম তোমার চরণ প্রান্তে ব'সে শেষ বিদায় নিচ্ছে,—আশীর্ব্বাদ কর পরপারে যেন তোমার সঙ্গে তা'র মিলন হয়।" কুসুম আর বলিতে পারিল না। তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইল। সে রুদ্ধকণ্ঠে, স্ফীত-বক্ষে, আবার ক্রন্দন করিতে লাগিল। হায় বিধাত! এ বনকুসুমকে বার বার এমন করিয়া কাঁদাইয়া তোমার কি মঙ্গল অভিপ্রায় সাধিত হইতেছে! ক্ষণকাল পরে কুসুম পুনরায় বলিল "অরুণ! আর ক্ষণকাল পরে, এ পৃথিবীর সঙ্গে আমার সকল সম্বন্ধ শেষ হবে। তোমায় পরিত্যাগ ক'রে যাচ্ছি, এ জীবনে তোমার পরিচর্য্যা ক'র্ত্তে পাল্লেম না, ক্ষমা ক'র। আমার নিতান্ত দুরাদৃষ্ট তাই

তোমায় একলাটী ফেলে যাচ্ছি। নতুবা জন্ম-জন্মান্তর তোমাকে নিকটে রেখে নিরন্তর তোমার সেবা ক'ল্লে'ও বুঝি আকাঙ্ক্ষা মিট্‌তো না।" এই বলিয়া অশ্রু-পূর্ণ নেত্রে কুসুম তাহার অঞ্চল হইতে বিষের কৌটা বাহির করিল! অরুণ দেখিলেন সে ক্ষুদ্র কৌটা হলাহলে পূর্ণ। তখন তিনি কুসুমের হস্তদ্বয় নিজ হস্তে দৃঢ় রূপে ধারণ করিয়া বলিলেন "কুসুম! প্রিয়তমে! যদি বিধাতার অনুগ্রহে শেষ মুহূর্ত্তে উভয়ে মিলিত হ'লেম, তবে, চল, আজ এ মিলন-মুহূর্ত্তকে, এ শুভ-সম্মিলনকে চির-মিলনে পরিণত করি। এ পাপ পৃথিবীতে আমারও আর ক্ষণ-কাল তিষ্ঠিবার ইচ্ছা নাই। বিশেষতঃ কুসুম-হীন জগৎ আমার পক্ষে নরক হ'তেও ভীষণ হবে। তবে চল প্রিয়তমে, আজ আমরা উভয়ে সেখানে যাই, যেখানে হিংসা নাই, দ্বেষ নাই, পাপ-পুণ্যে ভেদাভেদ নাই, সুখে দুঃখ নাই, হর্ষে বিষাদ নাই, মিলনে বিচ্ছেদ নাই। যেখানে আছে কেবল চির-শান্তি, অনন্ত-সুখ, অভেদ-মিলন।" এই বলিয়া কুসুমকে আর কোন কথা বলিবার অবকাশ প্রদান না করিয়াই অরুণ তদীয় হস্ত হইতে বিষের কৌটা টানিয়া লইলেন এবং দেখিতে দেখিতে বিষ পান করিলেন! তখন কুসুমও আর কাল-বিলম্ব না করিয়া অবশিষ্ট বিষ পান করিল! হায় কি সর্ব্বনাশ হইল! উদ্যানবাটীকায় আজ দুটী সোণার কমল অকালে ঝড়িয়া পড়িল!

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

"স্বামী-বালানন্দ।"

দেখিতে দেখিতে বিষের ক্রিয়া আরম্ভ হইল। কুসুম সেই সময়ে তাহার বক্ষের পুষ্পমালা লইয়া অরুণের গলদেশে পরাইয়া দিল। অরুণ পুনরায় তাহা কুসুমের গলায় পরাইয়া দিলেন। ক্ষনেকের জন্য সে শ্মশান-ভূমি বিবাহের বাসরে পরিণত হইল। চতুর্দ্দিকের প্রস্ফুটিত পুষ্পরাশি সুগন্ধ ছড়াইয়া সে নবীন-দম্পতীকে বরণ করিল। অমনি সেই সময়ে ভ্রমর গুঞ্জরিল, পিক কুহুতানে ডাকিয়া উঠিল এবং উপরে চন্দ্রমা খল খল হাস্য করিল। কিন্তু হায়, আর মুহূর্ত্ত পরেই তাহাদের সব শেষ হইবে! আর ক্ষণকাল পরে সে সুবর্ণ-প্রতিমা দুটী যে অতল তলে বিসর্জ্জিত হইবে, সেখানে সহস্র অনুসন্ধানেও তাহাদের আর কোন সন্ধান মিলিবে না! আহা, আজ ইহাদের শ্মশানে-বাসর,— বাসরে-শ্মশান! এমন শোক-দৃশ্য বুঝি জগতে আর একটীও নাই!

যাহা হউক ক্রমে বিষের জ্বালায় তাহারা জর্জ্জরিত হইয়া উঠিল। উভয়েই দারুণ যন্ত্রণায় ছট্ ফট্ করিতে লাগিল। পিপাসায় তাহাদের

কণ্ঠতালু সব শুষ্ক হইল। তাহারা তখন সমুদয় পৃথিবী অন্ধকার দেখিতে লাগিল। বুঝি ইহাই তাহাদের জীবন-নাট্যের শেষ অঙ্ক। কিন্তু এমন সময়ে কানন-ভূমি প্লাবিত করিয়া, অরুণ কুসুমের মৃত-প্রাণে অমৃত সিঞ্চন করতঃ মধুর স্বরে কে গাহিল ঃ—

"হরে-মুরারে, মধু কৈটভারে,
গোপাল, গোবিন্দ, মুকুন্দ সৌরে।"

ক্রমে সে মধুর সঙ্গীত সমাপ্ত হইলে অরুণ ও কুসুম উভয়ে, সবিস্ময়ে দেখিল তাহাদের সম্মুখে শুভ্র জটাজুট-বিলম্বিত, আজানুলম্বিত-বাহু এবং দিব্যকান্তি বিশিষ্ট, দীর্ঘকায় এক যোগী পুরুষ। যোগী কুসুমের দিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক গম্ভীর স্বরে ডাকিলেন "কুসুম। কুসুম চমকিত হইয়া সে মহাপুরুষের জ্যোতির্ম্ময় বদন মণ্ডলে দৃষ্টিপাত করিল। যোগী বলিলেন—'নয়ন নিমীলিত কর।"

কুসুম চক্ষু মুদিল।

যোগী। কি দেখিতেছ?

কুসুম। দেখ্‌ছি আমি হিমালয়ের পাদদেশে এক নিভৃত-গুহা মধ্যে আপনার চরণ তলে তপস্যা নিরতা।

যোগী। ইহা কি তোমার বর্ত্তমান অবস্থা?

কুসুম। না, আমি এখন যা' দেখ্‌ছি, তা আমার পূর্ব্ব-জন্মের কথা। আপনার কৃপায় এক্ষণে, আমার পূর্ব্ব-জন্ম-বৃত্তান্ত সমস্ত মনে প'ড়্‌ছে। আমি দিব্য-চক্ষে সে সকলই দেখ্‌তে পাচ্ছি।

যোগী। আমায় চিন্তে পাচ্ছ? বল দেখি আমি কে?

কুসুম। হাঁ আপনাকে চিনেছি। আপনি সর্ব্বদর্শী যোগী-শ্রেষ্ঠ বালানন্দ স্বামী। গুরুদেব। শেষ মুহূর্ত্তে এ দাসীর প্রতি দয়া হ'য়েছে? আমার যে এখন সব ফুরিয়েছে!

কুসুম। গুরুদেব! শেষ মুহূর্ত্তে এ দাসীর প্রতি দয়া হ'য়েছে? আমার যে এখন সব ফুরিয়েছে।

যোগী। বৎসে, ধৈর্য্য ধর, অধীরা হ'ও না। বিষের খুব যন্ত্রণা হ'চ্ছে?

যোগবল—৮০ পৃষ্ঠা।

কুসুম কাঁদিয়া উঠিল।

যোগী। বৎসে, ধৈর্য্য ধর, অধীরা হ'ও না। বিষের খুব যন্ত্রণা হ'চ্ছে?

কুসুম। আজ্ঞে না। আপনার কৃপায় যন্ত্রণা কিছুই নাই।

যোগী। এখন তুমি কোথায়? তোমার নিকটে কে কে আছে?

কুসুম। এখন আমি মালতীনগরে, আমাদের অন্তঃপুর-উদ্যান মধ্যে। আমার সম্মুখে আপনি দণ্ডায়মান। আর আমার পার্শ্বে আমার দেবতা, আমার সর্ব্বস্ব—আমার স্বামী উপবিষ্ট।

যোগী। তোমার সর্ব্বস্ব, তোমার স্বামীকে তো তুমি ছেড়ে যাচ্ছ। তিনিও তো তোমায় ছেড়ে যাচ্ছেন।

কুসুম। না প্রভু! আমরা কেউ কা'কে ছেড়ে যাচ্ছিনা। আমি দাসী হ'য়ে ওঁর সঙ্গে যাচ্ছি।

যোগী। তুমি তো জান আত্মহত্যা মহাপাপ।

কুসুম। হাঁ জানি।

যোগী। তবে আত্মহত্যার জন্য বিষ পান কর্ল্লে কেন? পাপে কি কখনও আত্মায় আত্মায় মিলন হয়?

কুসুম। আমি আমার স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যাচ্ছি। আত্মহত্যা করিনি।

যোগী। ভাল তুমিই না হয় সহমরণে যাচ্ছ, কিন্তু তোমার স্বামী? তিনি তো আত্মহত্যা ক'র্চ্ছেন। তাঁর পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি?

কুসুম। তিনি দেবতা, আমি দাসী। দেবতার দোষ গুণ দেখ্বার অধিকার দাসীর নাই। তবে এই মাত্র ব'ল্তে পারি, যদি স্বর্গে দেবতা থাকেন, তদুপরি ধর্ম্ম থাকেন, আর আপনার শ্রীচরণে আমার মতি থাকে—তবে আমার স্বামী অক্ষয় স্বর্গ লাভ ক'র্বেন। যে মহোচ্চ

প্রেমের পবিত্র-মন্দাকিনী-ধারা তাঁর হৃদয়ে প্রবাহিত, সেই প্রেম-ধারা ভগবৎচরণ স্পর্শ ক'রে তাঁ'র করুণাবারি আমার স্বামীর মস্তকে বর্ষণ করাবে। সে করুণাবারিতে স্নাত হ'য়ে আমার স্বামী ধন্য হবেন, তৎ সঙ্গে সঙ্গে আমিও ধন্য হব এবং এ পৃথিবীতে আমাদের এই ক্ষণ-স্থায়ী-মিলন পরপারে চিরমিলনে পরিণত হবে। গুরুদেব! এ বালিকার প্রগল্‌ভতা ক্ষমা ক'র্‌বেন। আশীর্ব্বাদ করুন, যেন জীবনের ওপারে আমাদের এ মিলনে আর বিচ্ছেদ না হয়।

যোগী। এখন কি দে'খ্‌ছ?

কুসুম। আবার সেই হিমালয়, সেই নিভৃত-গুহাতল। এবার আপনি ধ্যানমগ্ন, পার্শ্বে আমি দণ্ডায়মান্।

যোগী। আর কি দে'খ্‌তে পাচ্ছ?

কুসুম। আপনার সম্মুখে একখানি শূন্য আসন।

যোগী। ও কা'র আসন কুসুম! কিছু মনে পড়ে?

কুসুম। পড়ে। ও আমারই শূন্য আসন। আমি যখন সংসার-সুখে লালায়িত হ'য়ে, সংসারে আ'স্‌বার জন্য আপনার অনুমতি চাই-লেম, আপনি তখন নিষেধ ক'রে ব'লেছিলেন যে সংসারে এলে আমাকে অনেক ঝঞ্ঝাট্ সইতে হবে। আমি সে নিষেধ না শুনে, আপনার চরণ ধ'রে অনেক অনুনয় বিনয় ক'ল্লেম। তখন আপনি অনুমতি দিয়ে ব'ল্লেন "তবে যাও, কিন্তু মনে রে'খ কর্ম্মফল অবশ্যই ভোগ ক'র্ত্তে হবে।"

যোগী। তুমি তখন কি ব'লেছিলে মনে পড়ে?

কুসুম। হাঁ পড়ে। আমি ব'লেছিলেম "গুরুদেব! যদি সংসারে বিপন্ন হ'য়ে কখনও নিরুপায় হই, তবে সে সময়ে একবার দয়া ক'রে দেখা দিবেন। আমি আপনার সঙ্গে এসে পুনরায় এ শূন্য আসন পূর্ণ ক'র্‌ব।

যোগী। এখন তো সে সময় উপস্থিত। আমিও এসেছি। তবে চল।

কুসুম। প্রভু! ক্ষমা করুন। আমার সে বাসনা আর নাই, আর তপস্যাতেও প্রয়োজন নাই। আমি সুখ চাই না, স্বর্গ চাই না,—মুক্তি চাই না;—নারী জীবনের যা' শ্রেষ্ঠ কামনা, তা' আমি পেয়েছি। আমি আমার স্বামী ছেড়ে বৈকুণ্ঠ ভোগেরও অভিলাষিণী নহি।

যোগী ক্ষণ কাল নীরব রহিলেন। পরে বলিলেন—"কুসুম! তোমায় বিষ প্রদান ক'ল্লে কে?

কুসুম। আপনার অবিদিত কিছুই নাই। মাতুল দিয়েছেন।

যোগী। তুমি চক্ষু উন্মীলিত কর। দেখ তোমার সম্মুখে লিখিবার উপকরণ সমুদয় প্রস্তুত।

কুসুম চক্ষু মেলিল। দেখিল তাহার সম্মুখে লেখনী, মস্যাধার প্রভৃতি সকলই প্রস্তুত।

যোগী। লেখনী গ্রহণ কর। আমি যা' ব'লছি তা' লেখ।

কুসুম লেখনী লইল। যোগী বলিলেন, সে লিখিল। লেখা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই কুসুম তাহার দেহে বিষের অব্যক্ত ভীষণ যন্ত্রণা অনুভব করিল। সে অমনি আকুল প্রাণে "গুরুদেব!" বলিয়া চীৎকার করিয়া যোগীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। কিন্তু হায়, এ যে স্বপ্ন! যোগী কোথায়? কেহ কোথাও নাই। কুসুম মস্তক উত্তোলন করিয়া দেখিল তথায় কেহই নাই। কেবল অরুণের প্রাণহীন দেহ তাহার পার্শ্বে লুণ্ঠিত হইতেছে। অমনি সেও ছট্ ফট্ করিয়া তাঁহার চরণতলে পতিত হইয়া শেষ নিশ্বাস বায়ু পরিত্যাগ করিল। আহা, আজ দেখিতে দেখিতে এক বৃন্তে প্রস্ফুটিত দুটী কুসুম অকালে ঝড়িয়া পড়িল!

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

"সমাধি।"

বর দেখার গোলযোগে প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা অতিবাহিত হইল! এই অর্দ্ধ ঘণ্টা কেহ কুসুমের কোন অনুসন্ধান লইল না। তদ্‌পর মেয়েদের মধ্যে কেহ কেহ বর দেখিয়া কুসুমের গৃহে প্রত্যাগত হইল। তাহা-দের অভিপ্রায় কুসুমকে তাহার "বর কেমন হইল" সেই সংবাদ প্রদান করিবে। কিন্তু আসিয়া দেখিল কুসুম সে গৃহে নাই, গৃহ শূন্য,—শয্যা শূন্য। তখন তাহার অনুসন্ধান আরম্ভ হইল। ক্রমে এ গৃহ, সে গৃহ, হেথা, সেথা, এইরূপে অন্তঃপুরের সর্ব্বত্র অনুসন্ধান হইল। কিন্তু কুসুমকে কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। তখন দেখিতে দেখিতে তাহার অদর্শন-বার্ত্তা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। অমনি বিবাহ বাড়ীতে বিষম হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দ্দিকে তাহার অনুসন্ধান আরম্ভ হইল। এই সময়ে মালতী বলিল সে তাহাকে একবার খড়কীর দরজা অতিক্রম করিয়া উদ্যানের দিকে যাইতে দেখিয়াছে।

কিন্তু বর দেখিবার গোলযোগে ও নানারূপ কাজের ঝঞ্ঝাটে সে কথা কাহাকেও বলিতে, সে ভুলিয়া গিয়াছে। যাহা হউক তখন মালতীর বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ সকলে উদ্যানাভিমুখে ধাবিত হইল। তন্মধ্যে সর্ব্বাগ্রে অগ্রসর হইলেন কুসুমের মাতা। জ্যোতির্ম্ময়ী উন্মাদিনীর ন্যায় প্রথমতঃ উদ্যানের ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিতে করিতে অবশেষে যে লতামণ্ডপে অরুণ ও কুসুম আশ্রয় লইয়াছিল তথায় উপস্থিত হইলেন। এবং উপস্থিত হইয়া যে হৃদয়-বিদারক-দৃশ্য দেখিলেন তাহাতে তাঁহার মস্তকে বজ্রাঘাত হইল। তিনি দেখিলেন অরুণের পদতলে তাঁহার হৃদয়ের মণি, স্নেহের পুত্তলি, স্বর্ণ-কুসুম জীবন-শূন্য দেহে লুণ্ঠিত হইতেছে। সে দৃশ্য দেখিয়া অভাগিনীর বক্ষ-পঞ্জর ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি অমনি মর্ম্মভেদী চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া কুসুমের দেহোপরি পতিত হইলেন। দেখিতে দেখিতে এ নিদারুণ বার্ত্তা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। তখন প্রেমিক প্রেমিকার মৃত-দেহ দর্শন করিতে তথায় সহস্র সহস্র লোক সমবেত হইল। অল্পকাল মধ্যেই ঘটনাস্থল লোকে লোকারণ্য হইয়া উঠিল। এবং সকলেই সে শোক দৃশ্য দেখিয়া দুঃখে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল।

এই সময়ে বৃদ্ধ দেওয়ান বহুসংখ্যক পুলিশ লইয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন এবং সর্ব্বপ্রথমে শবদেহ যাহাতে সুরক্ষিত হয় তাহার ব্যবস্থা করিলেন। তদ্‌পর কুসুমের মাতাকে অন্তঃপুরে লইয়া যাওয়া হইল; এবং রাজবাটীর প্রত্যেক লোকের প্রতি পুলিশের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রক্ষিত হইল। বর-পক্ষ এইরূপ আকস্মিক ও অভাবনীয় দুর্ঘটনা দর্শন করিয়া পূর্ব্বেই বর সহকারে রাজবাটী পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এক্ষণে পুলিশের হাঙ্গামা দেখিয়া অন্যান্য আগন্তুকগণও আর কাল বিলম্ব না করিয়া যে যাহার গন্তব্য স্থানে দ্রুত-গতিতে প্রস্থান করিল।

ঘটনা ক্রমে হুগ্‌লির ম্যাজিষ্ট্রেট্ এই সময় মালতীনগর পুলিশ ষ্টেসনে উপস্থিত ছিলেন। পরদিন প্রভাতে তিনি স্বয়ং ঘটনাস্থলে উপনীত হইলেন। তখন তাঁহার আদেশ-ক্রমে তাঁহার সমক্ষে লতা-মণ্ডপ ও শবদেহ অনুসন্ধান আরম্ভ হইল। দেওয়ান ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রার্থনা করিলেন শবদেহ যেন কোন হীন জাতিতে স্পর্শ করিয়া অপবিত্র না করে। ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার সে প্রার্থনা গ্রাহ্য করিলেন এবং একজন ব্রাহ্মণ ইন্‌স্পেক্‌টারকে অনুসন্ধান কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। ক্রমে অনুসন্ধানে বিষের কৌটা ও কুসুম লিখিত হস্তলিপি বাহির হইল। ম্যাজিষ্ট্রেট্‌টী বাঙ্গালী ছিলেন। তিনি স্বয়ং সে হস্তলিপি খানা পাঠ করিলেন। তাহাতে লেখা ছিল ঃ—

"মা!

তোমার একমাত্র নয়নের মণি, স্নেহের কুসুম, আজ তোমায় ছাড়িয়া চলিল। দোষ কাহারও নহে, কেবল আমারই অদৃষ্টের। নতুবা এমন অসময়ে পিতৃহীনা হইব কেন? যাহা হউক অদৃষ্টে যাহা ছিল তাহাই ঘটিল। সে জন্য অনুশোচনা বৃথা। আমার জন্য তুমি খুব কাঁদিবে; বুঝিবা উন্মাদিনী হইয়া যাইবে। কিন্তু মা, এ সংসারে কিছুই চিরস্থায়ী নয় এই কথা স্মরণ করিয়া ধৈর্য্য ধারণ করিও। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিও; তিনি তোমায় শান্তি দিবেন। আমি বিষ পান করিলাম। অরুণও তাহাই করিয়াছেন। যাঁহাকে তোমরা আমার ভাবী স্বামী বলিয়া মনে করিতে এবং আমিও যাঁহাকে মনে মনে আত্মদান করিয়াছিলাম, আজ তাঁহারই সহিত চলিলাম। স্বামীর সহিত সহমরণে যাইতেছি, ইহা অপেক্ষা হিন্দুরমণীর আর অধিক সৌভাগ্য কি হইতে পারে। মা, তুমি কাঁদিও না। আশীর্ব্বাদ কর পরপারে আমাদের মিলন যেন অবিচ্ছিন্ন হয়। আর একটী

কথা তোমায় বলিয়া যাই। আমার মৃত্যুর পর নিশ্চয়ই কথা উঠিবে "বিষ পাইলাম কোথায়?" হয়তো অনেক নির্দ্দোষী লোক এজন্য নানা প্রকারে উৎপীড়িত ও লাঞ্ছিত হ'তে পারে। সুতরাং কি প্রকারে বিষ পাইলাম তাহা আমিই জানাইয়া যাইতেছি। বিষ আমাকে মাতুল মহাশয় দিয়াছেন। আমার নিকট বিষ রাখিবার তাঁহার কি উদ্দেশ্য ছিল, তাহা জানিনা। কিন্তু তাঁহার নিকট হইতেই আমি বিষ পাইয়াছি। যাহা হউক আমার সমস্ত জীবনে তিনি এইটী আমার সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ উপকার করিয়াছেন। নতুবা আমি বিষ পাইতাম কোথায়?

মা, তোমার নিকট আমার আর একটী প্রার্থনা আছে। এবং ইহাই শেষ প্রার্থনা। সুতরাং মা, তোমার মৃত-কন্যার এ আব্দারটী যেমন করিয়া পার রক্ষা করিও। প্রার্থনাটী এই——আমাদের উভয়ের মৃত দেহ যেন কোন হীন-জাতিতে স্পর্শ না করে এবং কোনরূপে বিকৃত করা না হয়। আমাদের দেহ ভস্ম করিও না। এই লতামণ্ডপ মধ্যে যেখানে মরিলাম ঠিক সেইখানেই উভয়-দেহ একস্থানে যত্নে মৃত্তিকা-প্রোথিত করিয়া রাখিও। আমরা উভয়ে তথায় বড় সুখে থাকিব। আমাদের আত্মা স্বর্গ হইতে সে দৃশ্য দেখিয়া বড় সুখী হইবে।

তোমার অভাগিনী কন্যা কুসুম।"

পত্রপাঠ শেষ হইল। পত্রখানি পড়িয়া ম্যাজিষ্ট্রেট আন্তরিক দুঃখিত হইলেন। কিন্তু কর্ত্তব্য ভুলিলেন না। তিনি প্রথমতঃ রমেন্দ্র নাথকে গ্রেপ্তার করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। রমেন্দ্র পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া হাজতে অবরুদ্ধ হইলেন। আইনানুযায়ী বিষপানে মৃত-ব্যক্তির শবদেহ ব্যবচ্ছেদের বিধান আছে। কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট

এইস্থলে প্রেমিকা বালিকার মৃত্যুকালীন শেষ প্রার্থনা স্মরণ করিয়া দয়া-পরবশ হইলেন। তিনি শবদেহ ব্যবচ্ছেদ না করিয়া, একজন উপযুক্ত উচ্চবংশীয় হিন্দু-ডাক্তার দ্বারা বাহিক পরীক্ষা দ্বারাই মৃত্যুর কারণ নির্দ্দেশ করাইলেন। ডাক্তার রিপোর্ট দিলেন কোন তীক্ষ্ণ বিষাক্ত দ্রব্য সেবনে প্রাণনাশ হইয়াছে। ডাক্তারের পরীক্ষা শেষ হইলে ম্যাজিষ্ট্রেট শব প্রোথিত করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন। তখন বৃদ্ধ দেওয়ান নীরবে অশ্রুজলে ভাসিতে ভাসিতে অন্যান্য লোকজনের সাহায্যে সেই লতামণ্ডপ-মধ্যে প্রেমিক প্রেমিকার সুকুমার দেহ ভূ-প্রোথিত করিলেন। এইরূপে শবদেহ প্রোথিত হইলে, সকলে গভীর দুঃখে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে সে শ্মশান-ভূমি পরিত্যাগ করিলেন।

হায় বিধাত! আজ হইতে এ পৃথিবীতে সে প্রেমিক-যুগলের সব ফুরাইল!

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

"বিচারালয়ে।"

এই শোকাবহ ঘটনার পর অরুণ ও কুসুমের মৃত্যু লইয়া হুগ্‌লি জেলায় বিষম হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। কুসুম তাহার মাতার নিকট যে লিপি রাখিয়া গিয়াছিল তাহা তাহার মৃত্যুকালীন স্বীকারোক্তি বলিয়া গৃহীত হইল। তখন গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং বাদী হইয়া বিষপানে আত্মহত্যার সাহায্যকারী বলিয়া রমেন্দ্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। বিচারালয়ে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা প্রকাশিত হইয়া পড়িল। তখন ম্যাজিষ্ট্রেট রমেন্দ্রকে দোষী স্থির করিয়া তাঁহাকে সেসনে সোপর্দ্দ করিলেন। সেসন-জজের নিকট বিচার আরম্ভ হইল। ক্রমে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট রমেন্দ্রর অপরাধ যেরূপে প্রমাণিত হইয়াছিল, সেসনেও সেইরূপই প্রমাণিত হইল। কিন্তু রমেন্দ্র বিচারকের নিকট তাহার অপরাধ কোন ক্রমেই স্বীকার করিল না। যাহা হউক বিচারপতি বিচার শেষ করিয়া রায় লিখিবার পূর্ব্বে জুরীদিগের মত জিজ্ঞাসা করিলেন। জুরীরা সকলেই একবাক্যে আসামীকে অপরাধী

স্থির করিয়া তাঁহাদের সমবেত মত প্রদান করিলেন। জজ্ জুরীগণের সহিত একমত হইয়া রায় প্রকাশ করিলেন। রায়ে লিখিত হইল "বিষ-প্রয়োগে আত্মহত্যার সাহায্যকারী বলিয়া আসামীর প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করা হইল।" সে আদেশ শ্রবণমাত্র রমেন্দ্র মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল।

কিয়ৎকাল পরে রমেন্দ্র কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে তাহাকে বিচারালয় হইতে কারাগৃহে অপসারিত করিবার আদেশ প্রদত্ত হইল। রমেন্দ্র বিচারালয় পরিত্যাগ করিবে এমন সময়ে এক অভিনব-দৃশ্যে তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। সে, সে দৃশ্য দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া দণ্ডায়মান হইল। সকলে সবিস্ময়ে দেখিল—এক শুভ্র-জটাজুট-বিলম্বিত তেজঃ-পুঞ্জ-কলেবর মহাপুরুষ দ্রুতবেগে বিচার গৃহে প্রবেশ করিতেছেন। তাঁহার বিগলিত জটাভার ও দেহের জ্যোতি যেন জ্বলন্ত-অগ্নিকণা-তুল্য চতুর্দ্দিকে বিচ্ছুরিত হইতেছে। মহাপুরুষ বিচার গৃহে উপনীত হইয়া রমেন্দ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক গম্ভীর স্বরে বলিলেন—"রমেন্দ্র! আমি তোমায় ফাঁসি-কাষ্ঠ হ'তে রক্ষা ক'রব। কিন্তু আমি যা' জিজ্ঞাসা করি তা'র যথার্থ উত্তর দিবে।"

রমেন্দ্র একবার সন্ন্যাসীর নয়নপানে দৃষ্টিপাত করিল। দেখিল সে নয়ন জ্বলন্ত অনলের ন্যায় তেজঃবিকীর্ণ করিতেছে। সে তেজঃ, সে সহ্য করিতে পারিল না। তাহার চক্ষু আপনা হইতেই অবনত হইল। সে তখন অবনত মস্তকে, ব্যাকুল প্রাণে, কম্পিত কণ্ঠে উত্তর করিল "প্রভু! আমায় রক্ষা করুন! আমি সমুদয় সত্য ব'ল্‌ব। সত্য ভিন্ন কখনও মিথ্যা ব'ল্‌ব না।"

মহাপুরুষ। উত্তম। কিন্তু সাবধান, একটী কথা মিথ্যা ব'ল্‌লে তোমার জীবন রক্ষা হবে না।

অতঃপর বিচার-পতিকে লক্ষ্য করিয়া মহাপুরুষ বলিলেন "সাহেব! তোমার বিচার ভুল হ'য়েছে। তুমি আবার বিচার কর।"

সাহেব এতক্ষণ অবাক হইয়া মহাপুরুষের মূর্ত্তি নিরীক্ষণ ও তাঁহার কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। এক্ষণে তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া তিনি বিস্মিতভাবে বলিলেন "By Jove! what does he mean? He looks like Christ, but speaks irrelevant. Is he an insane?

মহাপুরুষ সহাস্যে বলিলেন "সাহেব, তুমি মনে মনে ভাব্‌ছ আমি উন্মাদ; আর যা' ব'ল্‌ছি তা' উন্মাদের প্রলাপ। কিন্তু তা' নয় সাহেব। তোমরাই অনেক সময় উন্মাদের মত বিচার ক'রে, মানুষের প্রাণ নিয়ে, খেলার পুতুলের মত খেলা কর। অবিচারে মানুষের প্রাণদণ্ড কর।"

জজ। টুমি কি ব'ল্‌ছে?

মহাপুরুষ। যা' ব'ল্‌ছি স্থির হ'য়ে শোন। আর আপাততঃ আমি আসামীকে যা' জিজ্ঞাসা কর্চ্ছি ও আসামী আমার প্রশ্নের যা' উত্তর দিবে তা' লেখ। তারপর তোমার বিচারে যা' ভাল বোঝ তা'ই ক'র। ধর—লেখনী গ্রহণ কর।

সাহেব বিনা-বাক্য-ব্যয়ে যন্ত্রচালিতের ন্যায় লেখনী লইয়া মহা-পুরুষ ও আসামীর প্রশ্নোত্তর লিখিতে লাগিলেন। বিচার গৃহের সমস্ত লোক নির্ব্বাক ও নিস্পন্দ হইয়া সমুদয় দেখিতে ও শুনিতে লাগিল।

মহাপুরুষ জিজ্ঞাসা করিলেন—"কুসুমকে বিষের কৌটা দিয়াছিল কে, রমেন্দ্র?

রমেন্দ্র। আমি।

মহাপুরুষ। তুমি ; কেন তুমি তা'কে বিষ দিয়েছিলে ?

রমেন্দ্র। আমি জান্তেম সে বিষপান ক'রে আত্মহত্যার চেষ্টা ক'র্চ্ছিল। কিন্তু বিষ সংগ্রহ ক'র্ত্তে পার্চ্ছিল না। তাই তা'কে বিষের কৌটা দিয়েছিলেম।

মহাপুরুষ। সে বিষপান ক'রে আত্ম হত্যা ক'র্বে তা' জেনে কোথায় তুমি তা'র প্রতিবিধান ক'র্বে, না, তা' না ক'রে, তুমি তা'র সহায় হ'লে ? তুমি এমন কাজ কেন ক'র্লে ? তুমি তো জান আত্ম-হত্যার সাহায্যকারী রাজ-দ্বারে প্রাণ-দণ্ডে দণ্ডিত হয়।

রমেন্দ্র। তা' জানি। কিন্তু সম্পত্তির লোভে আমি হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হ'য়েছিলেম। আমি ভেবেছিলেম কুসুম আত্ম হত্যা ক'র্লে, জ্যোতির্ম্ময়ী সম্পত্তি পাবে। তখন সে সম্পত্তি আমিই ভোগ ক'র্ব।

মহাপুরুষ। ভাল, নরহত্যা মহাপাপ, এ কথা কি একবারও তোমার মনে হয় নাই। রাজ-দ্বারে ধরা পড়বার সম্ভাবনাও তো ছিল।

রমেন্দ্র। সবই জান্তেম। কিন্তু প্রভু, পূর্ব্বেই তো ব'লেছি, সম্পত্তির লোভে আমি জ্ঞানহারা হ'য়েছিলেম।

মহাপুরুষ। তবে বিচারালয়ে তুমি তোমাকে নির্দ্দোষী ব'লেছ কেন ?

রমেন্দ্র। মিথ্যা ব'লেছি। নিজেকে বাঁচাবার জন্য মিথ্যা ব'লেছি। আমি মহাপাপী। আপনি আমায় রক্ষা করুন।

মহাপুরুষ রমেন্দ্রকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না। অতঃপর সাহেবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "সাহেব, তুমি যাঁ'দের মৃত মনে ক'রে আসামীর প্রাণ-দণ্ড আদেশ ক'রেছ, বাস্তবিক তা'রা মৃত নয় ; তা'রা জীবিত।"

সে বাক্য শ্রবণ করিয়া উপস্থিত জনমণ্ডলী বিস্ময়াভিভূত হইল। সাহেব চমকিত নেত্রে মহাপুরুষের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিলেন। তখন সকলেরই মনে হইল "এমন অসম্ভবও কি কখনও সম্ভব হয় ?" সাহেব অধীর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "টুমি কি ব'লৃছে ? যে মরিয়া যায়, সে আবার বাঁচিয়া ওঠে ?"

মহাপুরুষ। বাঁচে সাহেব বাঁচে,—আমাদের এ পুণ্য-ভূমি ভারতে, মরাও সময়ে সময়ে বেঁচে ওঠে। যদি তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখ্‌তে চাও তবে এখনই দেখ। ঐ দেখ, তোমরা যা'দের মৃত মনে ক'রে আর একজনকে ফাঁসি-কাঠে ঝুলাচ্ছিলে, সেই দম্পতী-যুগল সশরীরে, সুস্থ দেহে, এ দিকে আস্‌ছে। ঐ দেখ, তা'রা দ্বার-দেশে প্রবেশ ক'র্চ্ছে।

সকলে অমনি বিস্ময়াপ্লুত-নেত্রে দ্বার-দেশে দৃষ্টিপাত করিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

"যোগ-বল।"

বিস্তীর্ণ বনভূমি। সারি, সারি, সারি ঘনসন্নিবিষ্ট-বৃক্ষ-শ্রেণী দৃষ্টি-পথ অতিক্রম করিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। অগণিত শাল, তমাল, তাল ও খর্জ্জুর শ্রেণীবদ্ধ ভাবে বনভূমির চতুর্দ্দিক আবরণ করিয়া দণ্ডায়মান। বনমধ্যে বৃক্ষরাজির পশ্চাতে নিবিড় জঙ্গল। সে জঙ্গল এত দুর্ভেদ্য যে শ্বাপদ, ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্র জন্তুও তন্মধ্যে প্রবেশে অক্ষম। সেই জঙ্গল অতিক্রম করিয়া বনস্থলীর ঠিক মধ্যস্থলে আরণ্য-বৃক্ষ-বিরহিত এক খণ্ড প্রশস্ত সমতল ভূমি। সে ভূমি শ্যামল ও সুদৃশ্য তৃণ-রাজি-সমাচ্ছাদিত এবং সুগন্ধি-পুষ্পদল-যুক্ত, রুচি-মনোহর, নানা-বিধ-পুষ্পতরু দ্বারা সমাবৃত। সেই পুষ্প-তরুরাজির মধ্যে মধ্যে স্তর-বিন্যস্ত শৈবালদল অবস্থিত রহিয়া বিধাতার অনন্ত সৌন্দর্য্যের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। তথাকার শৈবাল-দলের সে শোভা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব।

এই বনভূমিতে চির বসন্ত বিরাজিত। সে বসন্তের রাজ্যে সকলই

সুন্দর, সকলই মধুর। সে রাজ্যের সকলই প্রীতিপ্রদ, সকলই প্রফুল্ল। এখানকার বৃক্ষে বৃক্ষে শাখা; শাখায় শাখায় পল্লব; পল্লবে পল্লবে কুসুম; কুসুমে কুসুমে স্তবক; স্তবকে স্তবকে সৌন্দর্য্য! মরি মরি, কি মনোহর মাধুরি! এখানে নিত্য বিহঙ্গমগণ, প্রাতঃসন্ধ্যায় মধুর-সঙ্গীতে প্রকৃতি-দেবীর উদ্বোধন করে; গুণ্ গুণ্ রবে মধুপগণ প্রাণ ভরিয়া পুষ্পে পুষ্পে মধু পান করে। এখানে কাহারও অবসাদ নাই, কাহারও অপূর্ণ-বাসনা নাই। মরি, মরি, যাহারা প্রকৃতির এই সুখ-রাজ্যের প্রজা তাহারা কত সুখী!

এই বনভূমিতে আমাদের পূর্ব্বোল্লিখিত শ্যামল ভূমিখণ্ডের এক পার্শ্বে একটী নাতি-বৃহৎ মনোহর আশ্রম। সে আশ্রমের চারিদিকে তমাল-বৃক্ষরাজি কণকলতা বেষ্টিতা হইয়া মনোমুগ্ধকরবেশে দণ্ডায়মান। আর তমালের পার্শ্বে পার্শ্বে বিবিধ-বনকুসুম-শোভিত, নানা বিচিত্র বর্ণের বনলতাবৃত, পল্লবিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বনতরুরাজি। আশ্রমটী নীরব, নিস্তব্ধ, চিরশান্তিময়।

আজ এই আশ্রম-প্রাঙ্গণে হোমাগ্নি প্রজ্জ্বলিত। হোমাগ্নির ধূমরাশি আশ্রম-বাটীকা, বনান্তরাল, তরুশির ও উন্মুক্ত আকাশ-তল সর্ব্বত্র বিক্ষিপ্ত। হোমাগ্নির পার্শ্বে যোগী-শ্রেষ্ঠ বালানন্দস্বামী ধ্যানৈক-স্তান-স্তিমিত-নেত্রে উপবিষ্ট। কিঞ্চিৎ দূরে অরুণ ও কুসুমের মৃতদেহ ভূমি-শয্যায় শায়িত। তৎপার্শ্বে উপবিষ্ট বৃদ্ধ দেওয়ান। দেওয়ান অনিমেষ নয়নে মহাপুরুষের সেই স্বর্গীয় সুষমা-মণ্ডিত, দিব্য-জ্যোতি-পূর্ণ, ধ্যান-নিরত, প্রশান্ত, সৌম্য-মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। বহুক্ষণ এই ভাবে অতিবাহিত হইল। বালানন্দ স্বামী প্রহরের পর প্রহর, তেমনি যুক্তাসনে ধ্যানমগ্ন হইয়া রহিলেন। দেওয়ান তেমনি নিস্তব্ধ ভাবে বসিয়া রহিলেন, শবদেহ তেমনি ভূপতিত হইয়া পড়িয়া রহিল।

অতঃপর সহসা স্বামীজির দেহ একবার স্পন্দিত হইল, অধরদেশ স্ফুরিত হইল, তিনি স্তিমিত-নেত্রে ক্ষণেক মৃদু হাসিলেন। ইহার পরক্ষণে কাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন "মা, এসেছিস। এত দেরী হ'ল কেন? তোর সন্তান যে বড় ব্যাকুল হ'য়েছিল মা'।"

ঠিক্ এই সময়ে দেওয়ানের পশ্চাতে কে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। দেওয়ান চমকিত হইয়া পশ্চাতে দৃষ্টি করিলেন। দেখিলেন তথায় এক আলুলায়িত-কেশা, বিগলিত-বেশা, শুভ্র-বসনা উন্মাদিনী। উন্মাদিনী নৃত্য করিতে করিতে হাসিতে হাসিতে বলিল—"আমায় ডেকেছিস্, বিষ খেতে ডেকেছিস্, বেশ ক'রেছিস্। আমার ছেলে বিষ খেয়েছে, মেয়ে বিষ খেয়েছে, আমিও খাব। না, না, আমি খাব না। আমি তো বিষ খাই না। ও আমার স্বামী খায়, তা'কে বলেছি। সে খুব খুসী হ'য়ে বিষ খেয়েছে। এখন তো'র কাজ তুই কর। আমি যাই,—শ্মশানে যাই, না গেলে স্বামী ব'কবে। আর এখানে থা'কৃব না। আবার যখন ব্যাকুল হ'য়ে ডাক্‌বি তখন আস্‌ব।" এই বলিয়া উন্মাদিনী আবার হাসিতে হাসিতে নাচিতে নাচিতে পলক মধ্যে বনান্তরালে অদৃশ্য হইল। তখন স্বামীজি ভক্তি-ভরে উন্মাদিনীর উদ্দেশ্যে প্রণাম করিলেন। দেওয়ানও তদ্দৃষ্টে উদ্দেশ্যে উন্মাদিনীকে প্রণিপাত করিলেন। অতঃপর স্বামীজি আসন পরিত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন এবং হোমকুণ্ড হইতে কিঞ্চিৎ ভস্ম লইয়া শবদেহে লেপন করিলেন। তার পর স্বীয় কমণ্ডলুবারি লইয়া তাহা উভয় দেহোপরি প্রক্ষেপ করিলেন। তখন সেই বারি-পতনের সঙ্গে সঙ্গে শবদেহ বারম্বার কম্পিত হইয়া উঠিল। এবং পর-ক্ষণেই দেহদ্বয়ের নিমীলিত-চক্ষু উন্মীলিত হইল। চক্ষু উন্মীলনের পর শবদ্বয়ের ওষ্ঠাধর কম্পিত হইয়া ক্রমে তাহা স্ফুরিত হইল। এই সময়ে

স্বামীজি কিঞ্চিৎ কমণ্ডলুবারি শবদ্বয়ের মুখ-বিবরে ঢালিয়া দিলেন। শবদেহ তাহা পান করিয়া পুনরায় মুখ ব্যাদন করিল। এবার বালানন্দ দেওয়ানকে ইঙ্গিত করিলেন। দেওয়ান সে ইঙ্গিতে সম্মুখে দৃষ্টি করিলেন। দেখিলেন তথায় স্বর্গীয় সুরভিযুক্ত কিয়ৎ পরিমাণ সুগন্ধি পায়সান্ন প্রস্তুত। স্বামীজির ইঙ্গিতানুযায়ী দেওয়ান ধীরে ধীরে সে পায়সান্ন শবদ্বয়ের মুখ-বিবরে প্রদান করিলেন। হরি, হরি, সে পায়সান্ন সেবনের পরক্ষণেই অরুণ ও কুসুম সুস্থদেহে গাত্রোত্থান করিয়া উপবেশন করিল। ঠিক সেই সময়ে সমুদয় বনভূমি প্রতিধ্বনিত করিয়া দিগন্ত-ব্যাপী শব্দ হইল "হর, হর, বম্ বম্ হরে।" দেওয়ান, অরুণ, ও কুসুম সে ধ্বনি শ্রবণ করিয়া তিনজনেই চকিতনেত্রে দৃষ্টিপাত করিলেন। দেখিলেন তাঁহাদের পুরোভাগে সুদীর্ঘ-ত্রিশূল হস্তে গৈরীক-বসন-পরিহিত একদল সন্ন্যাসী তাঁহাদিগের দিকে অগ্রসর হইতেছে। দেওয়ান বালানন্দের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। কিন্তু বালানন্দ কোথায়? তাঁহারা সবিস্ময়ে দেখিলেন সেখানে কেহই নাই। ইত্যবসরে দেখিতে দেখিতে সন্ন্যাসীর দল—তাঁহাদিগের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তন্মধ্যে সর্ব্বাগ্রগামী সন্ন্যাসী তাঁহাদিগকে মধুর স্বরে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "স্বামীজির আদেশ, তোমরা নির্ভয়ে আমাদের অনুগমন কর। আমরা তোমাদিগকে তোমাদের গন্তব্য স্থানে পঁহুছাইয়া দিব।" কুসুম কি বলিতে যাইতেছিল, দেওয়ান ইঙ্গিত করিলেন, সে চুপ করিল। তখন তাঁহারা তিনজনে নীরবে তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। আর সন্ন্যাসীর দল অগ্রে অগ্রে সে বিশাল বনভূমি কম্পিত করিয়া গাহিতে গাহিতে চলিল ঃ—

এস শান্তিরূপিণী জননী
কত দূরে আছ নাহি জানি, তবু
(তব) করুণা জাগায় ধরণী।

শ্যামল প্রান্তরে তব হাসি দেখি,
মৃদু সমীরণে তব স্নেহ মাখি,
এ হৃদয়ে তুমি সুধা-প্রস্রবণ,
(মম) আঁধারে আলোক দায়িনী।
আঁধারেতে ঘুরি পথ খুঁজি কত,
কর্ম্মময়ি ! কর্ম্ম দেখাইছ শত,
(ওমা) করমের বোঝা কত আর দিবি
করম-সাগর-শায়িনি !
বাসনা নির্ব্বাণের এই রণ ভূমি,
কোন্ দিকে যাব পরিশ্রান্ত আমি
মহাশক্তি ! এস হৃদয়-আসনে
হে চির-অরাতি-নাশিনি !
বাসনা হইতে দূরে টেনে লও,
প্রেমের আলোক নয়নে ফুটাও,
সম্মুখে গভীর অনন্ত বারিধি,
দাও মা চরণ তরণী।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

"পুনর্ব্বিচার।"

বিচার-গৃহে বিচারপতি ও উপস্থিত জনমণ্ডলী যখন বিস্ময়াপ্লুত নয়নে বিচার-গৃহের দ্বার দেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, সেই সময়ে দেওয়ান, অরুণ ও কুসুমকে লইয়া সে গৃহে প্রবেশ করিলেন। যাঁহারা অরুণ ও কুসুমকে জানিতেন তাঁহারা এইরূপ আকস্মিক ও অসম্ভব ঘটনাদৃষ্টে বিস্ময়ে একেবারে অভিভূত হইলেন। ক্ষণকালের নিমিত্ত তাঁহারা যেন তাঁহাদের নিজ নিজ অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ভুলিয়া গেলেন। অনেকের মনে হইল তাঁহারা জাগ্রত, কি নিদ্রিত! কেননা নিদ্রিতের স্বপ্ন ব্যতীত জাগরণে এরূপ অসম্ভব দৃশ্য দর্শন, সহসা সত্য বলিয়া গ্রহণ করা সুকঠিন! যাহা হউক বিস্ময়ের এরূপ প্রভূত কারণ বর্ত্তমান থাকিলেও সকলেই দেখিলেন যে অরুণ ও কুসুম যথার্থই বিচারালয়ে উপস্থিত! .,

রমেন্দ্র তাহাদিগকে দেখিয়া প্রথমে বিস্ময়-বিহ্বল-নেত্রে স্থির-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। তাহার নয়নদ্বয়কে বিশ্বাস করিতে তাহার

যেন প্রবৃত্তি হইতেছিল না। কিন্তু যখন সে বুঝিল যে, সে যাহা দেখিতেছে তাহা স্বপ্ন নয়, সত্য, তখন সে আত্মহারা হইয়া ব্যাকুলভাবে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল "ওগো, এ যে অরুণ, ঐ যে কুসুম! একি সত্য, না আমি স্বপ্ন দেখ্‌ছি? আমি জাগ্রত, না নিদ্রিত! ওগো কে আছ কোথায়, আমায় ধর।"

রমেন্দ্র এইরূপ গভীর মানসিক উদ্বেগে মূর্চ্ছিত হইবার উপক্রম হইল। তখন বিচার গৃহের কেহ কেহ তাহাকে ধারণ করিয়া শুশ্রূষা করিতে লাগিল।

বিচারপতি এইরূপ আকস্মিক ও অভাবনীয় ঘটনাদৃষ্টে বিষম প্রহেলিকায় পতিত হইলেন। তিনি প্রথমতঃ ভাবিলেন যে, যে যুবক, যুবতী তাঁহার সম্মুখে বিচার গৃহে উপনীত হইয়াছে, তাহারা কখনই তাঁহার বিচার সংস্পৃষ্ট অরুণ ও কুসুম নহে। কিন্তু যখন রমেন্দ্র প্রভৃতি বহুব্যক্তি তাহাদিগকে দেখিয়া বিস্ময়ে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাহারাই যে সে অরুণ ও কুসুম তাহা প্রমাণ করিল, তখন তাঁহার মনে তাহাদের পরিচয় সম্বন্ধে সন্দেহ দূরীভূত হইয়া, আর একটী সন্দেহের উদয় হইল। এবার তিনি ভাবিলেন "অরুণ, কুসুমের বিষপান ও তাহাতে তাহাদের মৃত্যু রটনা, এ সকলই সম্পূর্ণ মিথ্যা। পরন্তু এ ঘটনাটী অতি জটিল রহস্যে পূর্ণ এবং এই সন্ন্যাসীটি এ রহস্যের মধ্যে বিশেষ ভাবে লিপ্ত আছে। সুতরাং ইহাকে গ্রেপ্তার করিলেই সকল সমস্যার উদ্‌ঘাটন হইবে।"

এইরূপ মনে মনে চিন্তা করিয়া বিচারপতি আদেশ করিলেন—"সন্ন্যাসীকো পাকড়ো।" সকলে সন্ন্যাসীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। কিন্তু সন্ন্যাসী কোথায়? সমুদয় গৃহখানি তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান হইল—সন্ন্যাসী নাই। অতঃপর নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহেও বিশেষ ভাবে

অনুসন্ধান করা হইল—সন্ন্যাসী কোথাও নাই। তখন বিচারক আরও জটিল-সমস্যায় পতিত হইয়া সর্ব্বত্র সন্ন্যাসীর অনুসন্ধানের নিমিত্ত আদেশ প্রদান করিলেন এবং পুনর্ব্বিচারের জন্য অন্য দিন ধার্য্য করিয়া রমেন্দ্ররে প্রাণ দণ্ডের আদেশ স্থগিত রাখিলেন। পাঠক! আপনি এ সন্ন্যাসীকে চিনিতে পারিয়াছেন কি? বোধ হয় আপনাকে বলা নিষ্প্রয়োজন যে ইনি আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত সেই যোগী-শ্রেষ্ঠ বালানন্দ।

ইহার পর দিবস মালতীনগরের উদ্যানবাটীকায় গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে অরুণ ও কুসুমের সমাধি স্থান খনন করিয়া তাহাদের মৃতদেহের অনুসন্ধান করা হইল। অনুসন্ধানে দেখা গেল তথায় কোন শব-দেহের অস্তিত্ব নাই। কেবল রাশীকৃত শিথিল মৃত্তিকাদ্বারা সে স্থান পূর্ণ।

ইহার পর বহুদিন ধরিয়া সন্ন্যাসীর অনুসন্ধান চলিল। কিন্তু তাঁহাকে কেহই আর খুঁজিয়া পাইল না। অরুণ, কুসুম ও দেওয়ানকে তাঁহার অনুসন্ধান বিষয়ে বহু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইল। কিন্তু তাহারা তাঁহার অবস্থিতি বিষয়ে কিছুই বলিতে পারিল না। তাহারা কেবল এই মাত্র বলিল যে সন্ন্যাসীর অনুগ্রহ ব্যতীত কেহই তাঁহাকে দেখিতে পায় না। এবং তিনি মানব-দেহধারী হইলেও অমানুষিক শক্তি বিশিষ্ট। যাহা হউক যখন বহু অনুসন্ধানেও সন্ন্যাসীকে পাওয়া গেল না, তখন আর বৃথা কালবিলম্ব না করিয়া নির্দ্দিষ্ট দিনে বিচার আরম্ভ হইল। ম্যাজিষ্ট্রেট্ স্বয়ং আসিয়া অরুণ ও কুসুমকে সেনাক্ত করিলেন। এবং স্বচক্ষে যে যে ঘটনা দর্শন করিয়াছিলেন তদ্বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিলেন। অতঃপর দেওয়ানের সাক্ষ্য লওয়া হইল। দেওয়ান বলিলেন মহাপুরুষ স্বয়ং আসিয়া অরুণ ও কুসুমের শব-দেহ উত্তোলন পূর্ব্বক গভীর বনমধ্যে লইয়া যান এবং তথায় তাঁহার অদ্ভুত যোগবলে

তাহাদিগকে পুনর্জ্জীবিত করেন। মহাপুরুষের আদেশানুযায়ী তিনি তাঁহার সঙ্গে যাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

বিচারপতি। টবে, সন্ন্যাসীর আড্ডা টুমি ডেখেছে ?

দেওয়ান। হুজুর, সন্ন্যাসীর স্থায়ী আড্ডা কোথাও নাই।

বিচারপতি। সন্ন্যাসী যে বনে গেল, সে বন টুমি ডেখেছে ?

দেওয়ান। হাঁ, হুজুর, সে বন দেখেছি।

বিচারপতি। টুমি ডেখাতে পারে ?

দেওয়ান। না, হুজুর, তা' দেখাতে পারি না।

বিচারপতি। সে কেমন কঠা ? টুমি ডেখেছে, টবে ডেখাতে পার্‌বে না কেন ?

দেওয়ান। হুজুর ! সে মহাপুরুষের অনুগ্রহ না হ'লে সে স্থান কেউ দেখ্‌তে পারে না। আপনারা তো অনেক বন, বাদার, অনুসন্ধান ক'রে দেখ্‌লেন, কিন্তু কোথাও তাঁ'র অনুসন্ধান মিল্‌লো কি ? তিনি যোগবলে মহা বলীয়ান। তাঁ'র কার্য্যকলাপ সমস্তই অদ্ভুত ও অমাণুষিক। আমি কোন্ বনে, কোন্ পথে, তাঁ'র সঙ্গে গিয়েছিলেম, তা' আমার কণা মাত্রও স্মরণ নাই।

ইহার পর, অরুণ ও কুসুমের সাক্ষ্য লওয়া হইল। তাহারাও বনভূমির কথা প্রকাশ করিল। কিন্তু কোন্ পথে এবং কোথায় সে বন তাহার কিছুই বলিতে পারিল না।

তখন সাহেব স্থির করিলেন সন্ন্যাসীটা একটী অত্যুৎকৃষ্ট ম্যাজিসিয়ান। সে বন মধ্যে বাস করে এবং সময়ে সময়ে লোকালয়ে আসিয়া তাহার অদ্ভুত ম্যাজিকের ক্ষমতা দেখাইয়া লোকের মন আকৃষ্ট করে। বন মধ্যে থাকে, সুতরাং বিষের ঔষধি খুব ভাল জানে। তা'ই অরুণ ও কুসুমকে সেই ঔষধ প্রদান করিয়া তাহাদের জীবন রক্ষা করিয়াছে।

এতদ্ব্যতীত "যোগবল" বলিয়া কিছুই নাই। আহা, পাশ্চাত্য বিচারক! তুমি হিন্দুর যোগবল বিশ্বাস করিবে কেন? বিশেষতঃ এখন কত হিন্দুই সে কথা কথার কথা বলিয়া উপহাস করে! যাহা হউক এই সময়ে সাহেব একবার মনে মনে এ কথাও ভাবিয়া রাখিলেন যে, যদি সন্ন্যাসী আবার কখনও ফিরিয়া আসে ও তাঁহার সহিত দেখা হয়, তবে তিনি তাহার নিকট হইতে বিষের ঔষধটী নিশ্চয়ই শিখিয়া লইবেন! কিন্তু দুঃখের বিষয়, সন্ন্যাসীও আর আসিলেন না এবং সাহেবের সে আশাও আর পূর্ণ হইল না।

বিচার শেষ হইল। রমেন্দ্র ফাঁসি হইতে অব্যাহতি পাইলেন। কিন্তু সাত বৎরের জন্য তাঁহার "দ্বীপান্তর" বাসের আদেশ হইল।

অরুণও কুসুম সুস্থ দেহে গৃহে ফিরিলেন। আত্ম-হত্যার জন্য তাঁহারা বিষপান করিয়াছিলেন, তন্নিমিত্ত তাঁহাদের আর কোন শাস্তি ভোগ করিতে হইল না। বিচারক তাঁহাদের নবীন বয়স, ঘটনাচক্রের দুর্ব্বিপাক ও প্রথম অপরাধ ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করিয়া এবার তাঁহাদিগকে ক্ষমা করিলেন। অতঃপর কিছু দিন ধরিয়া তাঁহাদের জীবনের এই অলৌকিক ঘটনা, সমুদয় বঙ্গদেশব্যাপী বিষম আন্দোলন উপস্থিত করিল। এবং এই প্রত্যক্ষ ঘটনা হইতে বঙ্গবাসীমাত্রেই বুঝিলেন যে "যোগবলই" পৃথিবীতে একমাত্র শ্রেষ্ঠ-বল, এতদ্ব্যতীত উচ্চ বল আর কিছুই নাই।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

" উপসংহার।"

অরুণ ও কুসুম গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। মালতীনগরের রাজবাটী আবার তেমনি পূর্ব্ব-শ্রী ধারণ করিল। বৃদ্ধ দেওয়ান অরুণের একান্ত অনুরোধে পুনরায় রাজবাটীর দেওয়ান হইলেন। পুরাতন কর্ম্মচারী যাঁহারা বাধ্য হইয়া সে সংসার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, অরুণ একে একে তাহাদিগকে লইয়া আসিয়া আবার যথাস্থানে নিযুক্ত করিলেন। যোগাশ্রমে আবার তেমনি শ্রীশ্রী৺রাধাকৃষ্ণের যুগল-মূর্ত্তির অর্চ্চনা হইতে লাগিল, এবং তথায় পূর্ব্ববৎ তেমনি সাধু-সন্যাসীগণের আগমন হইতে লাগিল। জমীদারির মহাল গুলি যাহা বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল. তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি দেওয়ানের ক্ষিপ্রকারিতায় সে গুলি শীঘ্রই শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিল। এইরূপে চতুর্দ্দিকে শান্তি বিরাজিত হইলে, শুভ দিনে, শুভক্ষণে ও শুভলগ্নে, দেওয়ান, জ্যোতির্ম্ময়ী ও অরুণের মাতা তিন জনে একত্র হইয়া মহা সমারোহে অরুণ ও কুসুমের বিবাহ, যথারীতি ও যথাশাস্ত্র সম্পাদন করিলেন।

পিতার "দ্বীপান্তর" হইলে, হরেন্দ্রনাথ, মাতা ও স্ত্রী প্রভৃতি লইয়া মালতীনগর পরিত্যাগ পূর্ব্বক হুগলি সহরে আসিয়া বাস করিতে লাগিল। অরুণ অনেক অনুরোধ করিল, জ্যোতীর্ম্ময়ী অনেক বলিলেন, কিন্তু সে কিছুতেই মালতীনগরে রহিল না। যাহা হউক এইরূপে প্রায় ছয়মাস অতিবাহিত হইল। অতঃপর একদিন প্রমোদকুমার আসিয়া হরেন্দ্রের বৈঠকখানায় উপস্থিত হইলেন। তখন সে গৃহে কেবল হরেন্দ্র নাথ একাকী উপবিষ্ট ছিলেন তদ্ব্যতীত তথায় আর কেহই ছিল না। প্রমোদকুমার সে গৃহে প্রবেশ করিয়া হরেন্দ্রর প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক বলিলেন—"কিহে হরেন্! তোমায় এতগুলি চিঠি লিখ্‌লেম তা'র একখানারও জবাব দিলে না। একবার দেখাও ক'র্লে না। তা'র পর আমি নিজে ক'দিন এসে তোমার দেখা না পেয়ে ফিরে গিয়েছি। তা' যা'ক্। এখন বল দেখি, আমার টাকা গুলির কি ক'র্‌বে? বিবাহ তো যা' হবার তা'ই হ'লো, এখন দেনার জন্য যে আমার ভিটার মাটি উচ্ছন্ন যাবার যোগাড় হ'য়েছে।

হরেন্দ্র। ভাই, ব'স, সব ব'ল্‌ছি। আমার অবস্থা তো সবই জান্তে পাচ্ছ। বাবার মোকদ্দমায় বহু অর্থ ধ্বংশ হ'য়েছে। তা' হ'য়েও যদি———"

প্রমোদ বাধা দিয়া বলিলেন—"সে সব কথা আমি শুন্‌তে চাইনা। আমার টাকার কি হবে তা'ই বল। তোমরা বিয়ে দেবে বলে, আমরা টাকা দিয়েছিলেম। বিবাহ হ'ল না, এখন টাকা ফিরিয়ে দাও।"

হরেন্দ্র। বিবাহ হলো না সে তো দৈব-দুর্ব্বিপাকে। আমরা কি ইচ্ছা করে তোমার বিয়ে বন্ধ ক'রেছিলেম?

প্রমোদ। সে জন্য তো তোমায় কিছু ব'ল্‌ছি না। কিন্তু আমার টাকা? টাকাগুলি ফিরিয়ে দাও, আমার আর কিছুই বলবার নাই।

হরেন্দ্র। তোমার সঙ্গে তো এমন বন্দোবস্ত কিছু ছিলনা, যে, বিয়ে না হ'লে টাকা ফিরিয়ে দিতে হবে।

প্রমোদ। বটে! তবে প্রস্তুত হও।

এই বলিয়া পলক-মধ্যে প্রমোদ কুমার পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিয়া হরেন্দ্রের মস্তক লক্ষ্য করিয়া ছুড়িলেন। গৃহ অমনি ধূমে আচ্ছন্ন হইল। শয্যা মানব-রক্তে রঞ্জিত হইল। এবং ক্ষণকাল মধ্যেই হরেন্দ্রের জীবন-শূন্য-দেহ শয্যাতলে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। চক্ষুর নিমিষে প্রমোদ কুমার সে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া ক্রমে হুগলি হইতে অন্তর্হিত হইলেন। সেই অবধি আর তাঁহার কোন অনুসন্ধান পাওয়া যায় নাই।

এই দুর্ঘটনার পর অরুণ. হরেন্দ্রের মাতা ও তাহার স্ত্রী প্রভৃতিকে মালতীনগর লইয়া আসিলেন। এবং চণ্ডীরাণী নিরুপায় হইয়া তদবধি বিধবা পুত্র-বধু ও অন্যান্য পুত্র কন্যাগণ সহ কুসুমের আশ্রমে বাস করিতে লাগিলেন।

ইহার পর দেখিতে দেখিতে চারি বৎসর চলিয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যে অরুণ ও কুসুমের একটী সুকুমার কুমার জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। পুত্রটীর বয়স এক্ষণে দেড় বৎসর। দেখিতে অনুপম সুন্দর, আধ আধ কথা বলে। সে এক্ষণে পিতা মাতার প্রাণ-স্বরূপ। বালকের নাম রাখা হইয়াছে "অভিনব।"

একদিন অভিনবকে লইয়া অন্তঃপুরে কুসুমের শয়ন-গৃহে অরুণ ও কুসুম উভয়ে নানাবিধ ক্রীড়া কৌতুক করিতেছেন, কখন বা তাহার নবনী-বিনিন্দিত-কোমল-কপোলে সহস্র চুম্বন করিতেছেন, কখন বা তাহাকে আবেগে বক্ষে ধারণ করিতেছেন, এমন সময়ে স্বামী বালানন্দ তথায় উপনীত হইয়া বলিলেন—"বৎসগণ! প্রসাদ

গ্রহণ কর।" তাঁহারা সসব্যস্তে হস্ত পাতিয়া প্রসাদ লইয়া উভয়ে ভক্তিভরে স্বামীজিকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। স্বামীজি তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন "সুখে থাক, ভগবানে মতি রেখে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ কর। তোমাদের সময় হ'লে আমি এসে নিয়ে যাব।"

ঠিক এই সময়ে দেওয়ান সে গৃহে প্রবেশ করিয়া স্বামীজির পদতলে পতিত হইয়া বলিলেন "প্রভু! আমার তো সময় হ'য়েছে। এ দাসের প্রতি কৃপা করুন।"

বালানন্দ। হাঁ, তুমি চল। তোমারই জন্য আমি এসেছি।

ঠিক এমন সময়ে অভিনব কি নিমিত্ত বড় কাঁদিয়া উঠিল। অরুণ ও কুসুম উভয়েই ত্বরিত-দৃষ্টিতে তাহার প্রতি তাকাইলেন। পরক্ষণেই তাঁহারা আবার স্বামীজি ও দেওয়ানের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। কিন্তু দেখিলেন তথায় কেহই নাই,— উভয়েই অন্তর্হিত!

সেই অবধি দেওয়ানের আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই!

সম্পূর্ণ।